উপহার।

চিহ্নস্বরূপ

সাদরে সমর্পিত হইল।

তারিখ }
১৩ সাল। }

উৎসর্গ পত্র।



সৌজন্যের আধার, দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, দীনের পালক

উত্তরপাড়ানিবাসী প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী

রায় শ্রীমন্ জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

মহোদয়ের

পবিত্র নামে

গ্রন্থকারের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ

"বিধি-প্রসাদ"

উৎসৃষ্ট হইল।

বক্তব্য।



আচারভ্রষ্ট, বিপথগামী অজ্ঞান হিন্দুর যাহাতে সনাতন ধর্ম্মে ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, হিন্দু বিধবার জীবন যাহাতে ধর্ম্মানুশাসনক্রমে প্রকৃত পথে পরিচালিত হয়, তদুদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচিত হইল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না, জানি না। বিচারভার পাঠকের হস্তে।

কোন কোন পাঠক আমাকে থিওসফিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন। আমি তাঁহাদিগের সন্দেহ নিরাকরণার্থ বলিতেছি,—থিওসফিক্যাল সভা সমিতির সহিত আমার কখন সম্বন্ধ ছিল না ও নাই।

পুস্তক প্রকাশকল্পে নানারূপে সাহায্য করিয়া প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমান অর্জ্জুনচন্দ্র বসু আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা আমার ধন্যবাদার্হ।

কলিকাতা
৭ই শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল।

গ্রন্থকারস্য।

বিধি-প্রসাদ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পিতাপুত্রে।

শরতের সান্ধ্য গগনে রজনীর কৃষ্ণাঞ্চলের ছায়া পতিত হইয়াছে। একটি, দুইটি, তিনটি, ক্রমে ক্রমে অসংখ্য তারকা আকাশের নীল কোলে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্নিগ্ধ মারুৎ মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ক্বচিৎ উড্ডীয়মান পেচকের বিকট রব শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করিতেছে।

কলিকাতা ভারতের রাজধানী—সুরপুরী অমরাবতী ইহার সৌন্দর্য্যে পরাজিত। যে ইংরাজ সিংহবিক্রমে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন, সেই মহান্ জাতি কলিকাতাকে বিপুল ভারতসাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান নগরীতে পরিণত করিয়াছেন। কাজেই ইহার শ্রীসমৃদ্ধি সাধনে যেখানে যাহা প্রয়োজন, সেখানে তাহাই স্থাপিত বা সৃষ্টি করিতে ত্রুটী করেন নাই। দামিনী দাসী হইয়া নাগরিকদিগের সেবায় ব্যাপৃতা।

কলিকাতার ইংরাজ-পল্লী দেবদুর্ল্লভ স্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজপল্লীর বিপণীশ্রেণীর শোভা, হোটেলের মনোহারিত্ব, বাসভবনের রমণীয়তা, শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গীর সাজ-সজ্জা, রথ্যাদির পরিচ্ছন্নতা, সম্মুখস্থ গড়ের মাঠের প্রশান্তভাব দর্শকের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। চারিদিকে বৈদ্যুতিক ও গ্যাসের ফুল্লকৌমুদীলাঞ্ছিত শুভ্র-বিমল আলোক, সুন্দর অশ্বশকট ও মোটরগাড়ীর সমাবেশ নয়ন মনঃ পুলকিত করিয়া তুলে।

চৌরঙ্গীর সন্নিধানেই ভাগীরথী-তীরে ইডেন উদ্যান। উদ্যানের রচনা-শিল্প অপূর্ব্ব। সুকৌশল-বিন্যস্ত বিটপীশ্রেণী, স্থিরসলিল খাত, ব্রহ্মদেশের বিশ্ববিশ্রুত প্যাগোডা বা মন্দির, শ্বেতাঙ্গদিগের ক্রীড়াস্থলী ও বিহারভূমি ইডেন উদ্যানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বিহারস্থল আরও সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও মনোহর—সন্ধ্যার পর যখন বিজলীর মধুর করোজ্জ্বলে আলোকিত হয়, যখন তানলয়বিশুদ্ধ বাদ্যধ্বনি "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতে থাকে, যখন বিদ্যুদ্দামসদৃশা শ্বেতরমণীরা প্রিয়জনসহ বিচরণ করেন তখন মনে হয়—ত্রিদিবের দৃশ্য ইহার নিকট তুচ্ছ।

তাহার পর শত্রুহৃদি-ভয়োদ্দীপক, ভীমাকৃতি দুর্গ কোমলতার সহিত কাঠিন্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ পণ্যবাহী নানা দিগ্দেশগামী বৃহদায়তন অর্ণবযানসমূহ দর্শকের চিত্তাকর্ষণেও পশ্চাৎপদ হয় না।

এ হেন শোভা-সম্পদ-সমাকীর্ণ শ্বেতাঙ্গপল্লীর মধ্যস্থিত একটি সুরম্য হর্ম্যে রোগশীর্ণ জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ শায়িত। তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় কোঠরগত, দেহ শীর্ণ। রোগীর নাম মিঃ টি রুদ্রা। ইনি বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালী। ইহার পূর্ব্বপুরুষেরা রুদ্র উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইনি পাশ্চাত্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া রুদ্র স্থলে রুদ্রা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস, রুদ্র শব্দ অসভ্যতার পরিচায়ক। কেবল ইহাই নহে, রুদ্রা বলিলে লোকে তাঁহাকে সাহেবও মনে করিতে পারে।

মিঃ টি রুদ্রা এখন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রুদ্র নহেন। তাঁহাকে বাবু বলিবার যো নাই। পাছে তাহাকে কেহ "কালা আদমী সমজায়," তদাশঙ্কায় তিনি নাকি কৃষ্ণচর্ম্মের পরিবর্ত্তে শ্বেতচর্ম্মী হইতেও সচেষ্ট হইয়াছিলেন, এমন কি—জনৈক বিচক্ষণ চিকিৎসকের সহিত পরামর্শও করিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকে বলে, অনেক সময়ে রুদ্রা সাহেব মনে করিতেন যে, তাহার জনক কৃষ্ণাঙ্গ না হইয়া যদি সাহেব হইতেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। তিনি নাকি মনে মনে তাঁহার জননীর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যও অনেক নিন্দা করিতেন।

যাহা হউক, টি রুদ্রা বাঙ্গালীত্ব ঘুচাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি বিলাতী কায়দায় হাসিতেন, কাসিতেন, খাইতেন ও পরিতেন। তাঁহার বাটিতে দাসদাসী সকলেই সাহেবদিগের দাসদাসীর ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিত। রুদ্রা

সাহেব কখনও "বয়" বলিয়া চাকরকে ডাকিতেন, কখনও আঁয়া বলিয়া দাসীকে সম্বোধন করিতেন। দাসদাসীরাও প্রভুকে "সাহেব" বলিয়া অভিহিত করিত। রুদ্রার বাড়ীতে কেহ উপস্থিত হইয়া "সাহেব কোথায়" বলিয়া দাসদাসীকে যদি জিজ্ঞাসা না করিতেন, তাহা হইলে প্রশ্নের উত্তরই পাইতেন না।

রুদ্রা সাহেব বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইসেন। তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেন, পসার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল, কাজেই তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। রুদ্রা সাহেবের ঘোড়দৌড়ের সখ খুব বেশী ছিল। ঘোড়দৌড়ের জন্য তিনি কয়েকটা ঘোড়াও কিনিয়াছিলেন। অশ্বশালার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত যথাযোগ্য লোকজন নিযুক্ত করিতেও তিনি বিরত হন নাই। সেখ মামুদ নামক জনৈক মুসলমান ঘোড়দৌড়ে তাঁহার অশ্বে আরোহণ করিত। সেখ মামুদ তাঁহার বেতনভুক্ ভৃত্য ছিল। মামুদ অশ্বারোহণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। পাছে অন্যত্র থাকিলে তাহাকে অন্য লোকে নিযুক্ত করে, এই আশঙ্কায় মিঃ রুদ্রা মামুদকে সপরিবারে অশ্বশালায় থাকিবার জন্য স্থান দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অশ্বরক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মাসাধিক হইল রুদ্রা সাহেব পীড়িত হইয়াছেন। চিকিৎসকেরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবনালোক ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। অবশেষে

তাঁহার আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হইল। ডাক্তারেরা আজি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, জীবনের আর আশা নাই—অদ্য রাত্রিতে মৃত্যু ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

রুদ্রা সাহেবের বাটীতে পরিবারবর্গের মধ্যে এক রমণী ও এক যুবক ব্যতীত অন্য কেহ থাকিতেন না। রমণীর নাম চপলা। রুদ্রা সাহেবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, এপর্য্যন্ত কেহ তাহা জানে না—জানিবার উপায়ও ছিল না। কারণ তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিবার কাহারও ক্ষমতা বা সাহস ছিল না।

রুদ্রা সাহেব অতিশয় কোপন স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি যেরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তদ্রূপ যথেষ্ট ব্যয়ও করিতেন। তিনি দুষ্কার্য্যে যেরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন, সংকার্য্যেও তদ্রূপ "দাতা কর্ণ" সদৃশ ছিলেন। এক কথায়, তিনি সর্ব্বগুণাধার ছিলেন। যেমন মিস ডিকষ্টা হইতে মিসেস চৌধুরী পর্য্যন্ত তাঁহার সৌভাগ্যের অংশ পাইতেন, তেমনি কংগ্রেসের পাণ্ডা হইতে সামান্য বিদ্যার্থীও তাঁহার দানের অংশ পাইতেন। মিঃ রুদ্রা কখনও সুরামত্তাবস্থায় মিসেস্ উইলসন বা মিস ঘোষালের সহিত রসালাপ করিতেন, আর কখনও বা দেশোদ্ধার-ব্রতে অগ্রণী হইয়া বক্তৃতা করিতেন। তিনি অখাদ্য ভোজনাদিতে যেমন পরিপক্ক ছিলেন, তেমনি আবার প্রয়োজন হইলে আপনাকে হিন্দুকুলচূড়ামণি বলিয়া আখ্যাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ তিনি এই হতভাগ্য দেশে জননায়ক বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই জননায়ক রুদ্রা মহাশয়

দেশের টাকা আত্মসাৎ করিতেও কখন ইতস্ততঃ করেন নাই। একবার রুদ্রা সাহেব বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ পশ্চিমোত্তরে গমন করেন। দুই বৎসর তথায় থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফিরিবার সময় তাঁহার সহিত চপলা আগমন করেন। রুদ্রা সাহেবের সহিত তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিদেশে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে কিন্তু আর স্বদেশে ফিরিতে হয় নাই—কাল তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রুদ্রা সাহেবের সহিত চপলার কি সম্বন্ধ, তাহা কেহ জানিত না। কারণ কেহ কখন রুদ্রা সাহেবকে তাঁহার সহিত কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিতে দেখে নাই। রুদ্রা সাহেব চপলাকে বিশেষ আদর করিতেন, চপলাও তাঁহাকে সম্মান করিতে ত্রুটি করিতেন না।

চপলা ব্যতীত রুদ্রা সাহেবর বাটীতে তাঁহার পুত্র চারুচন্দ্র রুদ্রা থাকিতেন। চারুচন্দ্র মিঃ সি রুদ্রা নামে পরিচিত। তাঁহার প্রকৃতিও তাহার পিতার অনুরূপ। মিঃ সি রুদ্রার বয়স চতুর্ব্বিংশতি বৎসর মাত্র। তিনি অবিবাহিত—যৌবনমদে সদাই মত্ত।

এতদ্ব্যতীত মিঃ টি রুদার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম অতুলচন্দ্র রুদ্র। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় সুখ্যাতির সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বালীগঞ্জে পৈতক:ভবনে বাস করিতেন। মিঃ এ রুদ্র

মেধাবী ও বিদ্বান। তাঁহার গুণে সকলই মুগ্ধ। বাল্যকালে তিনি যে কেবল বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন, তাহা নহে, শরীরের বলাধানের নিমিত্ত নানারূপ ব্যায়ামাদিও করিতেন। মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রচালনা প্রভৃতিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

মিঃ টি রুদ্রা ৫৫বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিতেছেন। তিনি মরিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি জানিতেন, তাঁহার অক্ষয় পরমায়ুঃ—ভোগ লালসায় চূড়ান্ত এখনও তিনি করিতে পারেন নাই। তিনি যে মৃত্যুকে ভয় করিতেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কেন না, ভয় বলিয়া যে সংসারে কিছু আছে, তিনি তাহা জানিতেন না। কি কুকর্ম্ম, কি সু-কর্ম্ম, সকল কার্য্যই তিনি অকুতোভয়ে নির্ব্বাহ করিতেন।

এ হেন রুদ্রা সাহেব কালগ্রাসে পতিত হইতেছেন। নির্ম্মম শমন তাঁহার ঐশ্বর্য্য মানিল না, প্রতাপ মানিল না, জ্ঞান-গবেষণা মানিল না, বিদ্যা বুদ্ধি মানিল না, গর্ব্ব অহঙ্কার মানিল না, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিল না—তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিল—রুদ্রা সাহেবের অন্তিম সময় সমুপস্থিত।

একটি বর্ত্তিকার ক্ষীণালোক গৃহমধ্যে বিকীর্ণ হইতেছিল। গৃহ মধ্যে অথবা রোগীর শয্যাপার্শ্বে কেহ ছিল না। এমন সময়ে জনৈক যুবক প্রকোষ্ঠে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৃহমধ্যে যাইতে পারি কি?"

রুদ্রা সাহেব ইঁহাকেই ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কাজেই বলিলেন "আইস।"

যু। আপনার অনুমতি কি? দেখিতেছি, মৃত্যুর ঘনচ্ছায়া আপনার মুখমণ্ডল আবৃত করিতেছে।

রুদ্রা সাহেব একবার কঠোর দৃষ্টিতে যুবকের প্রতি চাহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আমি তাহা বুঝি, তোমাকে উহা বলিয়া আর কষ্ট পাইতে হইবে না। মরিতেছি বলিয়াই তোমাকে ডাকিয়াছি, নতুবা তোমার মুখদর্শন করিবার ইচ্ছাও আমার ছিল না।"

রোগীর বাক্যে যুবকের নয়নপ্রান্তে ঘৃণা ও ক্রোধের চিহ্ন প্রকটিত হইল। যুবক বহুকষ্টে সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, এখন বলুন কি জন্য ডাকিয়াছিলেন।

পাঠক! বোধ হয় যুবককে চিনিতে পারেন নাই। ইনিই মিঃ টি রুদ্রার পুত্র। পিতাপুত্রের সম্ভাষণে পাঠকের বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। কেন না, পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত, ইহা প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের চিত্র নহে—উচ্চশিক্ষিত বিলাত-প্রত্যাগত পাশ্চাত্য প্রথানুকরণপ্রিয় নব্য সমাজের বিচিত্র প্রতিকৃতি।

রোগী বলিলেন, "ব্যস্ত হইও না। তোমার প্রকৃতি আমি জানি। আমার মৃত্যুর পর তুমি যে ঘোর দুষ্কর্ম্মান্বিত হইবে, আমি তাহা বুঝি, তাই একটি কথা বলিতেছি। তুমি আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিও, আমার

তাহাতে কোন অপত্তি নাই, কিন্তু আমার প্রতিষ্ঠিত দাতব্য ভাণ্ডার তোমাকে অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে।”

যুবক শিহরিয়া উঠিলেন। রোগী তাঁহার মনের কথা কিরূপে জানিতে পারিলেন, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুর পর দাতব্য ভাণ্ডার তিনি সর্ব্বাগ্রে বিলুপ্ত করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

মুমুর্ষু টি রুদ্রা সাহেব পুত্রের ভাবাবলোকন করিয়া বলিলেন, “আমার অনুমান সত্য। কিন্তু সাবধান, তুমি আমার আজ্ঞা অবহেলা করিও না। তুমি জানিও, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য :করিলে তোমাকে আমি আমার উত্তরধিকারিসূত্র হইতে বঞ্চিত করিব, তোমাকে পথের ভিখারী করিব। মনে করিও না, মৃত্যুর পর আমি কিছুই করিতে পারিব না, তোমাকে আমি বৃথা ভয় দেখাইতেছি। আমার কথার অন্যথা ঘটিলে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা ঘটিবে। তুমি আমার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে এক কপর্দ্দকও পাইবে না।”

যুবক পিতৃস্বভাব অনেকটা পাইয়াছিলেন। কাজেই ক্রোধে তাঁহার বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “অন্যে যাহা বলে বলুক, আপনার ঐরূপ বলা উচিত নহে।”

রু। আমার ঔচিত্যানুচিত্য তোমার দ্রষ্টব্য নহে। আমি যাহা বলিলাম, তাহা শুনিলে কি ? এখন বল, তোমার অভিমত কি ?

য। "দাতব্য ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ না করিলে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, স্বীকার করিলাম, আমি উহা লোপ করিব না।

রু। তোমার অঙ্গীকারের মুল্য আমি জানি। যাহা হউক, তুমি যে স্বীকার করিলে, ইহাতেই আমি সুখী হইলাম।

পুত্রের চক্ষুর্দ্বয় আবার রোষে বিঘূর্ণিত হইল। পিতা তদ্দর্শনে বলিলেন "আর কিছু না পাইলেও আমার কোপন স্বভাবটা পাইয়াছ।"

য। এই কোপন স্বভাবের জন্যই আপনি আমার জননীকে মারিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাই।

রু। তুমি ভুল শুনিয়াছ। আমি আমার জীবনের গুপ্তকথা এবং আমার উইল লিখিয়া উপযুক্ত লোকের হস্তে রাখিতে দিয়াছি। তুমি যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য কর, তাহা হইলে তাহাকে কাগজ পত্র খুলিবার অনুমতি দিয়াছি। তাহা পাঠ করিলে তুমি পথের ভিখারী হইবে—আমার সম্পত্তির তিলাংশও পাইবে না। সাবধান! আমার আদেশ অবহেলা করিও না। তোমাকে আমার আর কিছু বলিবার নাই—তুমি যাইতে পার। চপলাকে ডাকিয়া দিও।

পুত্র উঠিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "চপলার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? সে কে?"

টি রুদ্রা সাহেবের শত দোষ থাকিলেও তিনি সহজে মিথ্যা কথা বলিতেন না। বিশেষতঃ এক্ষণে আবার মরিতে

বসিয়াছেন। পুত্রের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সেই রুগ্নশরীরে যেন মত্ত হস্তীর বল সঞ্চার হইল। তিনি পদাঘাতে পুত্রকে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন।

রোষে ক্ষোভে যুবক জ্ঞানহারাপ্রায় হইয়া পড়িলেন। তিনি আর কিছু বলিলেন না—নীরবে গৃহত্যাগ করিলেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।



মৃত্যু।

কয়েক মুহূর্ত্তের পরেই চপলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চপলা শিক্ষিতা রমণী, বেশভূষা পাশ্চাত্য শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা ব্রাহ্মিকাদিগের ন্যায়। চপলা অপরূপ সুন্দরী। যৌবন বিগত, প্রৌঢ়ের দিনও বিগতপ্রায়, তথাপি রূপমাধুরী এখনও বিলীন হয় নাই; এখনও দেহকান্তি অনুপম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাত্যাবিক্ষোভিত উর্ম্মিমালাপূর্ণ খরপ্রবাহিনী নদীর সহিত দুকূলপ্লাবিনী মন্থরগতিশালিনী ভরা নদীর যে পার্থক্য, চপলার যৌবনের সৌন্দর্য্যের সহিত প্রৌঢ়ের সৌন্দর্য্যের তদ্রূপ পার্থক্য।

চপলা গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, রুদ্রা সাহেবের ঘন শ্বাস বহিতেছে—কপোলদেশ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। তিনি ত্বরিত গমনে রোগীর পার্শ্বে যাইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। রোগী কিয়ৎক্ষণ মুদিত নয়নে অবস্থান করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। দেখিলেন—সম্মুখেই চপলা। চপলার মুখমণ্ডল গভীর ভাবযুক্ত। রোগী বলিলেন "চপলে আসিয়াছ?"

চ। হাঁ, কি হইয়াছিল? চারু তোমার কি করিয়াছিল?

রো। আমার কিছুই করে নাই।

চ। তবে কি সে আমার কথা উত্থাপন করিয়াছিল?

রো। হাঁ, তাহাতেই আমার ক্রোধের উদয় হয়। আমার সামর্থ্য থাকিলে তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতাম—সকল জ্বালা নিবারিত হইত।

চপলার বদনমণ্ডল আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; তিনি দুঃখবিজড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অবস্থা কেমন?

রোগী বলিলেন "আমি ত মরিতে বসিয়াছি।"

চ। মৃত্যুতে কি তোমার ভয় হইয়াছে?

রো। তিলমাত্র নহে।

চ। তবে তুমি সুখী।

রোগী বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সুখী? তুমি কি বলিতে চাহ, এই বয়সে সংসারের ভোগবিলাস, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ এবং সর্ব্বোপরি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ অজানা দেশে গমন সুখদায়ক? আমি মহাপ্রস্থান করিতেছি—আর যে ফিরিব না—মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিতেছি। তবু কি বলিতে হইবে সুখে মরিতেছি?

চপলা কাঁদিয়া বলিলেন, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ছিলে।

টি রুদ্রা সাহেব চপলার পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, তুমি দুঃখ করিও না। আমার মৃত্যুর পর যাহাতে তোমার কোন কষ্ট না হয়, সে বন্দোবস্ত আমি করিয়াছি। তুমি ইচ্ছা করিলে আজীবন এই বাটীতে বাস করিতে পারিবে—তোমাকে কেহ তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। যদি তুমি এ বাটীতে

না থাক, তাহা হইলেও তোমার কষ্ট হইবে না, তুমি যাহাতে আজীবন সুখে কালযাপন করিতে পার, আমি তদ্রূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি। হায়! চারু আমার পুত্র না হইয়া অতুল যদি আমার পুত্র হইত!

মুহূর্ত্তের জন্য চপলার চক্ষুঃ হইতে যেন অগ্নি বর্ষণ হইল। কিন্তু তিনি সত্বর সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন "আমাকে এখন আর কি করিতে হইবে?"

রো। একটা উপকার কর। ডাক্তার বৈদ্য আর আমার কাছে আসিতে দিও না—আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও।

চ। তাহাই হইবে।

রো। আমি জানি, তুমি আমার বাধ্য। হায় চপলে! আজি পূর্ব্বের কথা মনে পড়িতেছে।

চপলার চক্ষুঃ হইতে দুইটী বড় বড় জলের ফোঁটা পড়িল। রোগী শয্যায় ছটফট করিতে লাগিলেন। চপলা তদ্দর্শনে বলিলেন "তোমার অসুখ বাড়িতেছে দেখিতেছি। অতুল পাশের ঘরে আছে, তাহাকে ডাকিব কি?

রোগীর আয়তলোচন যেন অতুলের নামে প্রশান্তভাব ধারণ করিল। চপলা বুঝিলেন, রোগী অতুলকে দেখিতে অভিলাষী। যাইবার সময় চপলা বলিলেন, তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিও।

রো। আমি কবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছি?

চ। আমার কাছে কর নাই বটে।

রো। তবে আমাকে বিশ্বাস করিতে পার।

"অতুলকে পাঠাইয়া দিতেছি" বলিয়া চপলা গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্তা হইলেন।

অতুল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া খুল্লতাত সমীপে গমন করিলেন। খুল্লতাত বলিলেন, অতুল! তোমাকে আমি চারু অপেক্ষা ভালবাসি।

অতুল হেঁটমুণ্ডে রহিলেন। রোগী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তোমাকে আমার উকীল যে কাগজের তাড়া দিয়াছেন, তাহা কি সর্ত্তে তুমি রাখিবে, তাহা বোধ হয় তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন।

অতুল বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, উকীল মহাশয় কিছুই বলিয়া দেন নাই।

রো। তবে আমি বলিয়া দিতেছি। আমার অনুষ্ঠিত দাতব্য ভাণ্ডার আমার মৃত্যুর পর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যদি চারু আমার এই অনুজ্ঞা পালনে অবহেলা করে, তাহা হইলে তুমি উক্ত কাগজগুলি খুলিয়া পড়িবে। নতুবা কোনমতে তুমি উহা খুলিবে না—ঐরূপ শীলমোহরযুক্ত অবস্থায় তুলিয়া রাখিবে।

অ। যে আজ্ঞে।

এই সময় চপলা পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অতুল বলিলেন, মৃত্যু শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে—আর বড় বিলম্ব নাই। চারুকে ডাকিব কি?

চপলা বলিলেন, না।

অ। নীচে ডাক্তার আছেন, তাঁহাকে ডাকিব?

চ। রোগী মৃত্যুকালে ডাক্তার ডাকিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ধীরে—ধীরে—অতি ধীরে—মৃত্যুর কৃষ্ণচ্ছায়া রুদ্রা সাহেবের দেহ অধিকার করিতে লাগিল। তিনি কথা কহিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না। অতুল বলিলেন, আপনি শান্ত হউন। কথা কহিবার চেষ্টা করিলে কষ্ট আরও বাড়িবে। আপনার ইচ্ছামত সকল কার্য্য হইবে, ইহা স্থির জানিবেন।

চপলা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ইচ্ছা?

প্রশ্নটী রুদ্রার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি আবার বাক্যোচ্চারণের জন্য প্রয়াস করিলেন, কিন্তু অক্ষম হইলেন। ধীরে ধীরে তিনি অক্ষিপল্লব মুদ্রিত করিলেন।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। তাহার পর টি রুদ্রা সাহেব হঠাৎ শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। অতুল ও চপলা বিস্ময়সহকারে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রুদ্রা সাহেব কর প্রসারণপূর্ব্বক অতুলকে বলিলেন, "স্মরণ রাখিও।" বাক্যাবসান হইতে না হইতে রুদ্রা সাহেব শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন—তাঁহার প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



বিদায়।

যথাসময়ে টি রুদ্রা সাহেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন হইল। তাহার পর একদিন অতুল চপলাকে বলিলেন, আমি আর এবাটীতে থাকিব না, বালীগঞ্জে যাইব।

চপলা। কেন, কোন কষ্ট হইতেছে কি?

অ। না।

চ। তবে?

অ। আর কি করিতে থাকিব?

চ। ওঃ বুঝিয়াছি। তিনি যখন নাই, তখন আর থাকিবে কেন?

অ। হাঁ, তাও বটে!

চ। আচ্ছা, মরিবার সময় তিনি তোমাকে কি বলিয়াছিলেন?

চপলা যখন এই প্রশ্ন করিলেন, তখন তাঁহার হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী অতি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। সত্য বটে, তাঁহার ভরা গাঙ্গে ভাঁটার টান আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি নদী ঢল ঢল করিতেছিল। চপলার সে সুন্দর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মুনিরও মতিভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা।

অতুল একবার চপলার প্রতি চাহিলেন—নিমিষের নিমিত্ত তাঁহার শরীরে যেন তড়িৎ প্রবাহিত হইল। তাহার পর দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "বলিব না।"

চপলা বুঝিলেন, তাঁহার তূণীর এক্ষণে শায়কশূন্য হইয়াছে—যাহা ছিল সমস্তই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিতে দোষ আছে নাকি?"

অ। আছে।

চ। কি দোষ?

অ। আমি অঙ্গীকারবদ্ধ।

চ। দেখিয়া সুখী হইলাম, তোমার প্রতিজ্ঞা পালনের ক্ষমতা আছে। আর এক কথা। চারু আমার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেছ না, তুমি তাহা জান। আবশ্যক হইলে তুমি আমাকে সাহায্য করিবে স্বীকার কর।

অ। যদি প্রকৃতই আপনি বিপন্ন হন, তাহা হইলে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্রুটী করিব না।

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন" বলিয়া চপলা প্রস্থান করিলেন।

ইহার পরেই চারুর সহিত অতুলের সাক্ষাৎ হইল। তিনি অতুলকে বলিলেন, অতুল। তুমি আজই বালীগঞ্জে যাচ্ছ নাকি?

অ। মনে করেছি।

চারু। আচ্ছা, বাবা তোমাকে কি কাগজ দিয়াছেন ?

অ। খুলি নাই।

চারু। কেন ?

অ। তাঁহার নিষেধ।

চারু। তবে দিবার প্রয়োজন ?

অ। শুন চারু! তাঁহার অনুমতি, তুমি যদি কখন তাঁহার দাতব্য ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ কর—দাতব্য ভাণ্ডারের কার্য্য তাঁহার ইচ্ছামত নির্ব্বাহ না কর—দাতব্য ভাণ্ডারের অর্থ আত্মসাৎ কর, তাহা হইলে আমিও সেই কাগজ খুলিব।

চারু। দাতব্যভাণ্ডারের সহিত তোমার সম্বন্ধ কি ?

অ। তাহা ত বলিলাম।

চারু। তুমি কি শপথ করিয়া বলিতে পার যে, তুমি কাগজ খুলিয়া দেখ নাই ? দাতব্য ভাণ্ডার অক্ষুন্ন না রাখিলে তোমার কাগজ খুলিবার ক্ষমতা হইবে, ইহার অর্থ কি ?

অ। ভদ্রলোকে শপথ করে না।

চা। আবশ্যক হইলে করে বৈকি।

অ। আমি তাহাকে ভদ্রলোক বলি না।

"তোমার যথাসাধ্য করিও" বলিয়া চারু সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। অতুলও সে দিবস সেই বাটী পরিত্যাগ করিয়া বালীগঞ্জে গমন করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার সহিত চপলার পূনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চপলার সহিত অতুলকে

'চপলা স্বীয় রূপের ফাঁদে অতুলকে ফেলিবার চেষ্টায় আছে। চপলা অত্যন্ত চতুরা। আচ্ছা, সে আমাকে দেখিতে পারে না কেন? আমাকে তাহার এত ভয় কিসের?”

চারু আপন মনে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। নানারূপ প্রশ্নোত্তর তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই এই প্রহেলিকার মীমাংসা করিতে পারিলেন না। অতুল বালীগঞ্জে চলিয়া যাইবে শুনিয়া চারু মনে করিলেন, একটা কণ্টক গেল—বাকি রহিল একটা। এটারেও যেরূপে হয় তাড়াইতে হইবে।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মানুষ না পশু ?

মিঃ সি রুদ্র এক্ষণে চৌরঙ্গীর সুবৃহৎ প্রাসাদের একমাত্র অধিকারী। ধন জন, সহায় সম্পদ কিছুরই অভাব নাই। কুক্রিয়াসক্ত মানব যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়, তাহা হইলে তাহার স্বভাব অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। মিঃ সি রুদ্রার সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। সুরামত্ত, কামাসক্ত সি রুদ্রা অল্পদিনেই দুর্ব্বৃত্ত সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

যেমন মধু থাকিলে মধুমক্ষিকার অভাব হয় না, তদ্রূপ সি রুদ্রা মহাশয়ের আত্মীয়-বন্ধুর অভাব রহিল না। ইহাদিগের মধ্যে এ চ্যাটার্জ্জি অন্যতম। চ্যাটার্জ্জি মহাশয়ের সহিত বাক্‌বাণীর বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলেও বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া তাঁহার নিজের যথেষ্ট আত্মাভিমান ছিল। কূট-বুদ্ধিতে এ চ্যাটার্জ্জী অগ্রণী। তিনি কৌশলে সহোদরের সম্পত্তি গ্রাস করিয়া স্বকীয় বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, হৃতসর্ব্বস্ব সহোদরটী পথের ভিখারী হইয়া এক দিবস তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ভৃত্যবর্গের দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানে তাঁহাকে বিতাড়িত করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। 1920

এ চ্যাটার্জ্জির নারী-সমাজে প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তিনি অমাবস্যা তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের সময়ে অনেকে বলিয়াছিলেন, ছেলেটী চোর হইবে। তাঁহার পিতামহ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "নারীচোরা" হইবে। ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। তাঁহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে সমাকৃষ্ট হইয়া কত রমণী যে কুলমান জলাঞ্জলী দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এ চ্যাটার্জ্জির সহিত সি রুদ্রার ঘোড়দৌড়ে আলাপ হয়; তদবধি উভয়ে মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হন। চ্যাটার্জ্জি সাহেব সি রুদ্রার বাটীতে প্রায়ই শুভাগমন করিতেন। বলা বাহুল্য, ইহা সি রুদ্রার প্রতি ভালবাসার জন্য নহে—অন্য এক আকর্ষণ বশতঃ। সি রুদ্রার বাটীতে অশ্বপালক মামুদের এক ষোড়শী কন্যা ছিল। কন্যার নাম কুলসম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মামুদ সপরিবারে অশ্বশালায় থাকিত।

এ চ্যাটার্জ্জির দৃষ্টি কুলসমের উপর পতিত হইল। রুদ্রা সাহেবের ঘোটক দেখিবার ছলনায় তিনি প্রায়ই অশ্বশালায় যাইতেন, সুযোগ পাইলেই কুলসমকে কথায় ও ইঙ্গিতে মনোভাব জ্ঞাপন করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। সরলা বালিকা ক্রমেই ফাঁদে পড়িল। ইহাতে কুলসমকে দোষী করা যায় না। আলোক দেখিলে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ উপস্থিত হইয়া থাকে কেন? আগুনে পুড়িয়া মরিবার জন্য নহে কি? পতঙ্গের এই রূপ-লালসা কেন? ইহাই প্রকৃতির গুপ্ত-রহস্য। লম্পটের

কুহকে সরলা বালিকার মুগ্ধ হওয়া, বিস্ময়ের বিষয় নহে। কুলসম মজিল—আপনা হারাইয়া চ্যাটার্জ্জি সাহেবকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিল।

পাপ কখন গোপন থাকে না, কুলসমের স্বভাবের কথা ক্রমেই কুলসমের জননী জানিতে পারিল ; তাহার পর সে কথা ক্রমে মামুদের কর্ণগোচর হইল। মামুদ কাঁদিয়া একদা সিরুদ্রা সাহেবকে জানাইল, কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া মামুদ বালীগঞ্জে এ রুদ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। মামুদ সকল কথাই বলিল। কুলসম যে চ্যাটার্জ্জি সাহেবের প্রণয়াসক্ত হইয়াছে, মামুদ তাহা বুঝিয়াছিল, কাজেই সে কথাও সে অতুল বাবুকে বুঝাইয়া দিল। অতুল বাবু মনোযোগ সহকারে সকল কথাই শুনিলেন। চ্যাটার্জ্জি যে এরূপ প্রকৃতির লোক, তিনি তাহা জানিতেন না। তবে চ্যাটার্জ্জি সাহেব যে দুষ্ট ব্যক্তি, তাহা প্রথম হইতেই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। চ্যাটার্জ্জি সাহেবের মুখে এমন একটা ভাব ছিল, যাহা দেখিলেই লোকের মনে যুগপৎ ভয়ের ও মৈত্রীর সঞ্চার হইত। তাঁহার সম্মুখে কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করিবার সাহস সহজে কাহারও হইত না। সদাই একটা অমানুষিক ভাব তাঁহার চক্ষে ভাসিত।

চ্যাটার্জ্জি সাহেবের শরীরের গঠন বলিষ্ঠ ও পেশল। তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যমাখা মুখখানিতে যে সয়তানী ভাব সতত ক্রীড়া করিতেছে, একটু নিবিষ্ট চিত্তে দেখিলেই তাহা

উপলব্ধি করিতে পারা যাইত। অতুল বাবু মামুদের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'চ্যাটার্জ্জি সাহেবের সহিত কুলসমের কত দিন প্রণয় হইয়াছে?'

মা। সম্প্রতি।

অ। সম্প্রতি যে সম্প্রীতি ঘটিয়াছে, তাহার জন্য এত উতলা কেন?

মা। মহাশয় বলেন কি? সময় থাকিতে সাবধান হইব না?

অ। হওয়া উচিত বটে, তবে কি বিশেষ আপত্তিজনক কোন ব্যাপার দেখিয়াছ?

মা। আজ্ঞা না, কিন্তু ঘটিতে কতক্ষণ?

অ। আচ্ছা আমি কি করিতে পারি দেখি। তুমি অদ্য বাড়ী যাও।

মামুদ চলিয়া যাইবার পর সে দিবস সন্ধ্যার সময় অতুল বাবু ইডেন উদ্যানে বায়ুসেবনার্থ গমন করেন। উদ্যান পরিভ্রমণান্তর তিনি যখন গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেখিতে পাইলেন, উদ্যানের এক নিভৃত স্থানে এ চ্যাটার্জ্জি এবং কুমুদিনী গুপ্তা নাম্নী এক ভদ্র মহিলা কথোপকথন করিতেছেন। উভয়ের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অতুল বাবু সন্দিহান হইলেন। অতুল বাবুকে দেখিয়া চ্যাটার্জ্জি সাহেব সত্বর সে স্থান ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় চ্যাটার্জ্জি সাহেব একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অতুল বাবুর প্রতি চাহিলেন।

শ্রীমতি কুমুদিনী গুপ্তাকে অতুল বাবু চিনিতেন। তিনি জনৈক সবজজের ভার্য্যা। উদ্যানের মধ্যে নির্জ্জনে চ্যাটার্জ্জি সাহেবের ন্যায় দুষ্টচরিত্র ব্যক্তির সহিত আলাপ, রুচিবাগীশ নব্য দলভুক্তদিগের নিকট দোষাবহ না হইলেও অতুল বাবুর নিকট হইল। কুমুদিনী তাঁহাকে দেখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাড়াইলেন। অতুল বাবু তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন, আপনি চ্যাটার্জ্জি সাহেবকে কত দিন হইতে চিনেন ?

কু। অল্প দিন। কেন ?

অ। আপনার স্বামীর সহিত আমার যথেষ্ট প্রণয় আছে। আপনি এভাবে চ্যাটার্জ্জি সাহেবের সহিত আলাপ করেন, ইহা আমি উচিত মনে করি না।

কু। আমার কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করিবার আপনার কোন অধিকার নাই।

অ। একটু আছে, নতুবা বলিতাম না। আপনি কি জানেন না, চ্যাটার্জ্জি সাহেব কপর্দ্দকহীন পথের ভিখারী ? আপনি কি জানেন না, তিনি নষ্টচরিত্র লম্পট ? আপনি কি জানেন না, আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র মিঃ সি রুদ্রার অশ্বরক্ষক মামুদের কন্যাকে বিপথগামিনী করিবার জন্য চ্যাটার্জ্জি সাহেব সচেষ্ট ?

কু। চ্যাটার্জ্জি সাহেবের অসাক্ষাতে তাঁহার নিন্দা করা আপনার উচিত হইতেছে না। হইতে পারে আপনি যাহা বলিতেছেন তাহার প্রত্যেক বর্ণই সত্য। কিন্তু তাহাতে

আমার কি? তিনি সাধু সজ্জন হইলেও আমার কাছে যাহা অসাধু লম্পট হইলেও আমার কাছে তাহাই। আমি তাঁহাকে যে চক্ষে দেখি, সেই চক্ষেই দেখিব। আপনার কথায় আমার মন তিলমাত্র টলিবে না। আচ্ছা, আপনি যে মামুদের কন্যার কথা বলিলেন, আপনি সে ব্যাপার জানিতে পারিলেন কিরূপে?

অ। তাহার পিতার নিকট।

কু। আপনি চক্ষে কিছু দেখেন নাই?

অ। না।

কু। অন্যের মুখে শুনিয়া একজন ভদ্রলোকের নামে ঐরূপ কলঙ্ক অর্পণ করা আপনার উচিত হইয়াছে কি?

অ। পিতা স্বীয় কন্যার চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যা কথা কহিতে পারে কি?

কু। বুঝিয়াছি। আপনি স্বয়ং বোধ হয় সেই বালিকার প্রণয়প্রার্থী?

অ। আপনি যে আমার সম্বন্ধে ঐরূপ সন্দেহ করিতে পারেন, আমি তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

কু। এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন? চ্যাটার্জ্জি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিব কি? যাহাতে সেই স্ত্রীলোকটার দিকে ফিরিয়াও না চাহেন, তাহাই করিতে হইবে কি?

অ। আপনাকে ওসকল কিছুই করিতে হইবে না আপনি স্বয়ং তাঁহার সম্বন্ধে একটু সাবধান হইবেন।

কু। আমাকে অযাচিতভাবে উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।

অ। আপনার স্বামীর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় না থাকিলে, এত কথা বলিতাম না।

কু। আপনার উদারতার জন্য ধন্যবাদ।

অতুলবাবু কুমুদিনীর মনোভাব সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার কথায় রুষ্ট হইলেন না। তিনি শ্রীমতী কুমুদিনীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। গাড়ী অল্পক্ষণমধ্যেই অদৃশ্য হইল।

চ্যাটার্জ্জি সাহেবকে অতুল বাবু মিঃ সি রুদ্রার বাটীতে একবার দেখিয়াছিলেন। তখন বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিবার আবশ্যকতা হয় নাই। তাহার পর, ক্রমে ক্রমে চ্যাটার্জ্জির অবস্থার কথা কর্ণগোচর হইতে লাগিল। চ্যাটার্জ্জি জুয়াখেলায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া তিনি শুনিয়াছিলেন। প্রেমারায় কেহ কখন তাঁহাকে হারাইতে পারে নাই। ঘোড়দৌড়ে তিনি বিশ্ববিজয়ী। তিনি জুয়া খেলিয়া এবং রমণীমোহন সাজিয়াই দিনযাপন করিতেন।

অতুল বাবু বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার বাটীতে কোন পরিজন ছিলেন না—তিনি একাকী থাকিতেন। পুস্তকই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। তিনি কেতাব-কীট হইয়া অহোরাত্র যাপন করিতেন।

বাড়ীতে আসিয়া যথাসময়ে পাঠাদি সমাপনান্তর শয়ন করিলেন। চ্যাটার্জ্জি সাহেবের কথাই তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাই ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

নিদ্রাবেশে প্রথমে নানারূপ শৃঙ্খলাহীন অসম্বন্ধ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। যেন একটা মহামরুতে সমানীত হইয়াছেন। এ মরুভূমিতে অনলকণাসদৃশ বালুকারাশি নাই—নিদাঘসন্তপ্ত সমীরণ নাই। এখানে শৈত্যের সম্পূর্ণ প্রাদুর্ভাব—এমন কি শীতে তাঁহার অস্থি পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। উপরে তাম্রবর্ণ গগনমণ্ডল, পদতলে লৌহখণ্ডসদৃশ কঠিন মৃত্তিকা। এ মরুতে বৃক্ষ নাই, লোকালয় নাই, মরীচীকা নাই—যতদূর দেখা যায়—কেবল ধূ ধূ করিতেছে। যেন দূরে দূরান্তরে সেই মহামরু আকাশের গায়ে মিলিয়াছে। বিমানমার্গ, চন্দ্রসূর্য্যশূন্য—গ্রহাদি পরিরহিত।

এই ধূসর বর্ণ আকাশ ও পৃথিবীর মিলনস্থলে হঠাৎ একটা অগ্নিশিখা উত্থিত হইল। বহ্নিরাশি যেন গগন স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে মরুভূমি যেন আলোকিত হইল। যেখান হইতে অনলরাশি উত্থিত হইতেছিল, সেখানে পৃথিবী যেন দ্বিধা হইয়াছে—নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

দেখিলেন, কতিপয় কিম্ভূতকিমাকর মনুষ্য চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। ইহাদের বদনমণ্ডলে—সৌন্দর্য্যের সহিত

কুরূপের—কোমলতার সহিত কঠোরতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। তাহার পর, কয়েকটী স্ত্রীলোক আবির্ভূত হইল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সুন্দরী ও যুবতী; কুৎসিতা প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা যে নাই তাহাও নহে। তাহারা দৌড়িয়া পিশাচগুলার সহিত মিলিল। তাহার পর পিশাচ পিশাচীর অপূর্ব্ব নৃত্য আরম্ভ হইল।

অতুল বাবু আবার দেখিলেন, সেই ভীষণ তাণ্ডবে বৃদ্ধারা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ভূপতিতা হইতেছে, আর পিশাচগুলা অবজ্ঞা ও ঘৃণার হাসি হাসিয়া তাহাদিগকে পদদলিত করিতেছে—বিগতযৌবনা পৌঢ়াদিগেরও দুর্দ্দশার সীমা থাকিতেছে না।

এই পিশাচ পিশাচীদিগের মধ্যে দুইটী মূর্ত্তি পরিস্ফুটভাবে তাঁহার নয়নগোচর হইল। অন্যান্য মূর্ত্তিগুলির সহিত ইহাদিগের যেন বিশেষ পার্থক্য ও প্রাধান্য আছে। মূর্ত্তিদ্বয় যেন অতুল বাবুর সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, পিশাচটা ঠিক চ্যাটার্জ্জি সাহেবের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, আর পিশাচীটা নিসর্গ সুন্দরী এক যুবতী। ইহারা বহুক্ষণ নৃত্য করিল। কবিবর মিলটনবর্ণিত "স্বর্গচ্যুতি" কাব্যের সয়তানের চিত্র তাঁহার নয়নে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তাহার পর, হঠাৎ ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। আকাশ ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন হইল। মূর্ত্তিগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল।

তিনি আবার দেখিলেন, আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ

করিয়াছেন। চিতোর বীরশূন্য হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে হাহাকার—চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোল। তাহার পর বিজয়ী যবন-রাজ ভীমমূর্ত্তিতে চিতোরে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে চিতাসজ্জা হইল—চিতাধূমে গগনমার্গ ছাইয়া ফেলিল—চিতোর বিষাদময় হইল। রাজপুত রমণীরা জহরব্রত পালনার্থ সেই প্রজ্বলিত চিতাকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যমধ্যে যবনপতি বিকটবেশে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অতুল বাবু নিবিষ্টচিত্তে দেখিলেন, যবনরাজ আর কেহ নহেন—এ চ্যাটার্জ্জি।

অতুল বাবু স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ঠিক সেই সময়ে ঘড়িতে দুইটা বাজিল। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, জন্মান্তর স্বীকার করেন না, ইহলোক পরলোক মানেন না, তিনি স্বপ্ন দর্শনে বিচলিত হইলেন। সে রাত্রিতে তাঁহার আর নিদ্রা হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কুলসমের গৃহ ত্যাগ।

পরদিবস প্রাতঃকালে মামুদ পুনরায় অতুল বাবুর নিকট আসিল। এ চাটার্জ্জি ইডেন উদ্যান হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়া একেবারে মিঃ রুদ্রার বাটীতে উপস্থিত হন। সি রুদ্রা বাটীতে ছিলেন না, গাড়ী করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন। মামুদ গাড়ী লইয়া গিয়াছিল। এই অবকাশে কুলসমের সহিত সি চ্যাটার্জ্জির পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উভয়ে অনেক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়। কুলসমের গর্ভধারিণী ইহা জানিতে পারে।

মামুদ আসিবার পর তাহার স্ত্রী তাহাকে সকল কথাই বলিল। মামুদ ক্রোধে জ্ঞানহারাপ্রায় হইল। কিন্তু কি করিবে? কন্যাকে কিছু বলিতে পারিল না। কারণ কন্যা বয়স্থা হইয়াছে। তাহার উপর তাহার মতি গতি ভাল নহে। কি জানি, যদি ভর্ৎসিত হইলে আত্মহত্যা করে বা এ চাটার্জ্জির সহিত পলায়ন করে। সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তায় তাহার নিদ্রা হইল না। পরদিবস প্রত্যুষে সে বালীগঞ্জে অতুল বাবুর নিকট গমন করিল। অতুল বাবু সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমি চাটার্জ্জি সাহেবকে উত্তমরূপেই চিনিয়াছি।

"না হুজুর! আপনারাই মা বাপ। আপনারাই ত আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। উপযুক্ত মেয়ে, তাহাকেত ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে পারি না। হুজুর! সংসারে আমার আর কোন অবলম্বন নাই—মেয়েটাই জীবনাকাশে ধ্রুব তারা; তাহাকে আপনি না বাঁচালে আর উপায় নাই।

অতুল বাবু অনেক চিন্তা করিলেন। মামুদ সত্যই বলিয়াছে, সে যে গৃহে থাকে, তথায় অবরোধ করা সম্ভবে না। ব্যাপার অতীব গুরুতর। তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

মামুদ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমার জীবনটাই বোধ হয় অন্ধকার হইল। চাটার্জ্জি সাহেব যে প্রকৃতির লোক, তাতে কবে কি বিভ্রাট ঘটান বলা যায় না। মেয়েটাকে অনেক বুঝাইয়াছি, অনেক বলিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই সে কথা শুনে না। কেবল এই ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন কার্য্যে তাকে অবাধ্য হ'তে দেখি নাই। আমার বুঝি কপাল পুড়িল!

অতুল বাবু বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তোমার দেশে আত্মীয় স্বজন কেহ নাই কি? তোমার কন্যাকে কিছুদিন দেশে রাখিয়া আইস না কেন? তাহা হইলে বোধ হয় সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়। চাটার্জ্জি সাহেব কিছু তোমার দেশে যাইবেন না। তাঁহার সহিত তোমার কন্যার কিছুদিন দেখা সাক্ষাৎ না হইলে তোমার কন্যা

অতি দীন দারিদ্র অকস্মাৎ অতুল ধন সম্পত্তি লাভ করিলে যেরূপ আনন্দিত হয়, অতুল বাবুর কথা শুনিয়া মামুদ তদ্রূপ হইল। এই সোজা কথাটা এতক্ষণ তাহার মাথায় প্রবেশ করিতেছিল না বলিয়া সে আপনাকেই শত ধিক্কার দিতে লাগিল। অতুল বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল "বেশ বলিয়াছেন। হুজুর আমার এক ভগিনী ভাগলপুরে আছেন। সে কুল্‌সমকে খুব ভালবাসে। তাহার কাছেই কুলসমকে পাঠাইয়া দিই।"

অতুল বাবু বলিলেন "ঠিক হইয়াছে। তোমার ভগিনীর কাছেই পাঠাইয়া দাও"

মামুদ পুনরায় দুঃখিত ভাবে বলিল "হুজুর! জানি না কুল্‌সম চ্যাটার্জ্জি সাহেবকে ভুলিতে পারিবে কি না!"

অ। বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় ভোলা অসম্ভব।

ম। আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আর এক কথা, কুলসম কালিকাতায় 'মানুষ' হয়েছে। ভাগলপুর কি তার ভাল লাগিবে? তাহার পর আমার ভগিনী বিধবা। তার সন্তান সন্ততি নাই—বাড়ীতে এক দাসী ছাড়া অন্য লোক নাই। সঙ্গীর অভাবে কুল্‌সমের কষ্ট আরও বাড়িবে।

অ। তুমি ত ইতঃপূর্ব্বেই বলিতেছিলে, তোমার ভগিনী কুলসমকে খুব ভালবাসে।

ম। সে ভালবাসে বটে, কিন্তু কুলসমের ত ভাল লাগিবে না!

অ। ভাল! আর কোন স্থানে তোমার আর কোন আত্মীয় নাই?

ম। গরীবের আর কে আছে? হুজুর কি মনে করেন, কুলসমকে পাঠাইতে হবেই।

অ। নিশ্চয়ই। আমি ঠিক জানি না চ্যাটার্জ্জি সাহেব কুলসমের পশ্চাদনুসরণ করিবে কি না, আমার বোধ হয় করিবে না। যাহা হউক, তোমার ভগিনীকেও একটু সতর্ক করিয়া দিও। সে যেন কুলসমের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

ম। হুজুরের হুকুমমত সব কার্য্যই করিব। আমি তাহাকে আজই চিঠি লিখিব। কুলসমকে ছেড়ে থাকবার কথাতেই আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তাকে কি ক'রে ছেড়ে থাক্‌বো? আহা! বাছা আমার গত রাত্রিতে একবারও চক্ষে পাতায় করেনি। আমি তাকে একটু ভৎসনা করেছিলাম। তাতেই সে সমস্ত রাত্রি কেঁদেছে। হায় খোদা! কেন এমন ক'রলে?

অতুল বাবু মামুদকে সান্ত্বনা করিলেন। মামুদ অতুল বাবুর পরামর্শানুসারে কার্য্য করিবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

অতুল বাবু একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'চ্যাটার্জ্জি সাহেব কি? নরাকারে দানব নাকি?' অতুল বাবু কথনই ঈশ্বরে আস্থাবান ছিলেন না। ভৌতিক ব্যাপার তাঁহার কল্পনাতীত। কাজেই মুহূর্ত্তের জন্য উক্ত প্রশ্ন তাঁহার মনোমধ্যে

উদিত হইয়া বিলীন হইল। তিনি স্বীয় চিত্তদৌর্ব্বল্যের জন্য নিজেই মনে মনে হাসিলেন।

অতুল বাবু যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেন, তখন গোবিন্দলাল নামক জনৈক সতীর্থের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। গোবিন্দলাল ভূতযোনি বিশ্বাস করিতেন, তিনি এসম্বন্ধে নানারূপ অনুসন্ধানও করিয়াছিলেন। অতুল বাবু তাঁহাকে তাঁহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। এতদ্ব্যতীত চ্যাটার্জ্জি সাহেবের অন্যান্য কীর্ত্তির কথা লিখিতেও বিস্মৃত হইলেন না। অবশেষে পত্রের শেষাংশে একটু বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন—"তুমি ভৌতিক কাণ্ড বিশ্বাস কর বলিয়াই তোমাকে এসকল কথা লিখিলাম। ইহাতে যদি তোমার অনুসন্ধানের কোন সাহায্য হয়, তাহা হইলে আমার স্বপ্নদর্শন সার্থক হইয়াছে বুঝিব। কিন্তু তুমি কখন এরূপ মনে করিও না, আমার চিত্ত এরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে যে, আমি তোমাদের ঐ সকল পাগলামী বিশ্বাস করি। পূর্ব্বেও করিতাম না, এখনও করি না। আমার এখনও বিশ্বাস, যাহাদিগের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, স্নায়ুমণ্ডল শ্লথ, পেশীগুলি নিস্তেজ—তাহারাই অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করে।"

গোবিন্দলাল কৃষ্ণনগরে থাকিতেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক। তিনি যখন অতুল বাবুর পত্র পাইলেন, তখন তাঁহার আনন্দ হইল। নূতন বিষয়, নূতন তথ্য তাঁহার সম্মুখে যেন উদ্ঘাটিত হইল। তিনি একবার, দুইবার, তিনবার

পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহার পর যথাসময়ে পত্রোত্তর প্রেরণ করিলেন।

* * * *

যথাসময়ে মামুদ ভাগলপুরে তাহার ভগিনীর নিকট কুলসমকে রাখিয়া আসিল। কুলসমের মানসিক ব্যাধির কথা বলিতেও সে বিস্মৃত হয় নাই। মামুদের ভগিনী আস্‌মানি কুলসমকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। সে কুলসমকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিল। প্রথমে দুই চারি দিবস কুলসম সম্বন্ধে কোনরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ ঘটে নাই। পশ্চিমের জলবায়ুর গুণে কুলসমের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে বলিয়া আসমানির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। যাহাতে কুলসম সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিতে থাকে, আস্‌মানি স্বতঃপরতঃ তৎসাধনে যত্নবতী হইত। কিন্তু নিয়তি কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবেই। বিধিলিপি লঙ্ঘন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আমরা নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা তাই প্রত্যেক কার্য্যে আমাদিগের কৃতিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি। একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়, কোন কার্য্যেই আমাদিগের কৃতিত্ব নাই। পুরুষকার বল, আর যাহাই বল, সেই অপ্রতিহত গতির নিকট সকলেই পরাস্ত।

কুলসমের ভাগলপুরে অবস্থানের দুইচারি দিবসের পর আসমানি তাহার সহোদর মামুদকে চিঠি লিখিল, "কুলসমের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ক্রমেই উন্নতি হইতেছে।

কয়েক দিবস ভাগলপুরে থাকিলেই সে সমস্ত ভুলিয়া যাইবে বলিয়াই অনুমিত হয়।” মামুদ এই পত্র পাইয়া মহোল্লাসে অতুল বাবুকে সংবাদ দিল। অতুল বাবুও শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

তাহার পর একদিবস বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। মামুদ পত্র পাইল, পাখী পিঞ্জর হইতে পলাইয়াছে—কুলসম হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে। সাহেব বেশধারী এক ব্যক্তির সহিত কুলসম যখন ট্রেনে আরোহণ করে, তখন ষ্টেশনের দুই একজন লোক দেখিয়াছিল। আসমানি বহু অনুসন্ধানের পর তাহাদিগের নিকট এই সংবাদ অবগত হয়। সে তৎক্ষণাৎ ভ্রাতাকে এই অকস্মাৎ অশনিসম্পাতের সংবাদ প্রেরণ করে।

মামুদ কাঁদিতে কাঁদিতে বালীগঞ্জে অতুলবাবুর নিকট উপস্থিত হইল। অতুলবাবু সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবস্থায় অবস্থান করিলেন। তাহার পর মামুদকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, ‘তিনি স্বয়ং কুলসমের অনুসন্ধানে যাত্রা করিবেন। কুলসমের সংবাদ তিনি যেরূপে পারেন মামুদকে দিবেন।’ মামুদ অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চপলার জয়।

মিঃ টি রুদ্রার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সি রুদ্রা চৌরঙ্গী প্রাসাদের পরিজনবর্গের সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। চপলা পূর্ব্বেও যেরূপ কর্ত্রীস্বরূপা ছিলেন, এখনও তদ্রূপ আছেন। কেবল অতুল বাবু পূর্ব্বের ন্যায় আর চৌরঙ্গীর বাটীতে সর্ব্বদা থাকিতেন না।

পিতার জীবিতকালে সি রুদ্রা চপলাসুন্দরীর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। সি রুদ্রার চপলার সম্বন্ধে নানা কথাই মনে হইত। তাঁহার প্রকৃত নাম যে চপলা নহে, এবং মিঃ টি রুদ্রা যে তাঁহাকে পশ্চিমোত্তর প্রদেশস্থ কোন স্থান হইতে আনিয়াছিলেন, মিঃ সি রুদ্রা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কারণ চপলা ক্রোধবশে কখন কখন এরূপ কথা কহিতেন, যাহা শুনিলেই সহজে মনে হইত, তিনি দীর্ঘকাল পশ্চিমোত্তরে বাস করিয়াছিলেন।

চপলা সংক্রান্ত রহস্য কেহই জানিতেন না। অতুল বাবু চৌরঙ্গীর বাটীতে ইদানীং কচিৎ আগমন করিতেন, ইহাতে চপলার সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহার এই মনোভাব কখন প্রকাশ করেন নাই।

একদিবস সি রুদ্রা চপলাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কি এ বাটীতে চিরকাল থাকিতে চাহ?

চপলা উত্তর করিলেন "নিশ্চয়ই। আমি থাকিব না কেন?"

"কারণ, তোমার আর পূর্ব্বের ন্যায় অধিকার নাই! আমার পিতা জীবিত নাই।"

চ। "আমি তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিলাম না।"

সি রুদ্রা বলিলেন "একটু বিবেচনা করিলেই মর্ম্ম অবগত হইতে পার। আমি আর বিশেষ করিয়া খুলিয়া নাই-ই বলিলাম।"

চ। আমার অত বুদ্ধি নাই। তুমি যে হেঁয়ালীতে কথা কহিতেছ!

সি রুদ্রার প্রকৃতি রুঢ় ছিল, তিনি সহজেই বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইতেন। চপলার কথা শুনিয়া বিরক্তি স কারে বলিলেন "আমি বিবাহ করিতে পারি।" আমার স্ত্রীর সহিত তোমার বনিবনাও না হইতে পারে।

চ। তুমি বিবাহ করিলে আমি তোমার বধুকে ভালবাসিব ও যত্ন করিব।

ক্রোধ ও ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে সি রুদ্রা সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "কি দয়া!"

"কেন আমি কি তোমার বধুর সমপদস্থা হইবার যোগ্যা নহি?" চপলা গর্ব্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিঃ সি· রুদ্রা স্বগত বলিলেন, সমযোগ্যা নিশ্চয়ই, কারণ তুমি অনিন্দ্যসুন্দরী। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া কর্কশ-ভাবে বলিলেন, "তুমি এবাটীতে থাকিতে আমি বধু আনিতে পারি না।"

চ। শুন রুদ্রপুত্র! আমি তোমার নিকট অবমানিত হইতে চাহি না। তোমার পিতা আমাকে সম্মান করিতেন, তোমারও করা উচিত। তুমি কোন্ সাহসে আমার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিলে? তুমি সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি কখন তোমার পিতাকে আমার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতে দেখিয়াছ কি?

"না, তাহা দেখি নাই। কিন্তু তোমার এবাটীতে অবস্থান রহস্যজনক বলিয়া বোধ হয়। পিতা যখন বর্ত্তমান ছিলেন, তখন কোন কথাই ছিল না, কারণ তিনি যাহা করিতেন, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না। তিনি যে বিশেষ কোন কারণে তোমাকে এবাটীর কর্ত্রী করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ত তদ্রূপ কোন কারণ নাই। তুমি আমার আত্মীয় কুটুম্ব নহ। তোমার সহিত পিতার কি সম্বন্ধ ছিল, তাহাও কেহ জানে না।"

চপলা বলিলেন "তোমার পিতা যদি আমাকে এ বাটীর কর্ত্রী বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন, তুমি পুত্র হইয়া কেন তাঁহার পদাঙ্ক অনুকরণ করিবে না, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

সি রুদ্র। পিতা তোমার অনুকূলে উইলে ঐরূপ সর্ত্ত লিখিয়া ভাল কাজ করেন নাই।

চ। তিনি তিলমাত্র অন্যায় কাজ করেন নাই। যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহাই মাত্র করিয়া গিয়াছেন।

সি রুদ্রা উত্তর করিলেন "তোমার সহিত পিতার কি সম্বন্ধ ছিল—সে রহস্য আমি উদ্ঘাটন করিবার জন্য সতত সচেষ্ট আছি। প্রকৃত ব্যাপারটা জানা চাই-ই। তুমি যে বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া থাকিবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। আমি এ বাড়ীর সর্ব্বে-সর্ব্বা হইতে চাহি। তুমি থাকিতে আমি তাহা হইতে পারিতেছি না।"

সি রুদ্রার কথায় চপলা একটু চঞ্চল হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমার পিতা যদি কোন বিষয় গোপন করিয়া থাকেন, তোমার তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত কার্য্য নহে। আমার সম্বন্ধে রহস্য পরিজ্ঞাত হইবার জন্য সচেষ্ট হইও না। আমি বারংবার তোমাকে নিষেধ করিতেছি। আমার কথা যদি না শুন, রহস্য উদ্ভেদ যদি কখন করিতে পার, তাহা হইলে তোমারই মনঃকষ্ট হইবে—বিপদ ঘটিবে। তুমি জান, আমি তোমার কোন কার্য্যে বাধা উপস্থিত করি না। তোমার পিতা আমার এবাটীতে অবস্থান উচিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন—আমি সেই জন্য আছি ও থাকিব।"

চপলার এই দীর্ঘ বক্তৃতায় মিঃ সি রুদ্রা তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমার সহিত বিবাদ করিবার আমার প্রবৃত্তি নাই। তবে আমি আমার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে চাহি। তুমি আমাকে স্পষ্ট কথা বলিতে বাধ্য করিতেছ! শুন চপলা! তুমি আর এবাটীতে অবস্থান করিতে পারিবে না। আমার ইচ্ছা, তুমি সত্বর এবাটী পরিত্যাগ কর। তোমার যথেষ্ট টাকা আছে। প্রয়োজন হইলে আমি তোমাকে আরও কিছু দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি যে আমার স্কন্ধে থাকিবে, আমি তাহা আদৌ সহ্য করিতে পারিব না। পিতার সহিত তোমার যে সম্বন্ধই থাকুক—আমার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধই নাই।"

মিঃ রুদ্রার কথায় দলিতা ফণিনীর ন্যায় চপলা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষুঃ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিলেন "কুলাঙ্গার! তুমি আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইতে চাহ! তুমি আমার চরিত্রের দোষারোপ কর! তুমি কাপুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের অবমাননা করিতেছ? সত্য বটে, আমার সম্বন্ধ গভীর রহস্য-পূর্ণ। কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যেদিন তুমি তাহা জানিতে পারিয়া মর্ম্মপীড়ায় ছট্‌ফট করিতে থাকিবে। আমার বুকের ভিতর সে গুপ্ত রহস্য-কাহিনী লুক্কায়িত আছে, আমি না বাহির করিলে, তাহা কখনই বাহির হইবে না। তোমার জানা উচিত, আমার মুটার মধ্যে তুমি অবস্থান করিতেছ।

ইচ্ছা করিলে, পিপীলিকার ন্যায় আমি তোমাকে পিষিয়া মারিতে পারি। তোমার পিতা দুর্জ্জন ছিলেন বটে—কিন্তু তোমার মতন কাপুরুষ ছিলেন না। তুমি—তুমি কি ? লোষ্ট্র অপেক্ষাও অধম।”

যে সকল বাঙ্গালী দীর্ঘকাল পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাস করেন, অথবা তথায় জন্মগ্রহণ করিয়া অবস্থান করণান্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের ভাষায় কেমন একটা টান—কেমন একটা ভঙ্গী থাকে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশবাসীরা বঙ্গদেশে বহুকাল অবস্থান করিলে বিশুদ্ধ বঙ্গ-ভাষায় কথা কহিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কথায় একটা টান থাকে—শব্দোচ্চারণ ভঙ্গিতে দোষ থাকিয়া যায়। চপলা যখন ক্রুদ্ধভাবে ঐ সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার উচ্চারণ প্রণালীতে প্রকাশ পাইতেছিল, তিনি বঙ্গরমণী নহেন—ভিন্ন জাতীয়া। চপলা সাধারণতঃ এমন ভাবে কথা কহিতেন যে, কেহ তাঁহাকে বঙ্গমহিলা ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করিতে পারিত না। কিন্তু উত্তেজিত হইলে তাঁহার ভাষার মধ্যে হিন্দির সংমিশ্রণ এবং উচ্চারণ-বিকৃতি পরিলক্ষিত হইত। এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার উচ্চারণ বৈলক্ষণ্য দেখিয়া মিঃ সি রুদ্রা কিয়ৎক্ষণ তাঁহার প্রতি নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। তিনি কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন। যেন কোন অজ্ঞাত প্রদেশের কথা, যেন কোনও অতীত স্মৃতি তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইতে হইতে হইতেছে না। তিনি

সবিস্ময়ে বলিলেন "চপলা! আমার মনে হইতেছে, আমি যেন তোমাকে আর কোথায় দেখিয়াছি। তুমি যেন তখন আর এক প্রকারের ছিলে? তোমাকে কোথায় দেখিয়াছি বলিতে পার?"

চপলা ইহা শুনিয়া চমকিত হইলেন। তিনি সত্বর মনো-ভাব গোপন করিলেন। অকস্মাৎ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চপলা পূর্ব্বকথা কহিতে অদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলিলেন "তোমার মনে হইতেছে, আমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে তুমি আমাকে আর কোনখানে দেখিয়াছ। তোমার অনুমান সমূলক হইতে পারে—অমূলকও হইতে পারে। আমি এবাটীতে কতদিন আসিয়াছি? আট, নয়, দশ বৎসর হইবে?" এই বলিয়া চপলা উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন।

চপলা কি যাদুকরী? চপলার প্রকৃতি অদ্ভুত ও দুর্ব্বোধ্য। কখন নিদাঘশেষের আকাশের ন্যায় হঠাৎ ঘোর ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন হয়, কখনও বা বাসন্তী পূর্ণিমার মেঘশূন্য নীল নভোমণ্ডলের ন্যায় শান্ত-আনন্দদায়ক হয়। সি রুদ্রা সাহেব চপলার স্বভাব দর্শনে কখন মোহিত হইতেন, কখন ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইতেন। তিনি চপলাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার অন্তরের মধ্য হইতে কে যেন বাধা দিত।

চপলা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ভাল! পূর্ব্বেই যদি আমাদিগের কোন স্থানে দেখা হইয়া থাকে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তুমি কি মনে কর, আমার এবাটীতে

আসিবার পূর্ব্বে তোমাতে আমাতে দেখা হওয়া সম্ভব? দেখা হইলে কি তোমার স্মৃতিপথে সে সমস্ত ঘটনা উদিত হইত না?"

সি রুদ্রা ভাবিলেন, কথাটা সত্য বটে। এমুখ একবার দেখিলে কি বিস্মৃত হওয়া যায়?

"চন্দ্র! কেন অনর্থক আমার সহিত বিবাদ করিতেছ?" চপলা অতি কোমলস্বরে এই কয়েকটী কথা বলিলেন। সি রুদ্রা সাহেব এই স্বরই ভালবাসিতেন, কাজেই চপলার কথায় তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইল।

চপলা পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "কেন আমার সহিত অকারণে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছ? যে স্থানকে একদিন আমি সুখের বলিয়া ভাবিয়াছি, সেই স্থান হইতে আমাকে বিতাড়িত করা উচিত কি? তুমি জান না, আমার জীবনের উপর কত ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে—কিরূপ ঘাত প্রতিঘাতে জীবনটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। তোমাকে মিনতি করি, যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকি, আমাকে এবাটীতে শান্তিতে থাকিতে দাও। তুমি যদি রমণী-হৃদয় পরিজ্ঞাত হইতে, তাহা হইলে কখনই আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে না। আমরা ভালবাসিতে জানি, প্রণয়ের মর্য্যাদা বুঝি, প্রেমের জন্য আত্মদান করিতে পারি। আমি যদি এবাটী ত্যাগ করি, তুমি সহস্র সহস্র রমণীর দ্বারা আর আমার স্থান পূরণ করিতে পারিবে না! তোমার চালচলন, তোমার আচার ব্যবহার আমি জানি ও বুঝি, কাজেই আমা

দ্বারা তোমার কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না। যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে—যদি তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষী হইয়া থাক—সহধর্ম্মিণীরূপে যদি কাহাকেও এ বাটীতে আনয়ন কর—দেখিবে আমাপেক্ষা তাহার সুখ সচ্ছন্দতা আর অন্য কেহ সম্পাদন করিতে অধিকতররূপে পারিবে না। এখন বল, আর আমার সহিত কলহ করিবে না—পরুষ বাক্যে আর আমার হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিবে না ?"

সি রুদ্রা সাহেব অনিচ্ছা সত্ত্বেও চপলার কথায় সম্মতি দান করিলেন। তিনি বলিলেন "ভাল ! তুমি যখন বিবাদ করিতে চাহিতেছ না, আমার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে সমুৎসুখ, তখন তাহাই হইবে। এখন বুঝিতেছি, পিতা কেন তোমাকে ভালবাসিতেন। পিতার সহিত তোমার যে দিবস প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে সময় তুমি যে ভুবনমোহিনী রূপলাবণ্যময়ী বালিকা ছিলে, তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহই নাই।

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে আমি তখন বালিকা ছিলাম ?"

"অনুমান করিয়া বলিতেছি।"

"সত্য। সে আজ অনেক বৎসরের কথা।"

তোমার এখন বয়স কত ?

চপলা বলিলেন, "স্ত্রীলোকে স্বমুখে নিজের বয়সের কথা প্রায় বলে না। আমার বয়স এক্ষণে তেতাল্লিশ বৎসর। তোমার পিতার সহিত যখন প্রথম দেখা হয়, তখন আমার বয়স ছিল সতের বৎসর।

সি রুদ্রা। "তাহা হইলে তুমি আমার মার বয়সী! "তোমাকে কিন্তু তেতাল্লিশ বৎসর দেখায় না।"

চপলা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আমি যখন তোমার গর্ভ-ধারিণীর বয়সী, তখন তোমাকে যত্ন করিতে যে কোনরূপে ত্রুটি করিব না, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছ।

"আমাকে যত্ন করিবার প্রয়োজন নাই। আমি নিজের যত্ন নিজেই করিতে পারি।"

চ। তবে তুমি আর বিবাদ করিবে না—কেমন ঠিক ত?

রুদ্রা। ঠিক!

চপলা আর কোন কথা না বলিয়া নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। চপলা এতক্ষণ যে মনোভাব বিশেষ চেষ্টা করিয়া গোপন রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বাধা-অতিক্রম-কারিণী তরঙ্গিনীর ন্যায় উচ্ছ্বসিত বেগে ছুটিল। চপলা মুকুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় রূপরাশি দেখিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন, "চারু বলিল তাহার মাতার বয়সী। কথাটা প্রকৃতই বটে। দেখিলে কিন্তু আমাকে তেতাল্লিশ

বৎসর বয়স্কা কেহ বলিতে পারে না। চারু যদি সাবধান না হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমার সহিত বিবাদ করার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে। হায় রুদ্রা সাহেব! তুমি কোথায়? তোমার প্রেম কি ইহজীবনে ভুলিতে পারিব? এই বাল-বিধবাকে যখন প্রথম দেখিয়াছিল—তখন যৌবন ঢলঢল করিত—তখন আমার বয়স সবে সতের বৎসর মাত্র। তোমার সেই সুন্দর মুখখানি এখনও আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমাদিগের যে দিবস প্রথম সাক্ষাৎ হয়—সেই প্রথম দর্শনেই আমি আত্মহারা হই। কাশীতে তোমার স্ত্রী-বিয়োগ হইল। আর আমি?—সে কথায় এখন আর প্রয়োজন কি? আমি 'এক্ষণে কলিকাতায় রুদ্রা-প্রাসাদে অবস্থান করিতেছি;—যে কয়দিন বাঁচিব, সে কয়দিন যাহাতে ওখানে থাকিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব। এই রুদ্রা-প্রাসাদেই কত সুখের দিন অতিবাহিত হইয়াছে—কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমার জন্য রুদ্রা সাহেব কতই না সহ্য করিয়াছেন! জিতন সিংহের ক্রোধ—রুদ্রা সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা—নানারূপে শত্রুতাসাধন—রুদ্রা সাহেব অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন। কাহার জন্য? আমারই জন্য। কাশীতে আমাকে যে দেখিত, সেই মুগ্ধ হইত—সেই বলিত এমন রূপ ত কখন দেখি নাই। তখন আমার নাম ছিল জাহ্নবী। ক্ষত্রিয়া রমণীর মধ্যে আমার ন্যায় সুন্দরী আর কেহ ছিল বলিয়া শুনি নাই। হায় জাহ্নবী! তোমার পরিণাম এই হইল?"

চপলা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া দর্পণে তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহাই বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। সেই চুম্বনে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না, তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। আবার বলিতে লাগিলেন, "এই চুম্বনে সজীবতা নাই। জাহ্নবি! তোমার প্রেতাত্মা তোমাকে চুম্বন করিতেছে। জাহ্নবীর অস্তিত্ব রুদ্রা সাহেবের সহিত তিরোহিত হইয়াছে। এখন চপলা তোমাকে চুম্বন করিতেছে। জাহ্নবীর অধরোষ্ঠ কখন এরূপ রক্তহীন শীতল ছিল না। সে চুম্বনে মাদকতা ছিল—সে চুম্বনে দেহে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। না জাহ্নবী, তুমি সত্য সত্যই মরিয়াছ। তোমার বুকের ভিতর যে উষ্ণ শোণিত বহিত, তাহা এখন কোথায়? এমন এক দিন ছিল, যে দিন তুমি মনে করিতে, সমগ্র পৃথিবী তোমার পদতলে লুণ্ঠিত হইলেও তোমার রূপরাশির সম্পূর্ণ মর্য্যাদা প্রদর্শিত হইত না। এমন দিন ছিল—কত সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তি তোমার একটী কথা শুনিবার জন্য—তোমাকে একবার দেখিবার জন্য—লালায়িত হইত। সে দিন কোথায় গেল? সেই প্রথম মিলনের দিনের কথা মনে পড়ে কি? বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি—আকাশ নির্ম্মল, নির্ম্মেঘ। চন্দ্রমা মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে কৌমুদী ছড়াইতেছিলেন। মৃদুল মলয়ানিল মধুর সৌরভরাশি বহন করিয়া আমাদিগের উভয়ের বিরহসন্তাপিত অঙ্গ শীতল করিতেছিল—প্রাণে সুধারাশি ঢালিতেছিল। দূরে—অতি

দূরে—বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া পিকবর এক একবার ডাকিতেছিল। আর উদ্যানমাঝে—লতাবিতানে বসিয়া আমরা উভয়ে উভয়ের প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলাম। রুদ্রা সাহেব কত মধুর বচন—প্রেমের কতই সুললিত তান—আমার কর্ণকুহরে অমৃতসম বর্ষণ করিতেছিলেন। আমি পলকহীন নেত্রে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছিলাম। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই—সেই সুখের দিনের বুঝি কখন অবসান হইতে পারে। ভাবিয়াছিলাম, এই সুখই চিরস্থায়ী—এই সুখই ত্রিদিবদুর্ল্লভ! রুদ্রা সাহেবও প্রেমপূর্ণ চিত্তে তখন যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, যে মোহন চিত্র আমার নেত্রপথে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার কখনও ব্যতিক্রম করেন নাই—কখন পরুষ বাক্যে আমাকে সম্বোধন করেন নাই। মানুষ দেবভোগ্য কুসুমকে যেরূপ সযত্নে রক্ষা করে—রুদ্রা সাহেব আমরণ সেই ভাবে আমাকে রাখিয়াছিলেন। এখন তিনি কোথায়? এখন যদি জাহ্নবী থাকিতাম, তাহা হইলে কি এই নয়নপ্রান্ত বিশুষ্ক থাকিত? অহরহঃ সলিলরাশি প্রবাহিত হইয়া চক্ষুর্দ্বয়কে অন্ধ করিত? আমি আর সেই সপ্তদশবর্ষীয়া প্রেমবিহ্বলা জাহ্নবী নহি—আমি যে তাহার প্রেতমূর্ত্তি চপলা। কায়া গিয়াছে, ছায়া আছে। কিন্তু এ ছায়াও কি সুন্দর নহে? আমার সেই সৌন্দর্য্য কি একেবারে অপগত হইয়াছে?”

চপলা আবার দর্পণে মুখ দেখিলেন। দেখিলেন, যদিও সপ্তদশবর্ষীয়া লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য্যময়ী জাহ্নবী এখন তিনি

নহেন বটে—তথাপি প্রৌঢ়া চপলার যেরূপ সৌন্দর্য্য থাকা উচিত, তাহা পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতে বিদ্যমান আছে।

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন "এখন যৌবনের চাঞ্চল্য নাই—প্রৌঢ়ের স্থির বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। এই বয়সেই স্ত্রীলোক পুরুষের নিকট ভয়ঙ্করী। যৌবনে পুরুষই স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। চারু আমার কথামত কার্য্য করিতে বাধ্য। সে যদি অবাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি নিমেষের মধ্যে তাহাকে নিষ্পেষণ করিব। সে ত আমার মুঠার মধ্যে অবস্থান করিতেছে।"



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কুলসমের কি হইল ?

চ্যাটার্জ্জি সাহেবের কুলসমকে লইয়া পলায়নের পর অতুল বাবু স্বয়ং নানারূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি পুলিশে সংবাদ দিতেও বিরত হইলেন না। চ্যাটার্জ্জি সাহেবের নামে ধর্ম্মাধিকরণে মামুদের দ্বারা অভিযোগও উপস্থিত করাইলেন। যথাসময়ে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল।

ইহাতেও কিন্তু কিছুই ফল দর্শিল না। পুলিশের লোকে অনুসন্ধান করিয়া আসামী ত ধরিবে না! তোমার বাটীতে চুরি হইয়াছে। তুমি পুলিশে সংবাদ দিলে। ফল হইল— পুলিশ তোমাকেই লইয়াই টানাটানি করিতে লাগিল। যেখানে চোর ধরা পড়ে, চোরাই মাল বাহির হয়—পুলিশ আসিয়া তোমাকে তথায় লইয়া যাইতে চাহে। উদ্দেশ্য— তস্করের নিকট প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে তোমার দ্রব্য আছে কি না, দেখা! ইহার নিমিত্ত তোমাকে গাড়ীভাড়া প্রভৃতি দিতে দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে।

এই ত গেল এক দফা পীড়ন। তাহার পর তোমার কাহার উপর সন্দেহ হয়, পুলিশ তাহা লইয়াই তোমাকে পীড়াপীড়ি করিবে। তোমার আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী

সকলের উপরই পীড়ন হইবে। বাড়ীর মাটী থানার লোকে রাখিবে না। এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, এত ব্যয় সহ্য করিয়া হয় ত ফললাভ হইল—গো-বধ! তুমি স্বয়ং যদি চোর ও অপহৃত দ্রব্যাদি বাহির করিয়া পুলিশের লোকের হাতে দিতে পার, তাহা হইলেই পুলিশ বাহাদুরী করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও তোমার নিষ্কৃতি নাই। বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য তোমাকে ও তোমার পক্ষীয় সাক্ষীদিগকে নিয়তই গমনাগমন করিতে হইবে।

কুলসমের ব্যাপারেও তাহাই হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ত ওয়ারেণ্টের আদেশ দিলেন। কিন্তু আসামীর অনুসন্ধান করিয়া ধরে কে? পুলিশ ত এক পদও নড়িবে না! অতুল বাবু ইহা জানিতেন। কাজেই স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য স্বয়ংই সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন।

তাঁহার নিয়োজিত গোয়েন্দারা নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দশ দিনের মধ্যে কুলসমের বা চ্যাটার্জ্জি সাহেবের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। অবশেষে একাদশ দিবসে সংবাদ আসিল যে, চ্যাটার্জ্জি সাহেবকে চন্দননগরে একটী হোটেলে প্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছে। তিনি সেই হোটেলে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সহিত কোন স্ত্রীলোক নাই! স্ত্রীলোকের সংবাদও কেহই দিতে পারে না।

অতুল বাবু এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই মামুদকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মামুদ আসিলে তিনি সকল কথা

বলিলেন"। মামুদ বলিল, তবে ওয়ারেণ্ট লইয়া চন্দননগরে যাওয়া যাউক।

অতুল বাবু উত্তর করিলেন, "এখন না। কুলসমকে এখনও পাওয়া যায় নাই। আমি অদ্যই চন্দননগর যাত্রা করিতেছি। যেরূপ কার্য্য করিবার জন্য তোমাকে লিখিব, তুমি তদ্রূপ করিবে।

মা। সে কি হুজুর? আমি কি আপনার সহিত যাইব না?

অ। তোমার গমনে কার্য্যহানি হইবার সম্ভাবনা। আর যদিই এখান হইতে ওয়ারেণ্ট লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে তোমার এখানে উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন হইবে।

মা। আপনার হুকুম অমান্য করিব না। কিন্তু হুজুর মেয়েটাকে দেখিতে পাইলে হাতছাড়া করিবেন না। হায়! হায়! আমার কুলসমের এমন পরিণাম হইল!

অ। তুমি দুঃখ করিও না। চ্যাটার্জ্জি সাহেবের সম্বন্ধে আমি যাহা শুনিয়াছি, যাহা জানিয়াছি, তাহা অতীব ভয়ঙ্কর। সেই নরপিশাচটা যে কুলসমকে বিবাহ করিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। আর বিবাহ করিলেই বা কি হইবে? তাহার নিকট, পুষ্প যতক্ষণ অনাঘ্রাত থাকে, ততক্ষণই সুন্দর। একবার আঘ্রাত হইলে পাষণ্ড পদদলিত করিয়া থাকে।

মা। হুজুর! অধম নীচকার্য্যে নিযুক্ত বটে, কিন্তু বংশমর্য্যাদায় নিতান্ত হীন নহে। দরিদ্রতা আমার এই দশা

করিয়াছে। কুলসমকে লইয়া অতঃপর কি করিব তাহাও ভাবনার বিষয়। কুলসম আর আমার তেমনটী নাই। গতবারে যখন তাহাকে ভাগলপুরে রাখিতে যাই, তখনই তাহার বিস্তর ভাবান্তর দেখিয়াছিলাম। সে যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার শূন্য দৃষ্টি, বিশুষ্ক বদন, চিন্তাভারাক্রান্ত মন সদাই যেন পরিচয় দিতেছিল, এ কুলসম আর সে কুলসম নহে।

অ। আচ্ছা ভাগলপুরে সে কি কোন চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল ?

মা। একছত্রও নহে।

অতুল বাবু মামুদকে বিদায় দিয়া চন্দননগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে ট্রেণ আসিয়া চন্দননগর ষ্টেশনে থামিল। ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। কত লোক ট্রেণ হইতে নামিতেছে, ট্রেণে উঠিতেছে। সকলই আপনার লইয়াই ব্যস্ত। কে কাহার দিকে চাহে—কে কাহার সংবাদ লয় ? ভব সংসারেও এই ব্যাপার। আপনার জন্যই সকলে ছুটাছুটী করিতেছে। পার্শ্বে কত অনাথা, অসহায়া, রোগশীর্ণা, দীনহীনা অভাবের দাবদাহে দগ্ধ হইতেছে, কেহ চাহিয়া দেখে না, এক গণ্ডুষ জল দেয় না। সামর্থ্য থাকিতে, অবসর থাকিতে কেহ মুখ ফিরাইয়া চাহে না—একটী কথা কহিয়া প্রবোধ দেয় না ! স্বার্থের দায়ে ভ্রাতা ভগিনীর—স্ত্রী স্বামীর—পিতা পুত্রের কণ্ঠচ্ছেদ করিতে ইতস্ততঃ করে না। স্বার্থপূর্ণ, জ্বালাময় সংসারে নিরবচ্ছিন্ন নরকের দৃশ্য প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

অতুল বাবু ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি ষ্টেশনের চারিদিকে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাইলেন না। হতাশ মনে ষ্টেশনের বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় নরোত্তম দাস নামক তাঁহার নিয়োজিত জনৈক গোয়েন্দাকে দেখিয়া তাঁহার হর্যের সঞ্চার হইল—বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। নরোত্তম বলিল "আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি এত সত্বর আসিতে পারিবেন না—পরবর্ত্তী ট্রেণে আসিবেন। তবু সন্দেহ করিয়া এই ট্রেণে আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম।

অতুল বাবু নরোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কুলসমের কি কোনও সংবাদ পান নাই?

ন। হঠাৎ পাইয়াছি।

অ। সে কোথায়?

ন। একটী ভদ্র মুশলমানের বাটীতে।

অ। চ্যাটার্জ্জি সাহেব কোথায়? তাহার কবল হইতে কিরূপে বালিকাকে মুক্ত করিলেন?

ন। সেটা অতি সোজা ব্যাপার। চ্যাটার্জ্জি সাহেব স্বয়ং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন!

অ। কি? পরিত্যাগ? অপরিচিত স্থানে সরলা বালিকাকে আশ্রয়শূন্য, অভিভাবকশূন্য অবস্থায় পরিত্যাগ? লোকটা পিশাচ নাকি?

ন। আমার বিশ্বাস—সেই রকমের কিছু হইবে।

অ। আপনার বিশ্বাস ! আপনি জানেন না, পাষণ্ড কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে !

ন। না মহাশয়। সকল কথা কি করিয়া জানিব ?

অ। হায় ! বালিকার ব্যাপার অতীব শোচনীয় ! আপনি উঁহাকে কিরূপে দেখিতে পাইলেন ?

ন। চ্যাটার্জ্জি সাহেবের সন্ধান পাইয়া আমি বাসায় ফিরিয়া যাইতেছিলাম—এমন সময়ে দেখিলাম, গঙ্গার ধারে একটা জনতা হইয়াছে। গিয়া দেখি, একটী বালিকা ভূপৃষ্ঠে শায়িতা। আপনি যেরূপ অবয়বাদির কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, বালিকার অবয়বাদির সহিত তাহা মিলিল। শুনিলাম, বালিকা ভাগিরথী গর্ভে আত্মহত্যা করিবার জন্য ঝাঁপ দিয়াছিল। একটী মাঝী তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাকে জলমগ্নাবস্থায় তুলিয়া ফেলে। উদ্ধারের অল্পক্ষণ পরেই আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমার সন্দেহ হওয়াতে নিকটবর্ত্তী একটা ডাক্তারখানায় তাহাকে লইয়া যাই। তথায় নানারূপ চিকিৎসা করাইবার পর তাহার সংজ্ঞা লাভ হয়। কিন্তু তাহার কথ বার্ত্তায় বুঝিলাম, মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। বালিকা যে মুসলমানী, তাহা তাহার কথাতেই প্রকাশ পাইল। আমার সন্দেহ আরও দৃঢ়মূল হইল। ভাবিলাম, আমার অনুমান ঠিক কি না, তাহার পরীক্ষা করিয়া লই। আমি তদভিপ্রায়ে বলিলাম "কুলসম কেমন আছ ?" নাম শুনিয়াই সে যেন চকিতভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। ডাক্তারখানায়

যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, আমি বালিকাকে চিনি। কাজেই আমার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিতে কাহারও মতদ্বৈধ হইল না। ডাক্তারখানায় যে ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকা কি পূর্ব্ব হইতে পাগল ছিল?" আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম "আমি যতদূর জানি—তাহাতে পাগল ছিল না বলিয়াই বিশ্বাস।" ডাক্তার বলেন, "জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বে বালিকার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল। নতুবা অতি অল্পকাল জলমগ্ন হওয়ায় ঐরূপ মানসিক বিকৃতি কখনই ঘটিতে পারে না।" যাহা হউক, আমার প্রস্তাবমত জনৈক ভদ্র মুসলমান—আপনাদিগের আগমনের সময় পর্য্যন্ত—তাঁহার বাটীতে কুলসমকে রাখিতে সম্মত হন। তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছি।

অ। আপনি কি তাহার পরে তাহাকে আর দেখিয়াছেন?

ন। এই মাত্র দেখিয়া আসিতেছি, সে কিছুই খায় নাই। যাহাতে কিয়ৎক্ষণ নিদ্রিত থাকে, তজ্জন্য বিশেস চেষ্টা করা হইয়াছে—কিন্তু কোনই ফলোদয় হয় নাই। সে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চারিদিকে চাহিতেছে—কখন কখন প্রলাপ বকিতেছে।

অ। আপনি বেশ বুঝিয়াছেন. সেই বালিকাটী কুলসম ব্যতীত আর কেহ নহে? কুলসমের ন্যায় অবয়বসম্পন্না অন্য বালিকাও ত হইতে পারে।

ন। মহাশয়, দেখিলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটাইতে পারিবেন। আমার যতদূর বিশ্বাস, তাহাতে কুলসম বলিয়াই মনে হয়।

অ। তাহার কাছে অর্থাদি কিছু ছিল ?

ন। এক কপর্দ্দকও নহে।

অ। কুলসমের পিতাকে আসিবার জন্য সংবাদ দিব কি ?

ন। অগ্রে আপনি দেখুন, তাহার পর যথাকর্ত্তব্য করিবেন। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার পিতাকে আনিবার প্রয়োজন নাই। বালিকা এক্ষণে পরের আশ্রয়ে আছে। তাহার পর, তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত, সদাই প্রলাপ বকিতেছে। কন্যার ঐরূপ দুরবস্থা দর্শনে পিতা অধিকতর কাতর হইবে। পিতার বিলাপ যদি দুহিতা কোনরূপে শুনিতে এবং কিছুমাত্র বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহার রোগ বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। মহাশয়! কুলসমের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সে যে আর কখন প্রকৃতস্থা হইবে, এরূপ ত মনে হয় না। ডাক্তারও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে সেই ভদ্র মুসলমানের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কুলসম যে গৃহে শায়িতা ছিল, অতুল বাবুকে তৎক্ষণাৎ তথায় লইয়া যাওয়া হইল। গৃহের বহির্দ্বারেই গভীর মর্ম্মবেদনাপ্রকাশক একটা অস্ফুট ধ্বনি অতুল বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিল। অতুল বাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে প্রস্ফুটিত পুষ্প লাবণ্যে ঢলঢল করিতেছিল, তাহা এক্ষণে

শুষ্ক ও মলিন হইয়াছে। কুলসমের সে যৌবনের স্ফূর্ত্তি, দেহের কান্তি, বদনের সৌন্দর্য্য চিরতরে যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, যাহারা তাহাকে পূর্ব্বে দুই একবারমাত্র দেখিয়াছে, তাহারা এক্ষণে দেখিলে চিনিতে পারে না।

কুলসমকে দেখিয়াই অতুলবাবু হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কন্যাগতপ্রাণ মামুদ এ দৃশ্য দেখিলে উন্মত্ত হইবে। চ্যাটার্জ্জির উপর তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হইতে লাগিল। কুলসম একটু সুস্থ হইলে তিনি কলিকাতায় লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন।

কুলসমের চিকিৎসার্থ যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিতেও তিনি বিরত হইলেন না। ডাক্তার আসিয়া কুলসমকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বালিকা মর্ম্মবেদনায় পাগল হইয়াছে। ইহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাজেই পূর্ব্বের ন্যায় যে আর চৈতন্য হইবে, তাহা মনে হয় না। রোগ কঠিন। রীতিমত সেবা শুশ্রূষা করিলে এবং প্রতিনিয়ত আত্মীয়স্বজনের সুমধুর বচন শ্রবণ করিতে পাইলে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইতে পারে।"

চিকিৎসকের কথা শুনিয়াই অতুল বাবুর অন্তরাত্মা শুকাইল। মামুদ যে কন্যার এই দশা দেখিয়া অধিককাল বাঁচিবে, তাহা তাঁহার মনে হইল না। তিনি মামুদের পত্নীর কথাও ভাবিলেন। আহা! দরিদ্র মামুদ! মান হারাইলে— শেষে কন্যার জীবন পর্য্যন্ত হারাইতে বসিলে!

এই সময়ে রোগিনী অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই অসম্বন্ধ বাক্য—সেই প্রলাপোক্ত! রোগিনী বলিতে লাগিল—"সয়তান—সয়তান—সয়তান। হায়! হায়! ক্রমে সকলকেই সয়তান দেখিতেছি। আমি যে সয়তানের রাজ্যে আসিয়াছি! ওকি? উজ্জলবরণা—ঢলঢলময়ী সুরাদেবী! কে তোমাকে নারকীয়া শক্তিসম্পন্না করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে? কি ভীষণ নরক!—চারিদিকে সুরার স্রোত চলিতেছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আছাড় খাইয়া পড়িতেছে—আর সয়তান-গুলা মহানন্দে তাহাতে সাঁতার দিতেছে—ডুব দিয়া পেট পুরিয়া পান করিতেছে! এ আবার কি? কি ভয়ানক চক্ষু!—কি ভীষণ দন্তপংক্তি! উহাদিগের মুখের মধ্যে যেন অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে! গেলুম—গেলুম—আমাকে অমন করিয়া মারিয়া ফেলিও না—অমন করিয়া ঐ ভীষণ দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিও না।"

কুলসম নীরব হইল। তাহার লোচনযুগল তখনও উন্মাদিনীর চক্ষুর ন্যায় ঘুরিতেছিল—সে যেন শূন্যে কিসের চিত্রপট দেখিতেছিল। বাহ্যজ্ঞান-পরিশূন্য বালিকা আবার বলিতে লাগিল—"ওগো তুমি সুন্দর—বড় সুন্দর—অতিশয় সুন্দর! সাহেব একটী কথা কও, আমার প্রাণটা জুড়াইয়া যাউক। একবার হাস—আমার তমসাবৃত হৃদয়ের রজতধারায় জ্যোৎস্না-বৃষ্টি হউক। তোমার কথা শুনিলে—তোমার মুখচন্দ্র দেখিলে

না—পৃথিবী পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা—তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমা বিহনে আমি সমস্ত সংসার শূন্যময় দেখি। আমার জীবনের সমস্ত সুখ—সমস্ত মধুরতা বিলুপ্ত হয়। ওগো প্রাণের প্রাণ—আমার জীবন-সর্ব্বস্ব একবার মুখ তুলিয়া কথা কও। গেলুম—গেলুম—সয়তানেরা আমাকে খাইয়া ফেলিল। রক্ষা কর—রক্ষা কর! হে নরকের অধিপতি—হে সয়তানের অধীশ্বর! আমাকে এই নরক হইতে উদ্ধার কর! জীবন্ত মৃত্যুর কবল হইতে বাচাও! আমি যে তোমা বই আর কাহাকেও জানি না। নিষ্ঠুর! তুমিই আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিড়িয়া ফেলিলে—ভালবাসার ভাণ করিয়া প্রাণসংহার করিলে? ভাবিলাম কি—হইল কি! ভাবিয়াছিলাম তোমার প্রেমে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে—সুরপুরীর ঐশ্বর্য্য আমার পদে লুটাইতে থাকিবে—তোমার প্রণয়-সাগরে আমি অপারসম সুখভোগ করিব। ভাবিয়াছিলাম তোমার পীরিতি স্বর্ণের খণি! আমি যে তোমাকে সমস্ত প্রাণটা দিয়া ভালবাসিয়াছি, আমার জীবনটা তোমার পদতলে বিকাইয়াছি! এই কি তাহার প্রতিফল? জ্বলে গেলুম—জ্বলে গেলুম! এখন মরমের পরতে পরতে বুঝিতেছি—আমি রজ্জু ভ্রমে সর্প ধরিয়াছি—সুধা ভ্রমে গরল পান করিয়াছি—স্বর্গ ভ্রমে নরকে প্রবেশ করিয়াছি। কেন একথা আগে বলিলে না? কেন

ঢালিলে ? হায় ! হায় ! কি করিতে কি হইল ! ভাল-বসিলে যে এত শাস্তি পাইতে হয়, কেহ ত আমাকে এ কথা বলিয়া দেয় নাই। তাহা হইলে আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে দেখিতাম না—তোমার মধুর স্বর-লহরী কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতে দিতাম না। যদি জানিতাম সয়তানের কথা এত মিষ্ট হয়, যদি বুঝিতাম সয়তান এত সুন্দর হইতে পারে, তাহা হইলে সতর্ক হইতাম—তোমার ভয়ে গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া লুকাইয়া থাকিতাম। জানিলাম না—বুঝিলাম না—কেহ সতর্ক করিয়া দিল না—প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দিলাম। ফল হইল—এক মুহূর্ত্তও সুখভোগ করিতে পারিলাম না—কেবল নরকের যন্ত্রণাই ভোগ করিতে লাগিলাম—রৌরবের ভীষণাগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলাম—নারকীয় কীটে অহরহঃ দংশন করিতে করিতে—আমার মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়া অন্তস্থল পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিতে লাগিল।”

কুলসমের এই প্রলাপের অর্থ চিকিৎসক বুঝিলেন না—অন্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বুঝিলেন না—বুঝিলেন কেবল অতুল বাবু এবং কথঞ্চিৎ নরোত্তম দাস। যথা-সময়ে মামুদকে সংবাদ দিয়া কুলসমকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

কলিকাতায় রয়েল থিয়েটারে সেক্সপীয়ারের ওথেলোর অভিনয় হইবে। বিলাত হইতে নূতন অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ আসিয়া রয়েল থিয়েটারের সেক্সপীয়ারের নাটক অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! অতুল বাবু ওথেলোর অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন। অভিনয়ের যখন মাঝামাঝি সময়, যখন ইয়াগোর কৌশলজাল বেশ বিস্তৃত হইয়াছে, এমন সময়ে একটী "বক্সে" শ্রীমতী কমলিনী গুপ্তা চ্যাটার্জ্জি সাহেবের হাত ধরিয়া উপবেশন করিলেন। অতুল বাবু নিবিষ্টচিত্তে অভিনয় দেখিতেছিলেন। তিনি উঁহাদের প্রবেশ দেখিতে পান নাই। গর্ভাঙ্ক শেষ হইবার পূর্ব্বে অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি উঁহাদিগের উপর নিপতিত হইল। তিনি চ্যাটার্জ্জির সহিত কুমুদিনীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। আর একবার ভাল করিয়া উভয়ের মুখপানে চাহিলেন—দেখিলেন, উভয়ই তদ্গতচিত্ত। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অভিনয় সমাপ্ত হইবার অনতিপূর্ব্বে কুমুদিনী ও চ্যাটার্জ্জি সাহেব রঙ্গালয়ে পরিত্যাগ করিলেন। অতুল বাবুও তাঁহা-

দেখিলেন, উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া একখানি সুন্দর গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। অতুল বাবুও নিমেষের মধ্যে নিজের গাড়ীতে উঠিয়া কোচম্যানকে কুমুদিনীর গাড়ীর পশ্চাতে যাইবার আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে কুমুদিনীর শকট একটী হোটেলের দ্বারে উপনীত হইল। অতুল বাবুও কিয়দ্দূরে তাঁহার গাড়ী থামাইলেন! চ্যাটার্জ্জি সাহেব এবং কুমুদিনী হোটেলে প্রবেশ করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে অতুল বাবু সেই হোটেলে প্রবেশ করিলেন। হোটেলের ভৃত্যেরা তখনও আহার্য্যাদি লইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। কোথাও মত্তাবস্থায় কোন সাহেব গড়াগড়ি দিতে-ছেন, কোথায়ও মনোল্লাসে কেহ গান গাহিতেছেন, কোন স্থলে রমণী প্রেমে বিভোর হইয়া প্রণয়ীর পদতলে আত্ম-বিক্রয় করিতেছেন। কুমুদিনী ও চ্যাটার্জ্জি সাহেব কোন্ ঘরে প্রবেশ করিলেন, জানিবার জন্য অতুল বাবু জনৈক ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য বলিল, "হোটেলের অধ্যক্ষ এই সকল সন্ধান দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কারণ, হোটে-লের মধ্যে যে কলহ বিবাদ হয়, তিনি তাহা ইচ্ছা করেন না।"

অতুল বাবু ভৃত্যকে সে সম্বন্ধে অভয় প্রদান করিয়া কয়েকটা রজত মুদ্রা তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। ভৃত্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া হোটেলের শেষ সীমাস্থিত একটী গৃহ তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিল। তিনি প্রকোষ্ঠে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চ্যাটার্জ্জি সাহেব এবং কুমুদিনী

এক ইজি কোচে একত্রে বসিয়াছেন, উভয়েই প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন। অতুল বাবুকে দেখিয়াই চ্যাটার্জ্জি সাহেব বিরক্তির স্বরে বলিলেন, আপনি ত অত্যন্ত অর্ব্বাচীন! দেখিতেছেন না, এখানে আমরা রহিয়াছি। কোনপ্রকার সংবাদ না দিয়া গৃহে প্রবেশ করা নিতান্ত অভদ্রোচিত কার্য্য হইয়াছে। আপনি এখনই বাহিরে যান!

"শ্রীমতী কুমুদিনী গুপ্তাকে না লইয়া যাইব না।"

কুমুদিনী বলিলেন, "অতুল বাবু! আপনার ইহা অতীব অন্যায়। আপনার এই ব্যবহার কি প্রকৃতই ভদ্রোচিত হইতেছে?"

অ। ভদ্রোচিত কি অভদ্রোচিত হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিবার স্থান বা সময় ইহা নহে। এই ঘৃণিত পশু যে আর একটী ললনার সর্ব্বনাশ করিবে, আমি তাহা দেখিতে পারিব না।

চ্যাটার্জ্জি সাহেব ক্রোধবিকম্পিত স্বরে বলিলেন, "ভদ্র মহিলার সম্মুখে বল প্রকাশ আমি ভদ্রানুমোদিত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করি না। নতুবা এখনই পদাঘাতে আপনাকে এই স্থান হইতে দূর করিতাম।

অতুল বাবু চ্যাটার্জ্জি সাহেবকে যেন অবজ্ঞার চক্ষে একবার দেখিলেন। তাহার পর কুমুদিনীকে বলিলেন, "আপনি আমার সহিত আসিবেন কি?"

"নিশ্চয়ই নহে। আপনি কি মনে করেন, আপনার সহিত আমার স্বামীর বন্ধুতা আছে বলিয়া আমি আপনার হস্তে

ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় নৃত্য করিব? আমার অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। চ্যাটার্জ্জি সাহেব নিমন্ত্রণ করিলেন—তাই হোটেলে আসিয়াছি। যদি বন্ধুর সহিত একত্র আহার করা আপনি দোষাবহ বিবেচনা করেন—তাহা হইলে আপনার ন্যায় উৎকট রুচি-বাগীশের কথা শুনিতে আমি বাধ্য নহি।”

চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া চ্যাটার্জ্জি সাহেব কুমুদিনীর কথা শুনিতে লাগিলেন।

অতুল বাবু বলিলেন, আমি এখানে সমাজতন্ত্রের মীমাংসা করিতে আসি নাই। যদি অন্য কেহ অতিথিসৎকার করিতেন, আপনি যদি অন্য কোন ব্যক্তির আতিথেয়তা গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আমি কখনই বাধা প্রদান করিতে আসিতাম না! কিন্তু এই নরাধম পশু—এই রমণীর কুল-মানহরণকারী—নির্দ্দোষ বালিকার সর্ব্বনাশসাধনকারী—এমন কি হত্যাকারীর সহিত আমার বন্ধুপত্নী যে নির্জ্জনে একত্র অবস্থান করিবেন, ইহা কখনই আমি উচিত বলিয়া মনে করিতে পারি না।

অতুল বাবু কথায় কুমুদিনীর যেন স্বপ্নঘোর ভাঙ্গিল—তিনি উত্তেজিত ভাবে সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—“চ্যাটার্জ্জি সাহেব! এসকল কথা সত্য নাকি?” চ্যাটার্জ্জি সাহেব ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করিলেন, “তুমি কি দেখিতেছ

"না—না—কখনই মিথ্যা নহে। অতুল বাবু! এখনই আপনার সহিত যাইব, উহার আর কখন মুখদর্শন করিব না। আপনিই যে আজ আমাকে সাবধান করিয়াছেন, তাহা নহে—অন্য লোকেও বহুবার করিয়াছে। জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা করিলেন! কে জানে, আর কিছুক্ষণ বিলম্ব হইলে আমার পরিণাম কি হইত—আমি অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইতাম কি না!"

চ্যাটার্জ্জি সাহেব পূর্ব্বরূপ ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"আমি দেখিতেছি—জগৎটাই উন্মত্ত হইয়াছে। কুমুদিনী! তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার, আমার তাহাতে তিল মাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু মনে রাখিও, এই শেষ সাক্ষাৎ। আজ যদি তুমি আমাকে এই ভাবে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলে আর আমার সাক্ষাৎ পাইবে না! তুমি ধুল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিলেও—নয়ন জলে ধরাতল সিক্ত করিলেও—সমস্ত জগতটা দিয়া প্রার্থনা করিলেও—আমার দেখা বা সাহায্য পাইবে না। এখনও সময় আছে—এখনও বুঝিয়া কাজ কর।"

চ্যাটার্জ্জি সাহেবের কথায় কুমুদিনীর ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন "অতুল বাবু! আর বিলম্ব করিবেন না—চলুন—চলুন—শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন।" অতুল বাবু ও কুমুদিনী প্রস্থানোদ্যত হইলে চ্যাটার্জ্জি সাহেব অতুল বাবুকে

আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। আগামী কল্য আপনি আমার বাসায় সন্ধ্যার পর আসিবেন কি? যদি আমাকে দেখিলে আপনার ভয় হয়, তাহা হইলে আসিবেন না। যদি পুরুষোচিত সাহস আপনার থাকে—রমণীর অঞ্চলধারী না হন—তাহা হইলে দেখা করিবেন।

অতুল বাবু চ্যাটার্জ্জি সাহেবের প্রস্তাবানুসারে সাক্ষাৎ করিবেন স্বীকার করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতুল বাবু! প্রকৃতই কি চ্যাটার্জ্জি সাহেব ঐরূপ নরাকারে পশু?"

অ। সে পশু অপেক্ষাও অধম।

কু। উহার সহিত মিত্রতা করিয়া আমি অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছি। লোকটা খুব চতুর ও মিষ্টভাষী। আমি অনেক লোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির নূতন ধরণের লোক দেখি নাই। লোকটা কি মোহমন্ত্র জানে, বলিতে পারি না। তাহার একটা অপূর্ব্ব আকর্ষণী-শক্তি আছে। যে তাহাকে দেখে, একবার তাহার সহিত আলাপ করে, সে আর তাহাকে ভুলিতে পারে না। আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে ঐরূপ নিকৃষ্ট চরিত্র লোকের মুখদর্শন করিবারও ইচ্ছাও লোকের থাকে না। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, চ্যাটার্জ্জি সাহেব বিহনে আমার জীবনটা যেন সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন—শূন্যময় হইল

কুমুদিনী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরপি বলিতে লাগিলেন,—"সত্য কথা বলিতে কি, আপনার কথায় সহসা আমি বিশ্বাসস্থাপন করিতাম না। কিন্তু উহার চোখ, মুখ— আপনার কথার সত্যতা প্রতিপাদন করিল।

অ। আপনার যে মোহ ঘুচিয়াছে ইহাই মঙ্গলের বিষয়।

কু। হাঁ! আমার সে ঝোঁক কাটিয়াছে। আমি উহার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছি। আচ্ছা অতুল বাবু! সে বালিকার কি দশা হইয়াছে?

অতুল বাবু আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনাই বিবৃত করিলেন। কুলসমের দুর্দ্দশার কথা বলিতে বলিতে অতুল বাবুর চক্ষুঃ দিয়া দর দর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি অবশেষে বলিলেন, "আপনি যদি সেই সংসারানভিজ্ঞা সরলা বালিকার নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক দৃষ্টি—বিশুষ্ক বদন দেখেন, তাহা হইলে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। সচরাচর মানুষে যাহা করে, পাপিষ্ঠ যদি তদ্রূপ পাপপঙ্কে তাহাকে নিমজ্জন করিয়াও জীবনের সঙ্গিনী করিত, তাহা হইলেও তাহার অপরাধ ক্ষমার্হ বলিয়া মনে করিতে পারা যাইত। কিন্তু পাশববৃত্তির তাড়নায়, মুহূর্ত্তের সুখভোগের জন্য, একটী সরলা বালিকাকে চিরদুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া সে যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

অতুল বাবুর কথা শুনিয়া কুমুদিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিলেন "পাপিষ্ঠের কথা শুনিলেও পাপ হয়।

স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের নিগ্রহ করিবার বিস্তর কাহিনী শুনিয়াছি—পুরুষের রমণীর প্রতি সহস্র সহস্র নিষ্ঠুরাচরণের কথা শুনিয়াছি—কিন্তু এরূপ জঘন্য পাশবাচরণের কথা কখন শুনি নাই। যাহা হউক, আপনি সাবধানে থাকিবেন। দুরাত্মার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। আচ্ছা! আমরা যখন চলিয়া আসি, তখন সে আপনাকে কি বলিতেছিল?

অ। বিশেষ কিছুই নহে। আপনার বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, আর সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন আছে কি?

কু। না। কি বলিয়া আপনার ধন্যবাদ করিব—জানি না। একটী অনুরোধ, আমার স্বামীকে অদ্যকার ঘটনা কিছুই বলিবেন না।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ।

পর দিবস যথাকালে অতুল বাবু চ্যাটার্জ্জি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতুল বাবুকে দেখিয়া চ্যাটার্জ্জি সাহেব যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনি স্বেচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, আমার শত্রুতাচারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি যে আমাকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করেন—তাহা আমি বুঝিয়াছি। বলিতে পারেন কি আপনি অতঃপর আমার বন্ধু হইতে পারেন কি না? অন্ততঃ আমার কার্য্যে কোনরূপ বাধা দিবেন না—এরূপ অঙ্গীকারও করিতে পারেন কি?

অতুল বাবু ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "আপনি যে প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে নরাধম বলিলেও বোধ হয় উপযুক্ত আখ্যা প্রদান করা হয় না। সংসারে অনেক প্রকার পাপাত্মার কথা শুনিয়াছি—কিন্তু আপনার ন্যায় দুষ্ক্রিয়াসক্ত পাপমতির কথা কখন শুনি নাই। আমি সামান্য ব্যক্তি হইলেও আপনাকে বন্ধু বলিতে কখনও প্রস্তুত নহি।

আপনি স্থির জানিবেন—আমি যত দিবস বাঁচিয়া থাকিব, তত দিবস কুলসমের উপর আপনি যে অকথ্য অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ প্রদানে চেষ্টা করিব। আরও জানিবেন—আঁপনি সংসারে যাহাতে অবাধে পাপের স্রোত বহাইতে না পারেন, আমার জীবনের তাহাই প্রধান লক্ষ্যস্থল হইবে।

চ্যা। আপনার প্রবল ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আপনি জানেন না—ইচ্ছা করিলে আমি আপনাকে সামান্য পিপীলিকার ন্যায় টিপিয়া মারিতে পারি।

অতুল বাবু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আপনি কূপমণ্ডুক—কূপের মধ্যে বসিয়া আপনাকেই জগতের অধীশ্বর বলিয়া মনে করিতেছেন। সাধ্য থাকে, আপনি আমার অপকার করিবেন।"

চ্যাটার্জ্জি সাহেব অতুল বাবুর উক্তিতে ক্রোধে স্ফীত হইতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষুঃ হইতে যেন নরকাগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল—ওষ্ঠদ্বয় বিকম্পিত হইল। তাঁহার শরীরের আয়তন যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, "বালক! কাহার সহিত কথা কহিতেছ জান না। অদ্য তোমার জীবনের শেষ দিবস। মরিবার জন্য প্রস্তুত হও। ঐ দেখ সম্মুখে তরবারি পতিত রহিয়াছে। ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিয়া আমার সহিত অস্ত্র-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হও। নতুবা এই পদাঘাতে আপনার অদৃষ্টের শত ধন্যবাদ করিয়া দূরে পলায়ন কর।

চ্যাটার্জ্জি সাহেব অতুল বাবুকে আর কথা কহিবার অবসর না দিয়া পদাঘাত করিলেন। সুপ্ত সিংহ অকস্মাৎ আঘাতপ্রাপ্ত হইলে যেরূপ ক্রুদ্ধ হয়, অতুল বাবু তদ্রূপ হইলেন। তিনি রোষে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইলেন—স্বীয় কার্য্যের ফলাফল পর্য্যন্ত ভাবিলেন না; সত্বর তরবারি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অতুল বাবুকে তরবারি চালনা করিতে দেখিয়া চ্যাটার্জ্জি সাহেব বলিলেন, "তোমার যুদ্ধসাধ এখনই মিটাইব। তবে কথা হইতেছে—এই যুদ্ধে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই নিহত হইব। তখন পুলিশের কবল হইতে মুক্ত হইবার উপায় থাকিবে না। কলিকাতার প্রান্তসীমায় একটা জনশূন্য উদ্যানে আমি যুদ্ধস্থল স্থির করিয়াছি। চল—তথায় যাই।"

অতুল বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই উদ্যানে গমন করিলেন। উদ্যানটী যে স্থানে অবস্থিত—সেখানে আদৌ লোকালয় নাই—নির্জ্জন—নিভৃত। তিনি উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অগৌণে উভয়েই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই শস্ত্র-বিদ্যাবিশারদ, উভয়েরই অস্ত্রচালনা অদ্ভুত। চ্যাটার্জ্জি সাহেব ক্রমেই উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, অতুল বাবু সাধারণ বাঙ্গালীর ন্যায় তরবারি চালনায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—কাজেই তিনি সহজে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে পারিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ঘটিল না।



অতুল বাবু ও এ্যাটর্নিজি উভয়েই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। (পৃঃ ৭৮)

তিনি যেরূপ কৌশলই করুন না কেন, অতুল বাবু তাহা সহজেই ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। অতুল বাবুর অস্ত্রচালনায় চ্যাটার্জ্জি সাহেবের ক্রোধাগ্নি ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

চ্যাট্যার্জ্জি সাহেব যতই উত্তেজিত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ক্রটী ঘটিতে লাগিল। অবশেষে তিনি অতুল বাবুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া যেমন উল্লম্ফন প্রদান করিবে, অমনি অতুল বাবুর তরবারি তাঁহার বক্ষে প্রবেশ করিল। চ্যাটার্জ্জি সাহেব আহত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন।

চ্যাটার্জ্জি সাহেব সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন। ক্ষত স্থান হইতে প্রবলবেগে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার জীবনাশা আর নাই। তখন তিনি অতুল বাবুকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তুমি মনে করিও না, আমার মৃত্যুতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবে। আমার অভিসম্পাৎ আমরণ তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে থাকিবে। আমার ঘৃণা, হিংসা ও প্রতি-বিহিংসা তোমার চিত্তকে সদাই সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। যখন পরমসুখে কালযাপন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে—তখনও দেখিবে, আমার এই অভিসম্পাৎ তোমার মনোমধ্যে উদিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা দিতেছে। আমার হস্ত হইতে তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই! শয়নে স্বপনে অথবা জাগরণে—আহারে বিহারে—সর্ব্বদাই আমার ছবি তোমার মনোমধ্যে উদিত হইয়া কষ্ট দিবে। ভাবিও না—

এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের বিলোপের সহিত আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। জ্বলন্ত অঙ্গারসম আমি চিরকাল জ্বলিয়াছি, জ্বলিতেছি ও জ্বলিব। তুমি যখন সুখের উচ্চশিখরে সমারূঢ় হইবে, এমন কি বিবাহান্তে যখন তোমার প্রাণসমা নবোঢ়ার নিকটও থাকিবে—তখনও আমার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। নির্ব্বোধ! তুমি কি মনে কর, আমার শোণিত-কলুষিত এই মৃত্তিকা আমার প্রবল বাসনার অবসান ঘটাইতে পারিবে? আমার ইচ্ছাশক্তির অন্ত নাই। এ শক্তি আবহমানকাল কার্য্যঃকরিবে। জানিও, আজ হইতে তুমি দুঃখের আগারে প্রবেশ করিলে। দেখিও আমার প্রেতাত্মা কিরূপে প্রতিশোধ গ্রহণ করে! অদ্য হইতে তোমার জীবন দুর্ব্বিসহ ক্লেশকর হইল!”

চ্যাটার্জ্জি সাহেব ঐ কয়েকটী কথা বলিয়া দেহত্যাগ করিলেন। অতুল বাবু সত্বর সে স্থান ত্যাগ করিয়া বালীগঞ্জে উপস্থিত হইলেন।



দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজয়চাঁদ।

বিজয়চাঁদ বর্ম্মণের নিবাস কাশীতে। বিজয়ের ঘোড়দৌড়ের উপর খুব সখ। তিনি কলিকাতায় ঘোড়দৌড়ে ঘোড়া ছুটাইবেন বলিয়া আসিয়াছেন। তিনি স্বয়ং প্রত্যেক ঘোড়-দৌড়ের দিবসে ক্রীড়াস্থলে উপস্থিত ত থাকেনই—তদ্ব্যতীত তাঁহার "জকি" তাঁহার ঘোড়াকে ঘোড়দৌড়ের জন্য প্রত্যহ মাঠে যখন ছুটাইতে থাকে, তখনও প্রায় উপস্থিত থাকেন।

বিজয়চাঁদ খুব বাবু—দেখিতে সুন্দর ও সৌখীন। তাঁহার সহিত মিঃ সি রুদ্রার আলাপ হওয়া অসম্ভব নহে। একদিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে উভয়েরই পরিচয় হইল। সেই দিবস সি রুদ্রা এবং বিজয়চাঁদ উভয়েরই ঘোড়া দৌড়াইয়াছিল। বিজয়চাঁদের ঘোড়া বাজী জিতিতে না পারিলেও সকলেই অশ্বের প্রশংসা করিয়াছিল

বিজয়চাঁদের ঘোড়া কিনিবার জন্য মিঃ সি রুদ্রার ঝোঁক পড়িল। তিনি বিজয়চাঁদের নিকট অশ্বক্রয় সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়া লোক প্রেরণ করিলেন। বিজয়চাঁদ অশ্ব-বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন! এখন উভয়ে উভয়কে ঠকাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বিজয়চাঁদ পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। বুদ্ধির দোষে তিনি তৎসমস্ত প্রায়ই বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এক্ষণে ঋণদায়ে সদাই বিব্রত, কাজেই মিঃ সি রুদ্রার সহিত আলাপ করিয়া কিছু পাইবার জন্য তিনি লালায়িত হইলেন। যখনই অশ্বক্রয়ের প্রস্তাব হইল, তখনই তিনি ভাবিলেন, তাঁহার ভাগ্যোদয় হইয়াছে।

এদিকে সি রুদ্রা ভাবিলেন, বিজয়চাঁদকে বাটীতে নিমন্ত্রণাদি করিয়া আপ্যায়ণ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে অশ্ব পাইবার সম্ভাবনা। কাজেই বিজয়চাঁদের সহিত তিনিও আগ্রহে ঘনিষ্ঠতা করিলেন। বিজয়চাঁদ সি রুদ্রার বাটীতে আমন্ত্রিত হইলেন।

বিজয়চাঁদ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বহুদিবস কলিকাতায় অবস্থান করায় বাঙ্গালা ভাষায় বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। তাঁহার পিতা বহুদিবস কাশীর কোতোয়ালী করিয়াছিলেন। বিজয়চাঁদ স্বয়ংও গোয়েন্দা পুলিশে (Detective Department) কার্য্য করিতেছিলেন।

যথাসময়ে বিজয়চাঁদ মিঃ সি রুদ্রার বাটীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতির অল্পক্ষণ পরেই মামুদ আসিয়া মিঃ সি

রুদ্রাকে বলিল "হুজুর আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। চ্যাটার্জ্জি সাহেব এ সর্ব্বনাশের মূল। আপনি ইহার বিচার করুন।"

মামুদের নিকট রুদ্রা সাহেব আনুপুর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন "মামুদ! পূর্ব্বে আর একবার যখন এই প্রসঙ্গ উত্থাপনও করিয়াছিলে, তখনই বলিয়াছিলাম, এ ব্যাপারে তোমার কন্যাই দোষী। স্ত্রীলোক পুরুষের ভোগবিলাসের সামগ্রী। ভোগবিলাসার্থ তাহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহাতে পুরুষের আদৌ দোষ হয় না। তোমার কন্যা দেখিতে সুন্দরী। অনেক সময়ে আমারই মনে হইয়াছিল, উহাকে আমার অঙ্কশায়িনী করি। চ্যাটার্জ্জি সাহেব আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান—কাজেই তাঁহার ভাগ্যে কুলসম জুটিয়াছিল।"

সি রুদ্রার কথা শুনিয়া মামুদ ক্রোধে ও ঘৃণায় অধীর হইল। সে বলিল, এ "আপনার উপযুক্ত কথা হইয়াছে বটে! আমি আর আপনার নিকট চাকুরী করিব না। অদ্য হইতে আমি কার্য্যত্যাগ করিতেছি।"

বিজয়চাঁদ বলিলেন, "দেখিতেছি লোকটা বড়ই বেয়াদব! আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। কোথায় ইহার জন্য আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিবে, না উল্টা নিন্দা করিতেছে?

বিজয়চাঁদের প্ররোচনায় সি রুদ্রা মামুদের উপর অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিলেন—তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সপরিবারে তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন।

মামুদ তাহাতেই সম্মত হইল।

এদিকে সি রুদ্রার তর্জ্জন গর্জ্জন চপলার কর্ণে প্রবেশ করিল। চপলা বাহিরে আসিয়া বলিলেন "চারু! কি হইয়াছে?"

তখন মামুদ কাঁদিয়া আমূল বৃত্তান্ত চপলাকে বলিল। চপলা বেশ জানিতেন, মিঃ সি রুদ্রার কার্য্যে প্রতিবাদ করিবার অধিকার বা শক্তি তাঁহার নাই। কাজেই তিনি মামুদকে সান্ত্বনা করিয়া চলিয়া গেলেন।

চপলা নিমেষের জন্য দেখা দিয়া প্রস্থান করিল। এই নিমেষের মধ্যেই তাঁহার রূপমাধুরী বিজয়চাঁদের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল—তাঁহার প্রত্যেক হৃদয়তন্ত্রী নাচাইয়া তুলিল। বিজয়চাঁদ কি করিতে আসিয়া কি করিলেন। মিঃ সি রুদ্রাকে ঠকাইতে গিয়া স্বয়ং ঠকিলেন—চপলার পাদমূলে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

এ সংসারে রমণীর সৌন্দর্য্যের কি অপ্রতিহত প্রভাব দেবাদিদেব মহাদেব হইতে সামান্য কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত রূপের প্রভায় মুগ্ধ। ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নষ্টচরিত্র বিজয়চাঁদ যে আত্মহারা হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি?

চপলা চঞ্চলা চপলার ন্যায় বিজয়চাঁদের চক্ষের সম্মুখে ক্ষণেকের নিমিত্ত ক্রীড়া করিয়া চলিয়া গেলেন, বিজয়চাঁদ কিন্তু তাহাতেই বিভোর হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'এরূপ রূপসী বাঙ্গালীর ঘরে কোথা হইতে আসিল? ইহা ক্ষত্রিয়ের গৃহেই সম্ভবে! বাঙ্গালী রমণী যে এত সৌন্দর্য্যশালিনী

হইতে পারে, এ ধারণা পূর্ব্বে আমার ছিল না। নিশাবসানে পূর্ণচন্দ্র মলিনভাতি হইলেও সুষমায় পূর্ণ থাকে। এ রমণীর যৌবন অপগত হইলেও রূপের মাধুরী এখনও পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। আমি শুক্তি কুড়াইতে আসিয়া মুক্তা পাইলাম—লোষ্ট্রের বিনিময়ে কাঞ্চন পাইলাম। যেরূপে হউক, এ রমণীকে হস্তগত করিতেই হইবে। নতুবা আমার হৃদয় শ্মশানে পরিণত হইবে—নিরন্তর বিরহাগ্নিতে আমি দগ্ধ হইতে থাকিব। রুদ্রা সাহেবের নিকট কামিনী-কাঞ্চন উভয়ই পাইতে হইবে। রুদ্রা সাহেবকে আপ্যায়িত করিবার জন্য ঘোটকটী তিনি যে মূল্য চাহিবেন, দিব। আত্মীয়তার ভান করিয়া প্রত্যহই এখানে আসিব।'

মামুদ বিতাড়িত হইল। মিঃ সি রুদ্রা বিজয়চাঁদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনাকে আজ যথেষ্ট কষ্ট দিলাম। আজই আপনার ঘোড়াটীর সম্বন্ধে একটা কথাবার্ত্তা স্থির করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতা ভিন্নরূপ বিধান করিলেন। মামুদ যে আজ কর্ম্মত্যাগ করিবে, আমি তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। সেই আমার অশ্বাদির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। সুতরাং সে যখন কার্য্য ত্যাগ করিল—তখন ঘোটক ক্রয় করা ত দূরের কথা—বোধ হয় আমার ঘোটকগুলিই বেচিতে হইবে।

বি। আপনি চিন্তিত হইবেন না, আমি আপনাকে উপযুক্ত লোক দিব! সে মামুদের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হইবে না, বরং অনেক অংশে শ্রেষ্ঠই হইবে।

বলা বাহুল্য, রুদ্রা সাহেবের কথা শুনিয়াই বিজয়চাঁদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে উত্তমর্ণেরা তাঁহাকে যেরূপ বিব্রত করিতেছে, তাহাতে ঘোটকটী বিক্রয় করিতে না পারিলে তাঁহার আর নিস্তার নাই। কাজেই, পাছে মামুদের জন্য তাহার অশ্বিনীনন্দন বিক্রীত না হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অন্য যোগ্য লোক দিবেন বলিলেন। মিঃ সি রুদ্রা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না—প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন অশ্ব ক্রয়ের জন্য একটা মূল্য স্থির হইল। রুদ্রা সাহেব বিজয়চাঁদকে একখানি চেক দিলেন। বিজয়চাঁদ চেক লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে মামুদও সপরিবারে বালীগঞ্জে অতুল বাবুর আশ্রয়-গ্রহণ করিল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।



পত্র।

ভাই গোবিন্দ!

অনেক দিন হইল তোমাকে পত্র লিখি নাই। তুমি আমার সতীর্থ—বাল্যবন্ধু। এ জগতে তোমা ব্যতীত প্রাণের কথা বলিবার আর অন্য লোক নাই।

তুমি জান, আমার সুখদুঃখে তোমাকেই সহচর ভাবিয়া আমি পত্র লিখি। আশৈশব তোমাতে আমাতে যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, মুহূর্ত্তের নিমিত্ত কখন তাহাতে ব্যাঘাত পড়ে নাই। ইহা যে উভয়ের মনঃপ্রাণের একতার ফল, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভাই! বহুদিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এই দীর্ঘ বিচ্ছেদেও কিন্তু আমার পূর্ব্বভাবের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বাল্যের সেই মধুর সুখস্মৃতি এখনও পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে—এখনও আমার মনে হয়—তুমি আমার কাছে—অতি নিকটে—প্রাণের কাছেই—আছ। আমার বিশ্বাস, তোমারও ঠিক এই ভাব আছে। পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তি বলিয়া একটা শক্তি আছে। তাহার প্রবল ক্ষমতা।

সেই ইচ্ছাশক্তির বলে আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভুলিতে পারি না। যাঁহারা বলেন, এক হাতে তালি বাজে, তাঁহারা ভ্রমান্ধ। একজনে ভালবাসে—আর একজন বাসেনা, হইতেই পারে না। ঘাত প্রতিঘাত যখন স্বাভাবিক নিয়ম, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য প্রথা—তখন স্বীকার করিতেই হইবে—আমার প্রাণে যে সুর বাজিয়া উঠে, তোমার প্রাণের তন্ত্রীতে গিয়া তাহা আঘাত করে। উভয়েরই প্রাণ এক তারে বাঁধা যে!

লোকে বলে তুমি পরম হিন্দু—আর আমি উন্নতশীল নাস্তিক—কাজেই তোমাতে আমাতে সমধর্ম্মী নহি—মনের মিল হওয়াও সম্ভবপর নহে। যাঁহারা স্বভাবের গূঢ় রহস্য অপরিজ্ঞাত, তাঁহারাই এবংবিধ ভ্রান্ত মত পরিপোষণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমাতে আমাতে মত পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবজগতের সনাতন ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন?

ভাই, ইতঃপূর্ব্বে তোমাকে এক নরপিশাচের কথা লিখিয়াছিলাম। সে এখন ইহজগত ত্যাগ করিয়াছে। আমি পূর্ব্ব পত্রে তোমাকে সেই লোকটার কতকটা পরিচয় দিয়াছিলাম। তেমন পাপিষ্ঠ নরাধম, আমি কখন দেখি নাই। খুল্লতাতের অশ্বরক্ষক মামুদের কন্যার সে কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাও তোমাকে লিখিয়াছিলাম। আহা! সরলা বালিকা—দুরাত্মার ফাঁদে পতিত হইয়া সর্ব্বস্ব

হারাইয়াছে। তাহার দেহ মনঃ ভগ্ন হইয়াছে—নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন অপহৃত হইয়াছে। সর্পের মোহিনী দৃষ্টি-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বিহঙ্গী যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, বালিকা তদ্রূপ হইয়াছিল। যদিও বালিকাকে আমি উদ্ধার করিয়া তাহার জননীর নিকট আনিয়া দিয়াছি—তথাপি তাহার দুর্দ্দশার অন্ত নাই। কারণ, এখন সে উন্মাদিনী—জীবন্মৃতা।

তাহার সতীত্বাপহারকের পরিণামের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। তাহার মৃত্যু অকস্মাৎ ঘটিয়াছে। সে মৃত্যু-ব্যাপার এখনও রহস্যময়—প্রহেলিকাপূর্ণ। কেন না, কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশ পায় নাই। পুলিশ এপর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারে নাই। নরাধম বুঝি সয়তানী লীলা করিবার জন্যই সংসারে আসিয়াছিল।

এখন আমার কথা শুন। আমার এই মর্ম্মদ্বার আমি এপর্য্যন্ত অন্য কাহারও নিকট উদ্‌ঘাটন করি নাই। কারণ আমি জানি—যাহারা আমাকে ভালরূপে চিনে না—জানে না, তাহারা আমার কথা শুনিয়া হাসিবে। আমি যদি কোন চিকিৎসককে আমার মানসিক অবস্থার কথা বলি, তাহা হইলে তিনি আমাকে বায়ুগ্রস্ত ব্যতীত আর কিছুই বলিবেন না।

ভাই! সেই লোকটার মৃত্যুর পর হইতে আমি সদাই কি-যেন-একটা-কিছু দ্বারা অধিকৃত হইয়াছি। আমার আহারে সুখ নাই, বিহারে সুখ নাই—বড় আদরের পুস্তকগুলি পাঠে

সুখ নাই।" আমি সংসারের কোন বিষয়েই আর সুখানুভব করিতে পারি না, মনের উপর যেন একটা দারুণ ভার সদাই চাপিয়া আছে। আমি যেন আমার নহি। যখন আমার ক্ষণেকের জন্য চৈতন্যোদয় হয়—তখন ভাবি, আমার এ কি হইল? মনের উপর হইতে এই অজ্ঞাত বোঝাটা নামাইয়া ফেলিবার জন্য আমি চেষ্টার ক্রটী করি নাই। কিন্তু কিছুতেই পারিতেছি না।

তুমি জান, পুস্তক পাঠে আমি চিরকালই অতুল আনন্দ পাই। সে আনন্দ এখন কোথায় লুকাইয়াছে! আমি স্ফূর্ত্তি লাভের আশায়, অন্যমনস্ক হইবার জন্য, এখন সামাজিক কার্য্যাদিতে অধিকতর মিশিয়া থাকি—আমোদ প্রমোদের নিমিত্ত থিয়েটার, সঙ্গীত সমাজ প্রভৃতি স্থানে গমন করি—ঘোড়দৌড়, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি ক্রীড়ায় যোগ দিই, কিন্তু কিছুতেই সেই অভূতপূর্ব্ব অজ্ঞাত শক্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত হৃদয়টা যেন তাহা দ্বারা অধিকৃত—আচ্ছন্ন। আমাকে যে দেখে, সেই বলে, আমি অত্যন্ত কৃশ হইয়াছি, ভিতরে একটা কোন কঠিন রোগের সঞ্চার হইয়াছে। বন্ধু বান্ধবেরা কত কবিরাজ ডাক্তারের নাম করিয়া বলিতেছেন, 'অমুককে দেখাও, আরোগ্য হইবে।' যাঁহার যে কবিরাজ বা ডাক্তারের উপর বিশ্বাস, তিনি তাঁহারই প্রশংসা করিয়া দেখাইতে বলিতেছেন। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি।

একটা সামান্য ঘটনা শুন। তুমি জান, আমার "ববি" নামক কুকুরটী কিরূপ প্রিয়। 'ববি' ক্ষণেকের জন্য আমার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না। সেই 'ববি' এখন আমার ঘরে থাকিতে চাহে না। ভয় কাহাকে বলে যে 'ববি' কখন জানিত না, সেই 'ববি' এখন আমার ঘরে থাকিলে ভয়ে কাঁপিতে থাকে। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে দৌড়াইয়া ভৃত্য-দিগের নিকট গিয়া অবস্থান করে। আমার ঘরে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ কি-যেন-কি দেখিয়া ক্রন্দনের স্বরে ডাকিতে থাকে।

পত্রখানি দীর্ঘ হইল। তুমি আমার পত্র পাঠে মনে করিও না, আমি ভীরু বা কাপুরুষ হইয়াছি। সংসারে তোমাকেই একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া জানি, তাই মনের কথা লিখিলাম। আমি নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না, কি করিব। তোমাদের কুশল সংবাদ লিখিবে।

তোমারই

অতুল—

গোবিন্দলাল যথাসময়ে অতুল বাবুর পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

ভাই অতুল!

তোমার পত্র পাইলাম। পাঠ করিয়া যুগপৎ দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম। তুমি যত সত্বর পার, একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আমি একবার তোমাকে দেখিতে চাহি। বন্ধুর এই বাসনা—প্রার্থনা—পূর্ণ করিবে নাকি?

তুমি মনে করিও না, আমি তোমার বর্ত্তমান মানসিক পরিবর্ত্তনের জন্য বিদ্রূপ করিব। আমি জানি, সংসারে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তুমি বা আমি যাহা ছিলাম, এখন আর তাহা নহি। প্রত্যেক পলকে আমাদিগের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মরিতেছি—আবার নবজীবন লাভ করিতেছি। ভাবিয়া দেখ ভাই—শৈশবের অতুলের সহিত এখনকার অতুলের কত পার্থক্য ঘটিয়াছে। আমাদিগের এই পরিবর্ত্তন কেমন ধীরে ধীরে—অলক্ষ্যে সম্পাদিত হইতেছে, তাহা কি কখন নিশ্চিন্তচিত্তে ভাবিয়া দেখিয়াছ?

যে অজ্ঞাত বলে—অপূর্ব্ব কৌশলে ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহার কোন প্রামাণিক ব্যাখ্যা, প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন এ পর্য্যন্ত হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে—তাহা হইলে তুমি অজ্ঞাত শক্তির অস্তিত্ব মানিবে না কেন?

ভাই, সসীম কি অসীমের ধারণা করিতে পারে? আমরা সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধি লইয়া—সামান্য বিদ্যার্জ্জন করিয়া দুর্জ্জেয়, দুর্ব্বোধ শক্তি-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে চাহি। আমরা এমনই অহংজ্ঞানে মত্ত যে, আমাদিগের ক্ষুদ্রত্বের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারি না—ক্ষুদ্র হইয়া মহতের সমান বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করি। পঙ্গুর পর্ব্বতলঙ্ঘন, বামনের চন্দ্র স্পর্শন যেমন অসম্ভব, আমাদেরও অপরিজ্ঞেয় অব্যক্ত মহাশক্তির ধারণা করিতে যাওয়া তদ্রূপ অসম্ভব। এই জন্যই

হিন্দুশাস্ত্রে যোগের প্রবর্ত্তনা। হিন্দু শাস্ত্রে মানব জীবন তিনটী পর্য্যায় বিভক্ত। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান। কর্ম্মকাণ্ডে ভক্তি সূচিত হয়, ভক্তিতে জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই প্রথমে কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন। বীজ না হইলে অঙ্কুর হইবে কোথা হইতে? বীজের পর অঙ্কুর—তাহার পর শাখাপ্রশাখাসমন্বিত, ফলফুল-সুশোভিত মহাদ্রুম। যতদিন মহাদ্রুমত্ব লাভ না হয়, ততদিন বীজ বীজই থাকে—ক্ষুদ্রকায় নগন্যভাবে উপেক্ষিত হয়। আমরাও যদি কখন জ্ঞানী হইতে পারি—সোঽহং শব্দের মর্ম্ম বুঝিতে পারি—আপনাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত বলিয়া অনুভব করিতে পারি—আমার আমিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি—তাহা হইলেই মহাশক্তির ধারণা করিতে পারিব। নতুবা বিবেকহীন হইয়া—সামান্য জ্ঞান লইয়া—কি করিয়া বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিব? ভাই! আজি যে অবস্থায় তুমি পতিত, যদি অন্য কেহ এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া তোমাকে তাহার মানসিক বিকারের পরিচয় দিত, তাহা হইলে তুমি কি তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতে? কখনই নহে—বরং তাহার কথা শুনিয়া তুমি বোধ হয় উপহাস করিতে। এখন তুমি স্বয়ং ভুক্তভোগী, কাজেই অভিনব জ্ঞান লাভ করিয়াছ। এখন তোমার ন্যায় সমাবস্থাপন্ন কেহ আসিলে তুমি তাহার মর্ম্মপীড়ার কারণ অনুভব করিতে পার।

আমাদিগের অনুভূতি কতক জ্ঞানকৃত, কতক আনুমানিক। এই অনুমান—এই কল্পনা—যেখানে যুক্তি তর্ক পৌঁছাইতে পারে না, সেখানেও অপ্রতিহত হইয়া থাকে। কাজেই অনুমান কোন কোন স্থলে যুক্তি-তর্ক-সাপেক্ষ নহে।

আমার নিজের কথা? আমার মনে হয়, প্রত্যেক বৎসরই আমি যেন কোন দুর্জ্ঞেয় জগতের সন্নিহিত হইতেছি। অব্যক্ত, অদৃশ্য যেন কিছু, ক্রমেই আমার চিত্তকে অধিকার করিতেছে। আমার জীবনের প্রত্যেক শোকপূর্ণ ঘটনা—বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু-ব্যাপার—আমাকে ভৌতিক জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ক্রমশঃ অধিকতর আস্থাবান্‌ করিতেছে।

আমার বিশ্বাস, এই ভৌতিক জগতে—সহস্র সহস্র পাপী এবং সহস্র সহস্র পূণ্যাত্মা অবস্থান করিতেছে। এই লোকে অনাদি কাল হইতেই ঐ প্রকারের সহস্র সহস্র ব্যক্তি স্থূলদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছে। এই লোকে পাপ পূণ্য উভয়েই পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়া থাকে। তুমি জান, কর্ম্মের ধ্বংস নাই। পাপই বল, আর পূণ্যই বল—উভয়ই অবিনশ্বর, অবিধ্বংসী—শৃঙ্খলা পরম্পরায় আবাহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। এই চিরস্থায়ী, এই নিত্য বিদ্যমান মনঃ—ইহাকে মনই বল আর যাহাই বল যে কি, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন দার্শনিক পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই? ইহা পাপী অথবা পূণ্যাত্মার দেহত্যাগের পরও বর্ত্তমান থাকে। সেই অদৃশ্য-অব্যক্ত জগত—হিন্দু শাস্ত্র যাহাকে সপ্তলোক

বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে—পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মার দ্বারা অধ্যুসিত। যেমন মরজগতে আমরা পাপ পূণ্যে অনন্ত দ্বন্ধ দেখিতে পাই—তদ্রূপ পরলোকেও পাপ পূণ্যের সংগ্রাম প্রতিনিয়তই চলিতেছে। এই সকল কারণে আমার বিশ্বাস—তোমার জীবন কোন দুষ্টাত্মা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে—তোমার চিত্তে সে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। সেই দুষ্ট আত্মা সতত তোমাকে ঘিরিয়া আছে—অথচ তুমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছ না। আমার কথা অস্বীকার করিবার তোমার উপায় নাই। কারণ, তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ, আর একটী অপরিচিত শক্তি তোমার চিত্তকে অধিকার করিয়াছে—তুমি শত চেষ্টা করিয়াও তাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছ না।

আমি তোমার পত্র পাঠে বুঝিলাম, চ্যাটার্জ্জি সাহেবের শোচনীয় পরিণাম যেরূপেই সংসাধিত হউক না কেন, তুমি তাহার সহিত ব্যবহারে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছ। তুমি যদিও আমাকে তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া লিখ নাই, তথাপি আমি তোমার পত্র পাঠে কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। তুমি যেরূপ নাস্তিকই হও না কেন, তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, চ্যাটার্জ্জি সাহেবের ন্যায় কর্ম্মঠ, মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সমস্ত অস্তিত্ব একটা ক্ষুদ্র অস্ত্রের আঘাতে চিরতরে বিনষ্ট হইতে পারে না। সেই মনঃ—যাহা সতত প্রচণ্ড ভাবে চালিত হইতেছিল—হঠাৎ কি:বিলয় হইতে

পারে? না অবিনশ্বর আত্মা কখন বিলুপ্ত হইতে পারে? তুমি কি মনে কর—আকবর, রাণা প্রতাপ হইতে রঘো ডাকাইত বা তান্তিয়া ভীল পর্য্যন্ত দেহত্যাগের সহিত একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে? তাহা হইতে পারে না। পারে না বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ, কুরুসমরের পর, যমালয়ে দুর্য্যোধন প্রভৃতির অস্তিত্ব দেখাইয়াছিলেন। মনে করিও না—ইহা পৌরাণিক উপকথা-মাত্র। আমার বিশ্বাস, এই বিশ্বে একেবারে লয় কাহারও হয় না। স্থূলদেহ লইয়াই হউক, অথবা সূক্ষ্ম বা কারণ দেহ লইয়াই হউক, কোন না কোনরূপে মৃত ব্যক্তিরা আমাদিগের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

তবে দুষ্ট আত্মার প্রভাব যদি প্রবল হয়, আমার বিশ্বাস—দেবদেবীর অনুকম্পা—মহাপুরুষদিগের সদাত্মার প্রভাব—প্রবলতর হইয়া থাকে। তজ্জন্যই দুষ্ট আত্মা সহজে মানবের অপকার করিতে পারে না। তোমার উপর দুষ্ট আত্মার যে পীড়ন বা অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, কালে ইহা—জীবিতই হউন, বা মৃতই হউন—কোন-না-কোন ধর্ম্মাত্ম দ্বারা বিনষ্ট হইবে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নরাকারে পশুর হস্তে পতিত হইয়া লোকে যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়া থাকে, তেমনই নরাকারে দেবদেবীর অনুগ্রহে পতিত হইয়া মানব অমরজীবনের স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে। তোমার এই মানসিক বিকারেরও একদিন অবসান হইবে। তখন সত্যের দিব্য জ্যোতিঃ নবোদিত অরুণের ন্যায়

দুঃখান্ধকার দূর করিয়া তোমার জীবনাকাশ উজ্জ্বলিত করিবে—তুমি অপার সুখের অধিকারী হইবে।

রাত্রি অনেক হইল! তুমি আসিলে অনেক কথা বলিব! আসিতে ভুলিও না।

তোমার চিরদিনের

গোবিন্দলাল।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফাঁদ।

চপলাকে দেখিবার পর মুহূর্ত্ত হইতে বিজয়চাঁদের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইল বলিলে অত্যুক্তি হয় না—চপলা তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইল। কিসে চপলাকে করতলগত করিতে পারিবেন—সদাই সেই চিন্তাতেই মগ্ন হইলেন। প্রণয়ের এমনই অপূর্ব্ব লীলা! প্রথম সাক্ষাতে যে প্রণয়োৎপত্তি হয়, তাহাকে রূপজ প্রেম বলে। এই রূপজ মোহেই মানুষ অধীর হইয়া থাকে, বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য হয়।' কিসে প্রেমাস্পদকে লাভ করিতে পারা যাইবে, তাহা অহরহঃ চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। বিজয়চাঁদের তাহাই হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—চপলা বিহনে সংসার শ্মশানসদৃশ। চপলা-লাভও যদি তাঁহার ভাগ্যে একান্ত না ঘটে, তবে দিবানিশি তাহার সহিত কথা কহিবার, তাহার নিকটে থাকিবার অবসর তিনি যেন পান! ইহাতেও কি নিষ্ঠুর সমাজ বাধা দিবে? ভাল—যদি কথা কহিবার অধিকারও' তিনি না প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলেও নিশিদিন দেখিবার সুযোগও ত পাইতে পারেন তিনি সি রুদ্রা সাহেবের নিকট এ প্রস্তাব করিবেন কি? ত

হইলে সি রুদ্রা সাহেব কি তাহার উপরে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতেও নিষেধ করিবেন? যদি তাহাই করেন, তাহা হইলে ত তাঁহার জীবনের সকল সুখই অপহৃত হইবে? সর্ব্বনাশ—তিনি তাহা কখনই করিবেন না—মনের কথা সি রুদ্রাকে কখনই জানাইবেন না—কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিবেন!

আর এক কথা। চপলা কি তাঁহাকে ভালবাসে? যদি বাসিত, যদি তাঁহার ন্যায় সেও অধীর হইত, তাহা হইলে কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিত না? তবে কি চপলা তাঁহাকে ভালবাসে না? যদি নাই বাসে, তাহাতে কি ক্ষতি হইল? তিনি কি চপলাকে ভালবাসাইতে পারিবেন না? নিশ্চয়ই পারিবেন! নতুবা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি সকলই কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ করিবেন! চপলা সহজে সম্মতা না হইলে—ছলে বলে কৌশলে—যেরূপে হউক—তিনি চপলাকে হস্তগত করিবেনই করিবেন।

বিজয়চাঁদ কৌশল স্থির করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় প্রতি দিবসই কোন-না-কোন সূত্র ধরিয়া রুদ্র-প্রাসাদে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। মিঃ সি রুদ্রাকে তিনি অল্প মূল্যে ঘোটক বিক্রয় ত করিলেনই—তদ্ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও সি রুদ্রার সন্তোষ বিধানে ত্রুটী করিলেন না।

বিজয়চাঁদের এইরূপ ঘন ঘন আগমনে রুদ্রা সাহেবের পরিচারক ও পরিচারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচিত হইল।

চপলার কামিনী নাম্নী এক অল্প বয়স্কা দাসী ছিল। সে বিজয়চাঁদের রূপে মোহিত হইল। সুবিধা পাইলেই সে বিজয়চাঁদের নিকট আসিয়া তাহার কর্ত্রী ঠাকুরাণী সম্বন্ধে নানারূপ গল্প করিত। বিজয়চাঁদও ইহাই চাহিতেছিলেন। কাজেই তিনি কামিনীকে তুষ্ট করিতে বিরত হন নাই। কামিনীর প্রমুখাৎ তিনি চপলা সংক্রান্ত সমস্ত কথাই শুনিতে পাইলেন। রুদ্রা সাহেবের বাটীতে অন্য কোন পুরমহিলা না থাকাতে চপলা কামিনীকে সঙ্গিনীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি সময়ে সময়ে মনের কথা—তাহাকে বলিতেন। তখন তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই—তাঁহার যাহা অতি গুহ্য কথা—তাহা কামিনী দ্বারা কখন প্রকাশ পাইতে পারে।

কামিনী গত ৩।৪ বৎসর যাবৎ চপলার নিকট কার্য্য করিতেছে। চপলা যে সুন্দর গাহিতে পারিতেন—কাশীতে অবস্থানকালে কত লোকে তাঁহাকে পাইবার জন্য যে লালায়িত হইয়াছিল—এ সকল কথাই সে জানিতে পারিয়াছিল। চপলার সহিত সি রুদ্রা সাহেবের কি সম্বন্ধ ছিল, কামিনীর তাহাও জানিতে বাকী ছিল না।

বিজয়চাঁদ কামিনীর নিকট সকল কথা অবগত হইয়া স্থির করিলেন, চপলার প্রকৃত নাম আর কিছু আছে। মিঃ সি রুদ্রা যে কাশী হইতে কৌশলে চপলাকে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার মনে হইল। তিনি আরও বুঝিলেন, রুদ্রা-প্রাসাদে চপলা মিঃ সি রুদ্রার দয়ার পাত্রীরূপে বাস করিতেছেন না, তথায়

বাস করিবার তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে। এতদ্ব্যতীত মিঃ টি রুদ্রা তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থও প্রদান করিয়া গিয়াছেন। দুর্ব্বৎসরের দুর্গোৎসবে ভিখারীর যেরূপ আনন্দ হয়, অপ্রত্যাশিত, অসম্ভাবিত ধনরত্নলাভে দরিদ্র যেরূপ উৎফুল্ল হইয়া থাকে, বিজয়চাঁদ তদ্রূপ চপলার ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। চপলা কাঙ্গালিনী হইলেও তিনি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐশ্বর্য্য-সংযোগ ত মণিকাঞ্চনের সংযোগের ন্যায় অধিকতর সুখের বিষয় হইল। তাঁহার চপলা-লাভাশা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি স্থির করিলেন—চপলাকে যেন তেন প্রকারেণ হস্তগত করিতে হইবেই। ইহাতে কেবল যে তাঁহার রমণীরত্ন লাভ হইবে, তাহা নহে—দরিদ্রতাও দূর হইবে। কাজেই তিনি নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন!

তিনি একবার ভাবিলেন, চপলালাভের জন্য কামিনীর সহায়তা গ্রহণ করিবেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাহাও কি সম্ভব? কামিনীর মনোভাব চতুর বিজয়চাঁদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং সে সাহায্য না করিয়া যে বৈরতাচরণ করিবে, তাহা বুঝিতেও তাঁহার বাকী রহিল না। সে যদি জানিতে পারে যে, বিজয়চাঁদ চপলা-প্রয়াসী, তাহা হইলে সে বিধিমতে শত্রুতা করা ব্যতীত কখনই সহায়তা করিবে না।

বিজয়চাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, তিনি এক লোষ্ট্রে দুইটী পক্ষী শীকার করিবেন। প্রথমতঃ চপলাকে হস্তগত করিবেন,

তাহার পর মিস রুদ্রাকে আয়ত্তে আনিবেন। চপলার নিবাস যদি কাশীতে হয়, তাহা হইলে কাশীবাসীর প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকিবার সম্ভাবনাও ত আছে।

বিজয়চাঁদ জানিতেন, তাঁহার কাশীর সম্পত্তি অচিরেই ঋণদায়ে বিক্রীত হইবে। তখন তিনি থাকিবেন কোথায়? তিনি যদি রুদ্রা-প্রাসাদে সবলে থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা সুবিধা আর কি হইতে পারে? চপলাকে লাভ করিতে পারিলেই তাঁহার যে কেবল রুদ্রা-প্রাসাদে বাস করা হইবে, তাহা নহে—তিনি কাশীস্থ সম্পত্তি রক্ষা করিতেও পারিবেন। এ লোভ ত্যাগ করা কি সহজ?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিবস প্রাতঃকালে বিজয়চাঁদ মিঃ সি রুদ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মিঃ রুদ্রা তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। বিজয়চাঁদের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া মিঃ সি রুদ্রা তাঁহাকে স্বীয় শয়নকক্ষে আহ্বান করিলেন। বিজয়চাঁদ তথায় উপস্থিত হইলে সি রুদ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত প্রাতে যে?"

বিজয়। বিশেষ প্রয়োজন আছে। নতুবা আপনার আশ্রমপীড়া উৎপাদন করিতে আসিতাম না। আমি বিশেষ কার্য্যবশতঃ অদ্যই সন্ধ্যার ডাকগাড়ীতে কাশীযাত্রা করিব আপনি যাইবেন কি?

সি রুদ্রা। আমিত যাইবার জন্য প্রস্তুত নহি। আর আপনি যে অকস্মাৎ কাশী যাইবেন, তাহাও ত পূর্ব্বে বলেন নাই?

বিজয়। বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ যাইতে হইতেছে। অদ্য প্রত্যুষে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। সরকারী কার্য্যের জন্য যাইতে হইবে। মনে করিলাম, যদি আপনি আমার সহিত গমন করেন, তাহা হইলে কাশীদর্শনের ফললাভও হইবে, ভ্রমণের সুখানুভবও করিতে পারিবেন। বেগারের গঙ্গাস্নান, কিছু মন্দ ব্যাপার নহে!

সি রুদ্রা। আপনি কবে ফিরিবেন?

বিজয়। সম্ভবতঃ ২।৪ দিনের মধ্যেই।

সি রুদ্রা। বেশ, যাইব।

বিজয়। বিশেষ সুখী হইলাম। দেখুন, আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিতে আমার কষ্টবোধ হয়। আজ তাই আপনাকে এই কষ্ট দিতে অগ্রসর হইলাম। আপনার সহবাস আমার নিকট বড়ই মধুর।

সি রুদ্রা। আপনার উদারতা। তবে ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, এক হাতে তালি বাজে না।

বিজয়। আমি আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যাহা হউক, কাশীতে আপনার যাহাতে তিলমাত্র কষ্ট না হয়, সে পক্ষে আমার যত্নের ত্রুটী হইবে না জানিবেন।

সি রুদ্রা। আপনার সঙ্গে থাকিলে আমার নরকবাসেও সুখ?

বিজয়। কাশীতেও উপভোগ করিবার অনেক বস্তু আছে। তথায় না যাইলে চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিবে না।

সি রুদ্রা। তাহা শুনিয়াছি বটে। সেইজন্যই যাইতে চাহিতেছি। ভোগ্যবস্তু কালকাতা অপেক্ষাও ভাল কি ?

বিজয়। নহিলে লইয়া যাইতেছি।

সি রুদ্রা। কোন্ ট্রেণে যাইবেন ?

বিজয়। বোম্বাই মেলে। আপনি ট্রেণ ছাড়িবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে উপস্থিত হইবেন।

মিঃ সি রুদ্রা সম্মতিজ্ঞাপক সঙ্কেত করাতে বিজয়চাঁদ বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মিঃ মিঃ সি রুদ্রা চপলাকে বলিলেন, "আমি অদ্য বিজয়চাঁদের সহিত কাশীতে যাইতেছি! চারি পাঁচ দিবসের মধ্যে ফিরিব।" চপলাকে কোন প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়া মিঃ সি রুদ্রা প্রস্থান করিলেন।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বারাণসী।

কাশী—ত্রিভুবনসুন্দর হিন্দুর মোক্ষক্ষেত্র কাশী—পুরাণোক্ত প্রাচীন যতি-ঋষিবাঞ্ছিত ত্রিদিবলাঞ্ছিত কাশী—তুমি কি সত্য সত্যই জীব-মোক্ষদায়িনী? ঐ যে উত্তরবাহিনী ভাগিরথী মেখলাসদৃশী তোমাকে বেষ্টন করিয়া আছে—ঐ যে কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতি-চিহ্ন ধারণ করিয়া, কালের কঠোর শাসনের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তুমি সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছ, উহা কি সত্য সত্যই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অক্ষুণ্ণ গৌরবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন? শঙ্খঘণ্টানিনাদিত, "কাশী-বিশ্বেশ্বর"-শব্দ-মুখরিত, সৌধমালাবিরাজিত, তটিনী-সৌন্দর্য্য-সম্পাদক সোপানাবলী-পরিবেষ্টিত, আলোকমালাপরিশোভিত মধুময় কাশী, প্রকৃতই জগতে কি তোমার তুলনা অসম্ভব? তোমার চরণবিধৌতকারিণী হরশিরবিহারিণী পূণ্যতোয়া জহ্নু-নন্দিনীর তীরে বসিয়া কত সন্ন্যাসী তপস্বী মহা-যোগাভিভূত হইয়াছেন, কত দণ্ডী সাধু সাধননিরত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, কত মুমূর্ষু জ্ঞানপিপাসু ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় জীবনপাত করিয়াছেন, কত নরনারী মোক্ষলাভাশায় তোমার

বক্ষঃবিরাজী মহেশ্বর অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন—কে তাহার ইয়ত্তা করে? হিন্দুর শেষ জীবনের সহায়—মৃত্যুকালের মধুর স্মৃতি—নিত্য নূতন—চিররম্য কাশী-ধাম—বস্তুতঃই জগতে তুমি অতুলনীয়।

বিজয়চাঁদ ও সি রুদ্রা কাশীতে যথাসময়ে উপনীত হইলেন। গণেশ মহল্লায় বিজয়চাঁদের বৃহৎ অট্টালিকা। বাটীর সম্মুখেই মনোরম উদ্যান। বাটীর সাজসজ্জা-তৈজসপত্রাদি দেখিলেই মনে হয়, এক সময়ে উহার অধিকারী ঐশ্বর্য্যের সমুচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। মিঃ সি রুদ্রা বিজয়চাঁদের বাটী দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার অত্যন্ত প্রবল ছিল। মধ্যবিত্ত লোকের সহিত মিশিতে হইলে তিনি সর্ব্বদাই নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। বিজয়চাঁদের অবস্থা যদি সমুন্নত না হইত, ধনবানের পদবীভুক্ত করিতে যদি তাঁহাকে পারা না যাইত, যদি মধ্যবিত্ত লোকের ন্যায় তাঁহার বাটী হইত, তাহা হইলে সি রুদ্রা সাহেব তাঁহার সহিত পূর্ব্বানুরূপ আর আলাপ করিতেন কি না, সন্দেহের বিষয়।

রুদ্রা সাহেবকে বিজয়চাঁদ কেন কাশীতে আনিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। তিনি সি রুদ্রা সাহেবের সহিত অধিকতর ঘনিষ্টতা করিতে সমুৎসুক ছিলেন। কাশীতে নিজের বাটীতে আনয়নপূর্ব্বক রসোল্লাসে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিতে পারিলে, তাঁহার অভিষ্টসিদ্ধির পথ সুগম হইবে বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল। কাশীতে আসিবার

পূর্ব্বে তিনি পত্র লিখিয়া আপ্যায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহার অর্থাভাবের কথা রুদ্রা সাহেব কিছুমাত্র বুঝিতে না পারেন, অধিকন্তু তাঁহার প্রতিপত্তি, খ্যাতি ও ধনবত্তায় অধিকতর মুগ্ধ হন, তজ্জন্য আবশ্যকোচিত বন্দোবস্ত করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই। বলা বাহুল্য, ইহার জন্য তাঁহাকে অধিকতর ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

সি রুদ্রা সাহেব কাশীতে আগমন করিয়া কাশীর আমোদে মত্ত হইলেন। সুরাসেবন ও কামিনীলাভের সাধ যাহাতে অনুমাত্র অসম্পূর্ণ না থাকে, তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছিল। অভিসারিকাদিগের মধ্যে একটী রমণী তাঁহার সমধিক চিত্তাকর্ষণে সমর্থা হইয়াছিল। ইহার নাম জহর বিবি। জহরের রূপে তিনি এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার প্রস্তাবও করেন। জহর সুন্দরী ও সুগায়িকা। সেও রুদ্রা সাহেবের প্রতি যে আদৌ আসক্ত হয় নাই, তাহা বলা যায় না। কাজেই রুদ্রা সাহেবের প্রস্তাবে সে সম্মত হইল। বিজয়চাঁদ ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। কারণ, ইহাই তাঁহার অভিসন্ধি ছিল। বিজয়চাঁদ জহরকে নিজের মুঠার ভিতর রাখিবার জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক, তাহাই করিলেন।

বিজয়চাঁদ কেবল ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না। চপলার পূর্ব্বইতিহাস অবগত হইবার জন্য তিনি নানারূপে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি পিতৃপরিত্যক্ত কাগজপত্র অনুসন্ধান করিতে

লাগিলেন। চপলা যে কাশীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা ছিলেন, কামিনীর নিকট তিনি তাহা অবগত হইয়াছিলেন। ঐরূপ প্রসিদ্ধ গায়িকার সহসা অন্তর্ধান, তাঁহার পিতার অবিদিত থাকা সম্ভব কি? বিজয়চাঁদের বিশ্বাস, চপলা সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁহার পিতা অবগত ছিলেন। তিনি সহায়তা না করিলে মিঃ টি রুদ্রা কথনই চপলাকে কাশী হইতে লইয়া যাইতে পারিতেন না।

বিজয়চাঁদ আরও ভাবিলেন, তাঁহার অনুমান এতদূর যদি ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হলে এরূপ একটা ঘটনা তাঁহার পিতা যে রোজনামচায় লিখিয়া যান নাই, তাহাও কি সম্ভবপর? এখন কথা হইতেছে, কোন্ বৎসর কবে এই ঘটনা হইয়াছিল, তাহা ত তাঁহার জানা নাই। সুতরাং তাঁহাকে পূর্ব্বাপর সকল কাগজই খুঁজিতে হইল।

মিঃ সি রুদ্রার বিজয়চাঁদের বাটীতে অবস্থান, এই অনুসন্ধান-ব্যাপারের, কিছু অন্তরায় হইল। এদিকে তিনি সি রুদ্রাকে কোন কারণেই অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না। কারণ, যদি টি রুদ্রা সাহেব সম্বন্ধী কোন কাগজপত্র তাঁহার হস্তগত না হয়, তাহা হইলে সি রুদ্রার দ্বারাই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি করিতে হইবে। কাজেই সি রুদ্রার নিকট তাঁহাকে প্রায় সমস্ত দিবসই থাকিতে হইত। তাহার পর গভীর রজনীতে—সমস্ত জগৎ যথন সুষুপ্তবস্থায় অচেতন—সেই নীরব শান্ত নিশীথ সময়ে—তিনি অতি সন্তর্পণে স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে ব্রতী হইতেন। কত

প্রাচীন ঘটনা সম্বলিত খাতা, কত লোমহর্ষণ ব্যাপার সংশ্লিষ্ট কাগজ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি কোনটীই আগ্রহসহকারে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না। এইরূপে কয়েকদিবস অতীত হইল। ক্রমে তাঁহার আশাভঙ্গ হইতে লাগিল। তাঁহার সকল উদ্দেশ্য, সকল উচ্চাভিলাষ, সকল আশা, সকল ভরসা বুঝি তিরোহিত হয়! অতঃপর তিনি যে কাগজেই হস্তার্পণ করেন, তাহাই সভয়ে খুলিতে লাগিলেন। ভয়, পাছে তাহাতে চপলার ঘটনা বর্ণিত না থাকে। অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, আশা-আতঙ্ক-বিজড়িত হৃদয়ে, প্রকম্পিত হস্তে তিনি একের পর একটী কাগজ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমেই কাগজের সংখ্যা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল। তিনি হতাশ হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাহার পর হঠাৎ একখানি রোজনামচার ভিতরে সামান্য একখণ্ড কাগজে তিনি জাহ্নবীর নাম দেখিতে পাইলেন। অন্নাভাবে কণ্ঠাগতপ্রাণ কোন ব্যক্তি যদি হঠাৎ প্রচুর আহার্য্য প্রাপ্ত হয়, দারিদ্র্যের দুঃসহ নিষ্পেষণে প্রপীড়িত দীনহীন কাঙ্গাল যদি অকস্মাৎ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়, তাহা হইলে সে যেরূপ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, বিজয়চাঁদ তাহাই করিতে লাগিলেন। একবার, দুইবার, বহুবার তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন। যতবার পড়েন, ততবারই চক্ষু মুছিতে থাকেন—আশঙ্কা, পাছে তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। অবশেষে তাঁহার সকল সন্দেহই দূর হইল।

বুঝিলেন, ভাগ্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছে, চপলা তাঁহার করতলগত হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, সি রুদ্রা সাহেবের মৃত্যুবাণ তাঁহার হস্তে আসিয়াছে। চপলাই বল, আর সি রুদ্রাই বল, কেহই আর তাঁহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। যে গোপনীয় তথ্য জানিবার জন্য তিনি এত দিবস উতলা হইয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে জানিতে পারিয়াছেন। সে রহস্য অতীব চমকপ্রদ।

বিজয়চাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় তিনি আর কাশীতে অবস্থান করিবার আদৌ প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। তখন তাঁহার চপলা-লাভাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইল। যদি বিহঙ্গের ন্যায় তাঁহার পক্ষ থাকিত, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উড়িয়া কলিকাতায় গমন করিতেন। কারণ, তখন তিনি চপলাগতপ্রাণ হইয়াছিলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে তিনি মিঃ সি রুদ্রাকে তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে হঠাৎ সেই দিবসই কলিকাতায় যাত্রা করিতে হইবে। মিঃ সি রুদ্রাও বিজয়চাঁদের সহিত কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিলেন।

কারণ, জহর বিবিকে লইয়া সত্বর কলিকাতা প্রস্থান করিবার নিমিত্ত মিঃ সি রুদ্রাও অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। জহর বিবি প্রকাশ্য গণিকা ছিল না। কাজেই প্রথমে সে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। তাহার আত্মীয় স্বজনকে

বশীভূত করিবার ছলনায় বিজয়চাঁদ মিঃ সি রুদ্রার নিকট হইতে বিস্তর অর্থ গ্রহণ করেন। এই অর্থের সমস্তাংশ যে বিজয়চাঁদ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। তবে অর্দ্ধেকাংশ যে তাঁহার লাভ হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জহর বিবির দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করাও বিজয়চাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। জহর বিজয়চাঁদের কথামত সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করায় বিজয়চাঁদের আনন্দের অবধি ছিল না।

এই ত গেল আর্থিক ব্যাপার। তাহার পর সি রুদ্রা বলেন, তিনি ব্রাহ্মমতে জহরকে বিবাহ করিবেন—অবিদ্যাস্বরূপে রাখিবেন না। সি রুদ্রার এই প্রতিশ্রুতিতে—অতুল বৈভবের উত্তরাধিকারী হইবার আশায়—জহর ও তদীয় আত্মীয়বর্গ রুদ্রা সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হয়।

* * * *

মিঃ সি রুদ্রা চারি পাঁচ দিবসের মধ্যে কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু সপ্তাহকাল অতীত হইল, ফিরিলেন না। চপলা ক্রমেই তাঁহার জন্য উদ্বিগ্না হইতে লাগিলেন। বিজয়চাঁদ অথবা সি রুদ্রা তাঁহাকে কাশী হইতে একখানিও পত্র লেখেন নাই। কাজেই তাঁহার চিন্তা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এক দিবস চপলা অকস্মাৎ এক পত্র পাইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল, মিঃ সি রুদ্রা, বিজয়চাঁদ ও এক রমণীকে লইয়া

সত্বর কলিকাতায় উপনীত হইবেন। পত্রের শীর্ষদেশে যে স্থানের নাম লিখিত ছিল, তাহা পাঠ করিয়া চপলার আন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন "এ কি? গণেশ মহল্লার এই স্থানেই ত কিশোরীচাঁদের বাড়ী ছিল। কিশোরীচাঁদ কোতোয়ালের কার্য্য করিতেন। এই বিজয়চাঁদ তাঁহার কোন আত্মীয় নাকি? তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ! কিশোরীচাঁদ ত তাঁহার সমস্ত ব্যাপারই জানিতেন। বিজয়চাঁদ যদি কিশোরীচাঁদের পুত্র বা কোন নিকট আত্মীয় হন? তাহা হইলেই ত সকল কথাই জানিতে পারিবেন? কিন্তু ইহাও কি সম্ভব? গণেশমহল্লায় অনেক লোকের বাস। বিজয়চাঁদ তাহাদিগের অন্যতম কেহ হইতে পারেন। গণেশমহল্লায় বাস বলিয়াই তাঁহাকে যে কিশোরীচাঁদের নিকট-আত্মীয় হইতেই হইবে, সে সিদ্ধান্তই বা কেন করি? আর যদি আত্মীয়ই হন, তাহা হইলে তিনিও যে আমার সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে পরিবেন, তাহারই বা স্থিরতা কি? আমার কাশী-জীবনের কথা ত বহু বৎসরের। কিশোরীচাঁদ সে ঘটনা বিজয়চাঁদের নিকট গল্প না করিবারই অধিক সম্ভাবনা! তবে আমি বৃথা সন্দেহে কষ্ট পাইতেছি কেন?

"তবে একটা কথা আছে। বিজয়চাঁদের সহিত চার আলাপ হইল কিরূপে? ইহা কি সম্পূর্ণ দৈবগত্যা নহে অথবা ইহার মূলে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে? দৈবগত্যা হইলে এমন অদ্ভুত সম্মিলন ত কখন দেখি নাই! বিজয়চাঁদ

যদি কিশোরীচাদের ন্যায় কৌশলী হন ? তাঁহার যদি অভিসন্ধি মন্দ হয়, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে সকল রহস্যই ত তিনি সহজে জানিতে পারিবেন ? তবে কি বিজয়চাঁদ কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য চারুকে কাশীতে লইয়া গিয়াছেন ? তাহাও না হইতে পারে। সকল ব্যাপারই দৈবক্রমে ঘটিতেছে, ইহাও অনুমান করা অন্যায় নহে। হায়! আমার কাশী-জীবনের সকল কথাই একে একে মনোমধ্যে উদয় হইতেছে।

"আমার ভ্রাতা জিতন সিংহের কথা এখনও মনে পড়িতেছে। যে রাত্রিতে কাশী ত্যাগ করি, সে রাত্রিতে কি বিষম ব্যাপারই সে ঘটাইয়াছিল ? সে যেন উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়াছিল—টি রুদ্রার জীবননাশের জন্য কত প্রকার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু আমার কৌশলে তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। আমি তাহাকে তখন টিট্‌কারী দিতেও ছাড়ি নাই। এক দিকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড—আর একদিকে টি রুদ্রা। আমার নিকট টি রুদ্রাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়াছিল। আমার সহোদর যখন টি রুদ্রাকে শাসাইতে লাগিল—নানারূপে ভয় দেখাইতে লাগিল, তখন আমিই অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে মর্ম্মপীড়িত করিয়াছিলাম। টি রুদ্রার প্রতি আমার অনুরাগ প্রবল না হইলে—আমিই হয়ত ভ্রাতার ভয়ে টি রুদ্রার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম না। সহোদরের প্রতি ঘৃণা ও ও অবজ্ঞা প্রদর্শনরূপ মহাপাপের ফল কি আমাকে এক্ষণে ভোগ করিতে হইতেছে ? জানি না ভাই

আমার এখনও বাঁচিয়া আছে কি না। বোধ হয় নাই। আমাকে সে যেরূপ ভালবাসিত, তাহাতে আমার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার নহে।”

চপলা, ভ্রাতার মৃত্যু সম্ভাবনায়, একবার শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন, “আমি হয়ত বৃথা আশঙ্কায় কাতর হইতেছি! হয়ত আমার সহোদর জীবিত আছে, হয়ত বিজয়চাঁদও আমার সম্বন্ধে কোন কথাই জানেন না। যাহা হউক, ইহারা প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে, ইহাদের হাব-ভাব না দেখিলে, কোন কথাই ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

“আর এক কথা। বিজয়চাঁদের সম্বন্ধে আমি যে এত কথা ভাবিতেছি, ইহার কারণ কি? তিনি আমার সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধানই বা করিবেন কেন? বিজয়চাঁদ নিতান্ত স্বার্থান্ধ ব্যক্তি বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমার সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিবার তাঁহার ঔৎসুক্য ঘটিবে কেন?

“ঘটিবে বৈ কি? তাঁহার বিলোল কটাক্ষ, তাহার প্রেমপূর্ণ হাবভাব, আমি কি দেখি নাই? তাঁহার দৃষ্টিতে কত কথা ব্যক্ত হয়, তাঁহার অঙ্গভঙ্গির কত অর্থ প্রকাশ পায়, আমি কি তাহা বুঝিতে পারি না? বুঝিতে পারি। কিন্তু বুঝিয়াও এতদিবস উপেক্ষা করিতেছিলাম। বামনের চন্দ্র লাভাশা হইতে পারে, কিন্তু তাহা কি কখন পূর্ণ হয়? আমার প্রতি লোভলোলুপ দৃষ্টি করায় তাঁহারই অনিষ্ট, আমার ক্ষতি কি?

"বিজয়চাঁদ যে নীচাশয়, তাহা তাঁহার ব্যবহারেই বুঝিতে পারিয়াছি। নতুবা কামিনীর সহিত প্রেমালাপে তিনি প্রবৃত্ত হইবেন কেন ?

"বিজয়চাঁদ যে কুচক্রী, স্বার্থপর, তাহা আমি প্রথম দর্শনেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহার পর চারুর সহিত তাঁহার ব্যবহারে আমার সে ধারণা বদ্ধমূল হয়। তিনি যে আমাকে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহা বুঝিতেও আমার বাকী নাই। এত দিবস অবজ্ঞার চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতাম, তাই কিছু বলি নাই। এখন দেখিতেছি, তিনি আমাদের বিষম শত্রুরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার কৌশলজাল ছিন্ন করিয়া উদ্ধার পাইতে হইবে। দেখা যাউক, বিজয়চাঁদ চতুর কি আমি চতুর ?

"কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বিজয়চাঁদকে একবার ভালরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষার ফলে বুঝা যাইবে, আমার অনুমান সত্য কি না। যে কোন উপায়েই হউক, বিজয়চাঁদের কবল হইতে চারুকে উদ্ধার করিতে হইবে। যাহাতে চারুর সহিত তাহার চিরবিচ্ছেদ ঘটে, তাহাই করিতে হইবে।"

চপলা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিজয়চাঁদ কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, কিভাবে তিনি তাহাকে অভ্যর্থনা করিবেন, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সঙ্কল্প।

মিঃ সি রুদ্রা, বিজয়চাঁদ ও জহর বিবিকে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। যথাসময়ে এ সংবাদ অতুল বাবু প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মিঃ সি রুদ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চৌরঙ্গীতে রুদ্রাপ্রাসাদে একদিন উপস্থিত হইলেন।

যে সময়ে অতুল বাবু রুদ্রাপ্রাসাদে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে সি রুদ্রা অথবা বিজয়চাঁদ কেহই তথায় ছিলেন না অতুল বাবুকে দেখিয়া চপলা সানন্দে বলিলেন, "তুমি যে ইদানীং আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছ! বহু দিবস আইস নাই, আমাদের অপরাধ কি?"

অতুল। ও কথা কি বলিতে আছে? নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আসিতে পারি নাই। ভাল, আপনারাই বা আমার কোন সংবাদ লইয়াছিলেন?

চ। চারু এখানে ছিল না। আর সে যে আমার কিরূপ বাধ্য, তাহাও ত তোমার অগোচর নাই। আমি স্ত্রীলোক—ইচ্ছা থাকিলেও তোমার বাটীতে ত যাইতে পারি না।

অ। শুনিয়াছি, চারু একটী রমণীকে কাশী হইতে আনিয়াছে। এদিকে বিজয়চাঁদও তাহার স্কন্ধে যেভাবে আরোহণ করিয়াছে, তাহাতে মনে হয় না। ব্যাপারটা সামান্য?

চ। চারুর স্বভাব তোমার অবিদিত নাই। বিজয়চাঁদের কুহকে পড়িয়া তাহার মতিগতি আরও খারাপ হইয়াছে। জহর বলিয়া যে স্ত্রীলোককে কাশী হইতে আনিয়াছে, তাহাকে দেখিতে শুনিতে বেশ। শুনিতেছি, চারু তাহাকে বিবাহ করিবে।

অ। চারু যদি বিবাহ করে, তাহা হইলেই মঙ্গল। কিন্তু আমি যতদূর তাহার প্রকৃতি জানি, তাহাতে সে বিবাহ করিবে বলিয়া মনে হয় না।

চ। আমারও সেই বিশ্বাস। কিন্তু তুমি ত সমস্তই জান। আমি এসকল বিষয়ে নিতান্ত নিরুপায়। আমি যদি জহরকে সতর্ক করি, আর সেই কথা যদি কোনক্রমে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে আমার এ বাটীতে তিষ্ঠান দায় হইবে।

অ। সকলই সত্য। আমি জহর বিবির কথা শুনিয়াই আরও আসিলাম। একটা স্ত্রীলোককে চিরজীবনের জন্য নষ্ট হইতে দেওয়া মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। যেমন করিয়াই হউক, উহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতেই হইবে। নতুবা যাহাতে উহার সর্ব্বনাশ না ঘটে, তাহা করিতে হইবে।

চ। আমি এ বাটীতে অসহায় অবস্থায় অবস্থান করি। তুমি যখন এ বাড়ীতে থাকিতে, তখন তোমার ভরসায় আমি অনেক কাজ করিতে সাহসী হইতাম। এখন আর সে দিন নাই। তুমি আমার কথা স্বপ্নেও ভাব কি না জানি না; কিন্তু আমি দিবানিশি তোমার কথা ভাবি।

বলিতে বলিতে চপলার চক্ষুঃ হইতে বড় বড় দুই ফোঁটা জল পড়িল।

চপলার এই ভাবান্তর দেখিয়া অতুল বাবু বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনোভাব আদৌ বুঝিতে পারিলেন না, সবিস্ময়ে বলিলেন "একি? আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আমি কোন অন্যায় কথা বলিয়াছি কি?"

চতুরা চপলা অল্পক্ষণ মধ্যেই মনোভাব সংযত করিয়া বলিলেন, "না—কিছু নহে। পূর্ব্বেকার সকল কথা স্মরণ হইল, তাহাতেই চোক্ ফাটিয়া জল বাহির হইয়াছে।"

এমন সময় গৃহের বহির্ভাগে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগের শব্দ উত্থিত হইল। অতুল বাবু সচকিতে চাহিয়া দেখিলেন, বিদ্যুদ্দামসদৃশ এক ললনা তথা হইতে চলিয়া গেল। অতুল বাবু চপলাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উনিই জহর বিবি নাকি?'

জহর গৃহের বহির্ভাগে লুক্কায়িত থাকিয়া সকল কথাই শুনিয়াছিল। সে চাকুর চরিত্রের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। আশার উচ্চ শিখর হইতে নিরাশার গভীর গহ্বরে যদি কেহ অকস্মাৎ পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার যেরূপ মানসিক অবস্থা হয়, জহরের তাহাই হইয়াছিল। সে অনেক আশা করিয়া, বুকভরা ভালবাসা লইয়া, কলিকাতায় আসিয়াছিল; এখন বুঝিল, সে সকল অলীক কল্পনা—সুখস্বপনের অস্ফুট স্মৃতি মাত্র।

চপলা চাহিয়া দেখিল, জহর বিবিই বটে। জহর সমস্ত কথা শুনিয়াছে, ইহা বুঝিতে চপলার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন চপলার মহা ত্রাসের সঞ্চার হইল। জহর যদি চারুকে সকল কথা বলিয়া দেয়, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ!

এই সময়ে সি রুদ্রা সাহেব এবং বিজয়চাঁদ আগমন করিলেন। অতুল বাবু ও চপলাকে নিভৃতে অবস্থান করিতে দেখিয়া বিজয়চাঁদের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সি রুদ্রা কিন্তু তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। তিনি বিদ্রূপ সহকারে বলিলেন, "অতুল, তুমি কি পথ ভুলে এই নরকে আসিয়াছ?"

অতুল। স্বর্গ ও নরক যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব পৃথক্ স্থানে নাই—এই মর্ত্তেই আছে। মানুষ স্বয়ং স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি করিয়া থাকে। তুমি যদি মনে করিয়া থাক তোমার কার্য্যগুণে তোমার বাটী নরকসদৃশ হইয়াছে, তাহা হইলে আমি আর কি বলিব?

অতুল বাবুর উত্তরে সি রুদ্রা সাহেব বিরক্ত হইলেন। বিজয়চাঁদও বুঝিলেন, অতুল বাবু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। একেই চপলার সহিত একত্র বসিয়া বাক্যালাপ করার জন্য বিজয়চাঁদ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার শ্লেষাত্মক বাক্যে অধিকতর উত্তেজিত হইলেন। তিনি মিঃ সি রুদ্রাকে বলিলেন, "এস্থানে ক্ষণকাল অবস্থান করা আমার পদমর্য্যাদার হানিকর কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করি।"

পূর্ব্ব রাত্রিতে অপরিমিত সুরাপানাদির জন্য সি রুদ্রো সাহেবের মস্তিষ্ক কিছু উষ্ণ ছিল, এক্ষণে অতুলের শ্লেষ বাক্যে এবং তদুপরি বিজয়চাঁদের উত্তেজনায় তিনি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধ ও বিরক্তিসহকারে তিনি অতুল বাবুকে বলিলেন "ওহে স্বর্গের দেবতা! এ সয়তানের রাজ্যে না আসিলেই ত পার! আমি ত তোমাকে পায়ে ধরিয়া এ বাটীতে আসিতে সাধি নাই।"

অতুল বাবু রুদ্রা সাহেবের বাক্যে রোষ প্রকাশ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এ সময়ে রাগ করিয়া চলিয়া যাইলে জহর বিবির সর্ব্বনাশের পথ কণ্টকমুক্ত হইবে। প্রয়োজন হইলে তিনি জহর বিবিকে উদ্ধার করিবেন, ইহাও তাঁহার সঙ্কল্প ছিল।

অতুল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ইহা যদি আমার পিতৃব্যের বাসভবন না হইত, আর তুমি যদি আমার ভ্রাতা না হইতে, তাহা হইলে আমি তোমার বাটীতে আসিতাম না। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তাই কেমন আছ দেখিবার জন্য আসিয়াছি।"

সি রুদ্রা। আমি কেমন আছি? এই দীন হীন অধম জীব? আমাদের মরা বাঁচা উভয়ই সমান। আমাদের দেখিবার জন্য তোমার যে ইচ্ছা হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই আমাদের সৌভাগ্যের ফল! কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমার মনে হয়, তুমি মধুলোভে আসিয়াছ?

অতুল বাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "কাশীতে কেমন ছিলে?"

সি রুদ্রা। বেশ—অতি বেশ—খুব বেশ! কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত। সেখানে কি খারাপ থাকিবার যো আছে?

অতুল বাবু সি রুদ্রার কথায় উত্তর দিলেন না দেখিয়া মিঃ সি রুদ্রা পুনরপি বলিলেন, "কি বাবা! এক পয়সার হাঁড়ির মতন চটে গেলে নাকি? যার মেজাজ অত কড়া, তার ভদ্র সমাজে যাওয়া উচিত নহে।

অ। চারু! যে সকল নীচতা ইতঃপূর্ব্বে কখন তোমাতে দেখি নাই, যেরূপ ইতরজনোচিত ভাষা তোমার মুখে কখন শুনি নাই, সে সমুদায় এক্ষণে দেখিয়া ও শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তুমি আমার ভাই না হইলে, এবং সুরাপানজনিত মদমত্তাবস্থার জের তোমাতে না থাকিলে, আমি তোমার কথার সদুত্তর দিতাম। যাও, স্নানাদি করিয়া প্রকৃতিস্থ হওগে।

সি রুদ্রা। Bravo! Bravo! Hear! Hear!

অ। আবার বিদ্রূপ?

সি রুদ্রা। বাপ! তোমাকে বিদ্রূপ? এও কি সম্ভবে? তুমি ত আমার ভগিনীপতি বা সম্বন্ধী নহ যে, তোমাকে বিদ্রূপ করিব? এখন হে ভদ্রমহোদয়! হে রুচিবাগীশ মহাপুরুষ! দয়া করিয়া এ অঞ্চলে আর আবির্ভূত হইবেন না, ইহাই এই অধমের প্রার্থনা।

সি রুদ্রার বাক্যাবসান হইতে না হইতে বিজয়চাঁদ তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া গেলেন।

অতুল বাবু সি রুদ্রার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইরাছিলেন, রাগে তাঁহার ওষ্ঠ বিকম্পিত হইতেছিল, নাসারন্ধ্রে ঘন নিশ্বাস বহিতেছিল, চক্ষুর্দ্বয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া সে ভাব গোপন করত চপলাকে বলিলেন, "এ নরকাগারে বস্তুতই আর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কি করি, স্বর্গীয় পিতৃব্যের আবাসস্থল বলিয়াই আসিতে হয়।"

চতুরা চপলা অতুল বাবুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সি রুদ্রার ব্যবহারে তিনিও মর্ম্মপীড়িতা হইয়া বলিলেন, "যে কয়দিন আমি আছি, এক একবার আসিও। চারু পাগল হইয়াছে।"

অ। আমি সত্বরই কৃষ্ণনগরে আমার এক বন্ধুর বাটীতে যাইব। জহর বিবির যাহাতে ইতোমধ্যে সহজে সর্ব্বনাশ না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

পাছে সি রুদ্রা ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার অতুলকে অপমান করেন, এই আশঙ্কায় চপলা অতুল বাবুকে আর অধিকক্ষণ থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন না। অতুল বাবু প্রস্থান করিলেন।

চপলা গোপনে—হৃদয়ের অন্তস্থলে—অতুল বাবুর প্রতি অনুরাগ পোষণ করেন বলিয়া বিজয়চাঁদের বিশ্বাস জন্মিল।

সেই বিশ্বাসের ফলে ঈর্ষা এবং ঈর্ষার ফলে বিজাতীয় বিদ্বেষ সমুপস্থিত হইল। অতুল বাবু যখন প্রস্থান করিলেন, তখন বিজয়চাঁদ মনে মনে স্থির করিলেন, অতুলরূপ মহাকণ্টককে তাঁহার সুখের পথ হইতে সর্ব্বাগ্রে উন্মূলিত করা উচিত। বিজয়চাঁদ পূর্ব্বে যে ভাবে অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে হইল, জগতে অতুল জীবিত থাকিতে তাঁহার চপলা লাভাশা বিফল হইবে। কাজেই অতুলের সর্ব্বনাশ সাধন তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি তজ্জন্য নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেবী না মানবী ?

প্রাবৃটের মুষলধারায় বারিবর্ষণে ধরিত্রীর মলিনতা বিধৌত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবী নব সজ্জায় সজ্জিতা। স্নানান্তে রূপসী কামিনীর সৌন্দর্য্য যেরূপ পরিস্ফুট হয়, ধরিত্রীর লাবণ্য সেইরূপ অধিকতর বিকশিত হইয়াছে। স্থাবর জঙ্গম নব ভাব ধারণ করিয়াছে। শরতের নীলাকাশ আর ঘোর ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন নহে—নির্ম্মল ও মধুর। সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি অনন্ত নীলিমাময় গগনপটে সূর্য্যদেব পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করিতে যেন বহির্গত হইয়াছেন। সূর্য্যরশ্মি নাতি প্রখর, নাতি মৃদু। ভানুতাপে কুমুদকহ্লার মলিন, কিন্তু কমলিনী বিকশিত। প্রকৃতি সতী থরে থরে পুষ্পোপহার দিতেছেন। দিক্‌বালাগণ মধুর মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা। বঙ্গে শরতের শোভা বর্ণনাতীত।

তপনদেব যখন আকাশের প্রায় মধ্যপথে উপনীত, এমন সময়ে কৃষ্ণনগরে গোবিন্দলালের বাটীতে অতুল বাবু পদার্পণ করিলেন। গোবিন্দলাল জাতিতে ব্রাহ্মণ, নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি তখনও আহার সমাপন করেন নাই। মিঃ সি রুদ্রার অসদ্ব্যবহারে মর্ম্মক্লিষ্ট হইয়া অতুল বাবু সেই দিবসেই কৃষ্ণনগর যাত্রা করেন।

অতুল বাবু যখন গোবিন্দলালের বাটীতে উপস্থিত হন, তখন গোবিন্দলাল চণ্ডীমণ্ডপে একাগ্র মনে গীতা পাঠে রত ছিলেন। পূজার ছুটীতে তখন কলেজ বন্ধ ছিল। অতুল বাবু চণ্ডীমণ্ডপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গোবিন্দলালের তথাপি চৈতন্য নাই। তিনি ভাবমগ্ন—বাহ্যিক চৈতন্যশূন্য।

"বহূনাং জন্মনামান্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতায়।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তশ্রদ্ধয়াচিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারধনমীহতে ॥
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥" *

৭ম অধ্যায় ১৯—২২ শ্লোক।

---

* ইহার তাৎপর্য্য :—"বহু জন্মের পর "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই বাসুদেব" ; এইরূপ জ্ঞান-বিশিষ্ট জ্ঞানী আমাকে প্রাপ্ত হন, পরন্তু এরূপ জ্ঞানী দুর্ল্লভ। (পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ক) নানাবিধ কামনায় হৃতজ্ঞান ব্যক্তিরা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে যে যে দেবতা ভজনা করিয়া থাকে, সেই সেই দেবতার (উপবাসাদি যে যে নিয়ম আছে) উপাসনায় সেই সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকে।" তবে কি ব্রহ্মোপাসনা ত্যাগ করিয়া মূর্ত্তিকল্পনা করায় অধঃপতন হয়? পাছে এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞ লোকে দেবপূজা পরিত্যাগ করে, পাছে কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ অপ্রশস্ত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ তৎপরেই বলিতেছেন, "যে যে ভক্ত দেবতারূপ যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে

গোবিন্দলালের ভগবদ্ভক্তি, একাগ্রতা ও সংযম দেখিয়া অতুল বাবু যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। এ রাজ্যের সমস্তই বিভূতিপূর্ণ, আভাময় ও পুণ্যবিজড়িত। এখানে শোকতাপ, দুঃখ দারিদ্র্য, আশা উদ্বেগ সকলই যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। এ রাজ্যের অধিবাসী পৃথিবীতে বাস করিয়াও যেন পার্থিব সংস্রবশূন্য, ঐশীভাবপূর্ণ। এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার দেহ-মনঃ অধিকৃত হইল। তিনি যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে গোবিন্দলালের হঠাৎ চৈতন্য হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে অতুল বাবু দণ্ডায়মান। তিনি অতুল বাবুকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া গীতাপাঠ সমাপন করিলেন। তদনন্তর সানন্দে অতুল বাবুর কুশল সমাচারাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

অতুল বাবুর আগমন সংবাদ গোবিন্দলালের বাটীর মধ্যে পরিজনবর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোবিন্দলালের বিধবা ভগিনী জ্যোৎস্নাকুমারীর বয়স দ্বাবিংশ বৎসর, দেখিতে অলোকসামান্যা রূপবতী। অষ্টম বর্ষে তাঁহার বিবাহ হয়, নবম বৎসরে বিধবা হন। হিন্দুর ঘরে, হিন্দুকন্যার পালনীয়

অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই সেই ভক্তের সেই সেই মূর্ত্তিবিষয়ক তাদৃশ অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি; সেই ভক্ত সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মূর্ত্তির আরাধনা করে এবং তৎপরে আমা কর্ত্তৃক বিহিত কামনা সকল লাভ করে।"

সমস্ত ব্রতাদি জ্যোৎস্নাকুমারী করিয়াছেন। যমপুকুর, সেঁজুতি হইতে আরম্ভ করিয়া সাবিত্রীব্রত, সর্ব্বজয়া কিছুই বাকী নাই। এতদ্ব্যতীত জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতিও তিনি করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য তিনি বিধিমতে পালন করিয়া থাকেন। হিন্দু ললনার সংযমাদি তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক কথায়, তাঁহাকে হিন্দু বিধবার আদর্শস্থানীয়া বলিলেই হয়। শুদ্ধাচারিণী, পরহিতব্রতা, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা। দেখিলে মনে হয়—মর্ত্তে যদি কোথাও দেবী থাকে—তবে এই হিন্দু বিধবাই তাহাই। হায়! যে পাষণ্ড হিন্দু সংসারের এই আরাধ্যা দেবীকে—পুণ্য সমাজের এই শীর্ষস্থানীয়াকে—ইন্দ্রিয়পরায়ণা, ভোগবিলাসরতা করিতে চাহেন, তাঁহার নরকেও স্থান নাই।

জ্যোৎস্নাকুমারী দিবসে হবিষান্ন ভোজন করেন। তাঁহার শয্যা কম্বল ও তৃণগুচ্ছ দ্বারা রচিত। যে প্রেম আত্মীয় স্বজন ও স্বামীতে নিবদ্ধ ছিল—সেই প্রেম এক্ষণে বিশ্বব্যাপী হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, স্বর্গগত স্বামীদেবতার করুণা এক্ষণে চরাচরে পরিব্যাপ্ত। শিলানিরুদ্ধ স্রোতস্বতী উন্মুক্ত গতিশালিনী হইলে যেরূপ ভীমবেগে প্রধাবিত হয়, জ্যোৎস্নাকুমারীর স্নেহ মমতা এক্ষণে তদ্রূপ প্রবল বেগে বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই মঙ্গলময়ী রমণী সর্ব্বজীব আরাধ্যারূপিনী হইয়া সংসারে বিরাজিতা। জ্যোৎস্নাকুমারীর সাহায্যে গোবিন্দলালের আতিথ্যসৎকারের কোনরূপ অঙ্গহানি হইল না।

আহারাদির পর অতুল বাবু ও গোবিন্দলাল নানারূপ শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতুল বাবুর চিত্ত সর্ব্বদাই এক বিষম ভারে আক্রান্ত থাকিত। তিনি কিছুতেই সেই দুঃসহ চিত্তভারের উপশম করিতে পারিতেন না। চ্যাটার্জ্জি সাহেবের মৃত্যুকালীন সেই অভিসম্পাতের পর হইতে তাঁহার চিত্ত যে ভারাক্লিষ্ট হইয়াছিল, সহস্র চেষ্টাতেও তিনি তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। অদ্য গোবিন্দলালের বাটীতে আগমন করিয়া তাহার সেই চিত্তভার যেন লাঘব হইয়া গেল, তিনি যেন পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন।

অতুল বাবু ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি প্রেতাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, অথচ চ্যাটার্জ্জি সাহেবের অভিসম্পাতের পর হইতে এক অভূতপূর্ব্ব ভীষণ শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হৃদয়ের পরতে পরতে তাহার আধিপত্য অনুভব করিতেন। যে ভয়ানক ভার হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত তিনি এত দিবস নানারূপ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, অদ্য গোবিন্দলালের ও তদীয় পরিজনবর্গের সহবাসে তাঁহার সেই ভাব অকস্মাৎ তিরোহিত হইল কিরূপে? ইহাও কি কোন অজ্ঞাত শক্তির ফল?

অতুল বাবু সরল চিত্তে তাঁহার মনোভাব গোবিন্দলালের নিকট ব্যক্ত করিলেন। গোবিন্দলাল বুঝিলেন, শাস্ত্রানভিজ্ঞ, অনার্য্যোচিত আচার-ব্যবহারকারী, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীপ্ত যুবকের

যেরূপ অধ্যাত্মজ্ঞানহীন হওয়া সম্ভব, অতুল বাবু তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই এরূপ অনুমান করিয়াছিলেন, সুতরাং অতুল বাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে যোগশাস্ত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেও বিরত হন নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে অতুল বাবু তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অধিকারভেদে উপদেশের ফল ফলিয়া থাকে। গোবিন্দলাল যে উচ্চাঙ্গ যোগমার্গের কথা লিখিয়াছিলেন, অতুল বাবুর তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা ছিল না।

গোবিন্দলাল অতুল বাবুকে বলিলেন, "পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি পাঠ করিয়াছ, পরের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রত্নরাজি দেখিয়াছ, কিন্তু তোমার নিজ গৃহে, তোমার অতুলনীয় ভাণ্ডারে অযত্নরক্ষিত যে সকল অমূল্য রত্ন বিরাজ করিতেছে, তাহা কি কখন দেখিয়াছ ?"

অতুল বাবু বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে গোবিন্দলালের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, গোবিন্দলালের বদনমণ্ডল অনুপম প্রভায় বিভাসিত—এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ তাঁহার সর্ব্বশরীর হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তিনি বলিলেন "তোমার কথা বুঝিলাম না।"

গো। তুমি জান, যখন উভয়ে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করি, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া আমাদিগের ঘরের যাহা-কিছু সকলই অবজ্ঞার নেত্রে অবলোকন করিতাম। পৌত্তলিকতা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ই বর্ব্বরতামূলক

বলিয়া মনে হইত। তাহার পর সদ্‌গুরুর কৃপায় আমার সেই মোহান্ধকার ঘুচিয়া গিয়াছে। এখন দেখিতেছি, আমরা বাতুল, তাই কথায় কথায় নিজের যাহা-কিছু তাহারই নিন্দা করিয়া ত্যাগ করি, আর পরের অসার মূল্যহীন দ্রব্য সযত্নে আহরণ করিয়া মানস-গৃহের কৃত্রিম শোভা সম্পাদনে যত্নবান হই।

অ। দেখিতেছি, তুমি গোঁড়া হিন্দু হইয়াছে। তোমাতে আর পদার্থ নাই!

গো। আমি যে অপদার্থ, তদ্বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ভাল, পরকে অপদার্থ জ্ঞান করিতে হইলে নিজেকে ত সারবান বলিয়া মনে করিতে হয়? এই আত্মাভিমান ও অহংকার কিসের ফল বলিতে পার? ইহা কি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল নহে? হিন্দু শাস্ত্রে বিনয় একটা মহৎ গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে শিক্ষায় অহম্মুখতা প্রবলতর করিয়া তুলে, তাহা হিন্দু শাস্ত্রের বিপরীত শিক্ষা, তাহা ত তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে? এখন দেখ, এই সামান্ত ব্যাপারে উভয় সমাজের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য কত?

অ। তুমি মহানৈয়ায়িক হইয়াছ দেখিতেছি। তর্কে তোমাকে পরাস্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

গো। এখানে জয়পরাজয়ের কথা কিছু নাই। আমি তোমাকে তর্কে পরাজয় করিব, এ বাসনা ক্ষণকালের নিমিত্ত হৃদয়ে পোষণ করি নাই। আমার সরল বিশ্বাস,

আমি ভ্রমান্ধ, কাজেই আমারই ভ্রমপ্রমাদ পদে পদে হওয়া সম্ভব। তোমার সাহত কথা কহিয়া জ্ঞানলাভ করিব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

অ। ভাল, এখন বলদেখি, আমার চিত্ত কিসে আক্রান্ত হইয়াছিল? আর এতদিনে যাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই, হঠাৎ তোমাদের সহবাসে তাহা অপসৃত হইলই বা কেন?

গো। আমি এ ব্যাপারটা যেভাবে বুঝি, তাহাই অকপটচিত্তে তোমাকে বলিতেছি। ইহা যে অভ্রান্ত সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না। মানুষমাত্রেই ভ্রান্তির দাস। আমি জ্ঞানমত যাহা বিশ্বাস করি, তাহাই তোমাকে পত্রে লিখিয়াছিলাম, এখনও জ্ঞানমতই বলিব। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, আশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণান্তর জীব দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করে। একটু অনুধাবন করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়। বিশ্বচরাচর বিশ্লেষণ করিলে—প্রত্যেক পদার্থ নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিলে—বস্তুতই বুঝা যায়, এই সংসারে সর্ব্বত্রই ক্রম বিকাশ বিদ্যমান। ক্রমোন্নতি যখন সংসারের সনাতন নিয়ম, তখন স্বীকার করিতে হইবে, মানবজীবনও ক্রমোন্নতির ফল। সেই ক্রমোন্নতি আশী লক্ষ যোনিতে সংঘটিত হইয়া মানবরূপ দেহীর বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার দেখ, এই মানব দেহই উন্নতির চরম সীমা নহে। এই দেহীই ক্রমোন্নতিক্রমে দেব দেহ পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে যে চতুর্দ্দশ লোকের কথা

লিখিত আছে, সেই চতুর্দ্দশ ভুবন আমরা ক্রমবিকাশে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। সংসারে উন্নতি বা অবনতি ক্রিয়াধীন। আবার ক্রিয়া এক প্রকার নহে। সকল জীবের—সকল পদার্থের—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রিয়া আছে। সেই জন্য আমার একই প্রকারের, একই প্রকৃতির, একই আকৃতির, একই আচারাদিসম্পন্ন দুইটী মানব দেখিতে পাই না। এই ক্রিয়ার মূলে জীবের স্বেচ্ছাশক্তির পরিদৃষ্ট হয়। স্বেচ্ছা বা স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলিয়াই, জীব স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা এই নিমিত্ত সু ও কু এই উভয়বিধ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগকালে জীব স্বেচ্ছা-শক্তি প্রণোদিত হইয়া যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহার ফলও তদ্রূপ হইয়া থাকে। যিনি সৎকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার ক্রমোন্নতি ঘটে। যিনি কুকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার অধোগতি হয়। এখন দেখ, মানুষ দেহত্যাগ করিয়া প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয়। এই প্রেতযোনিতে অবস্থানকালে কর্ম্ম-ফলানুসারে সু ও কু শ্রেণীর প্রেতাত্মা বিদ্যমান থাকে। তুমি যে চ্যাটার্জ্জি সাহেবের কথা লিখিয়াছিলে, তিনি কুক্রিয়াশক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁহার প্রেতাত্মা দ্বারা সংসারের কল্যাণ সাধন হওয়া সম্ভবপর নহে। কু এর উপর সু-এর আধিপত্য চিরকালই আছে। তোমার মিল্টনের স্বর্গচ্যুতি (Paradise Lost) কাব্যে রূপকচ্ছলে এই সু ও কুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ণিত হইয়াছে। অজ্ঞানান্ধকারে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহারা

কু-এর প্রাদুর্ভাবই পরিদর্শন করেন। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী সর্ব্বত্রই সু-এর জয়ই দেখিতে পান। প্রেতযোনিদের সু ও কু-এর সংগ্রামে কু-ই পরাস্ত হইয়া থাকে। তোমার চিত্তে ভগবৎ-প্রেমের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত নাই। কাজেই কু কর্ত্তৃক সহজেই তোমার চিত্তাধিকার ঘটিয়াছে। ভাই, ভগবানের চরণাশ্রয় লও—ভগবৎ-প্রেমে অনুপ্রাণিত হও, দেখিবে শয়তানের অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে—নরকের দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়াছে—পরম মঙ্গলালয় নিত্যানন্দধাম বৈকুণ্ঠ তোমার চিত্তে বিরাজ করিতেছে—পুরুষ প্রকৃতির লীলাস্থলী হৃদবৃন্দাবনে রাসবিহারীর মোহনমূর্ত্তি রাসেশ্বরীর সহবাসে অপূর্ব্ব আনন্দলহরী প্রবাহিত করিতেছে। গভীর পরিতাপের বিষয়, এমন বিমল আনন্দ শিক্ষার দোষে, সংস্কারের বশে তুমি উপভোগ করিতে পারিতেছ না।

অ। আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হইল কৈ ? আমার জিজ্ঞাস্য, চিত্তের উপর এমন কি ক্রিয়া হইল, যাহার প্রভাবে আমার চিত্তভার অপনীত হইয়াছে ?

গো। তোমার কথার উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভবপর নহে, তাই পূর্ব্বাভাব স্বরূপ যাহা বক্তব্য, তাহাই বলিতেছিলাম। আমার বক্তব্য শেষ হইলে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হইয়াছে কিনা, বলিও।

অ। বেশ !

গো। প্রত্যেক মানব-দেহেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থ বিরাজ করিতেছে, অর্থাৎ এক একটী মানবদেহ এক একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। শিবসংহিতার দ্বিতীয় পটলে মানবদেহ সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"দেহেঽস্মিন বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥"*

এখন দেখ, সমগ্র গ্রহ উপগ্রহ, পৃথিবী প্রভৃতি যেরূপ পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণ করিয়া থাকে, দেহীরাও তদ্রূপ আকর্ষণ বিকর্ষণ করিয়া থাকে। এই যে আকর্ষণ বিকর্ষণ, ইহা ক্রিয়া বা গুণ সাপেক্ষ। গুণের পরিমাণের তারতম্যানুসারে মানুষের

---

* এই দেহে সপ্তদ্বীপসমন্বিত মেরু, সরিত সাগর, শৈল, ক্ষেত্র ক্ষেত্রপালক, ঋষিগণ, মুনিগণ সমস্ত নক্ষত্র, গ্রহ, পুণ্যতীর্থসমূহ, পীঠাদি, পীঠদেবতা বর্ত্তমান আছেন। সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা, চন্দ্র, সূর্য্য ইহাতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। আকাশ, বায়ু, বহ্নি, জল, পৃথিবীও বিদ্যমান রহিয়াছেন। ত্রিলোকের সকল বস্তু যে ভাবে আছে, দেহেও সেইরূপ সকল বস্তুই মেরু বেষ্টন করিয়া অবস্থানপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

প্রভার বিকাশ ঘটিয়া থাকে। বোধ হয় তুমি জগদ্ধাত্রী, কালী প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিয়াছ। দেবদেবীর মূর্ত্তি-সজ্জার একটা অঙ্গ—ছটা। যিশুখৃষ্টের ছবিতেও তাঁহার মস্তকের চারিধারে এই ছটা অঙ্কিত হইয়া থাকে। যেমন দেবদেবীর ছটা আছে, তেমনি মানুষেরও প্রভা বা কিরণ আছে। এই আকর্ষণ বিকর্ষণ, প্রভার বা ছটার ন্যুনাধিক্যের উপর, নির্ভর করিয়া থাকে। যাঁহার ছটা যত অধিক, তাঁহার প্রতি অন্য বস্তু ততই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রভাকে তোমাদের আধুনিক বিজ্ঞানে Aura নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই প্রভা বা ছটার কথা আর্য্য-মনিষিগণ বহুকাল পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী ইহার অস্তিত্ব গ্রীকশাস্ত্র হইতে অল্প দিবস হইল উপলব্ধি করিয়াছেন। এই ছটার প্রভাব চিত্তের উপর বিশেষরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্যই সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহার প্রভা যত উজ্জ্বল ও বিস্তৃত, তাঁহার কু-এর উপর আধিপত্য করিবার শক্তি তত অধিক। ভগবানের প্রতি ভক্তি, সংসারে সৎকর্ম্ম সাধন এবং পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারাই প্রভার বৃদ্ধি হয়, এবং তজ্জন্যই দুষ্ট প্রেতযোনি প্রভৃতি পরাভূত হইয়া থাকে।

অ। তাহা হইলে, তোমার কথামত ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতির বিকাশ তোমাদের এখানে অধিক আছে, আর তাহার প্রভাবেই আমার ঘাড় হইতে ভূত নামিয়াছে? অতএব, আমারও তোমাদের মতন হওয়া উচিত?

গো। আমরা কি? সংসারের কীটাণুকীট মাত্র। আমি মহাজনদিগের কথা বলিয়াছি মাত্র। মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, তুমি সেই পথ অবলম্বন কর।

অ। তোমাদের শাস্ত্র যেরূপ জটিল, নানাবিধ বিধান-সমন্বিত, তাতে কোন্‌টী মহাজনের পন্থা আর কোন্‌টী নয় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তোমাকে এই মূর্ত্তিপূজার কথাই বলি। আমি যখন আসি, তখন তুমি গীতার যে অংশ পাঠ করিতেছিলে, তাহাতে মূর্ত্তিপূজার অপকর্ষই কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার দেখ, কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে এই মূর্ত্তি-কল্পনারই প্রশংসা করা হইয়াছে। এ অবস্থায়, বলিতে হয় না কি, "বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা?"

গো। তোমার হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে কিরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা আছে, দেখ। হিন্দু শাস্ত্র নানা শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইলেও একই মহাক্রমের অঙ্গীভূত। যাঁহারা মনোনিবেশ সহকারে হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার উক্তির সমর্থন করিবেন। গীতায় লেখা আছে—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।"

আমি যে পূর্ব্বে জীবের লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণের কথা বলিয়াছি, ইহাতে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। ৮০ লক্ষ যোনি পরিভ্রমনান্তর জীব মানব জন্ম লাভ করে। আবার এই মানব জন্মেরও ক্রমগতি আছে। পাতঞ্জলের বিভূতিপাদে জন্মান্তর

সম্বন্ধে লিখিত আছে "জাত্যন্তর পরিণামেঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।" জ্ঞান বিকাশই এই স্তর পার্থক্যের পরিচায়ক। ক্রমে ক্রমে জ্ঞানলাভ করিতে করিতে যখন চরম জ্ঞান লাভ হয়, তখন মানবজন্মের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, বলিতে পারা যায়। উপরে গীতার যে শ্লোকটী বলিলাম, তাহার অর্থ বাসুদেব শব্দে হৃদয়াধিষ্ঠিত পরমেশ্বর, সমুদায় শব্দে "যে ব্যক্তি ভগবানকে সর্ব্বত্র দর্শন করে এবং ভগবানে সমুদায় দেখে। "সর্ব্ব" শব্দ "জগৎ ও জীবকে আপনাতে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া বর্ত্তমান।" এমন, স্থির চিত্তে অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারিবে, শিবসংহিতা —যাহা তন্ত্র নামে উক্ত—এবং গীতা একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শিব সংহিতার মত যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত গীতার মতের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইয়াছে।

অ। ইহা বুঝিলাম। কিন্তু মূর্ত্তিপূজার অপকর্ষ সম্বন্ধে তুমি ত কোন কথা বলিলে না ?

গো। এ সংসারে সকল বিষয়েরই অধিকারীভেদ আছে। মানবের মধ্যেও তাহা যে থাকিবে না, ইহা সম্ভবপর নহে। মানুষ যখন অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত জড় লইয়া খেলা করিতে থাকে, জড়ের প্রাদুর্ভাবই হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে অনুভব করিতে থাকে,—তখন জড়ভাবপূর্ণ জীব কিরূপে নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনা করিবে ? তখন তাহাকে জড়ের ভিতর দিয়া পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করাইবার প্রয়োজন। তাই এক দিকে বলা হয়, ভগবান সর্ব্বব্যাপী এবং সেই

সর্ব্বব্যাপিত্ব হৃদয়ে বদ্ধমূল করাইবার নিমিত্ত মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধারণা করাইবার চেষ্টা করা হয়। তুমি সাকার, সহজে নিরাকারের ধারণা করিবে কিরূপে? তন্নিবন্ধন রূপকল্পনা করিয়া তাহার গুণবর্ণনাকালে সুকৌশলে নিরাকার ভাব প্রবিষ্ট করান হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, একটা পাঁচ বৎসরের বালক মার্ব্বেল খেলিতে খেলিতে যদি জিজ্ঞাসা করে, মার্ব্বেলটাকে সে যেদিকে ছুড়িতেছে, সেই দিকেই যাইতেছে কেন, অন্যদিকে যায় না কেন? তাহাকে যেমন ইহা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন, তেমনই জ্ঞানহীন বা সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিরাকারের ভাব উপলব্ধি করান দুরূহ। এই জন্য আমাদের দেশে উপাসনার স্তর বিভাগ আছে। আমাদের দেশেই পরমহংস আছেন—আমাদের দেশেই ঘেঁটু, মনসা প্রভৃতির পূজক আছেন। পরমহংস নিরাকার উপাসক, আর ঘেঁটুপূজক সাকার পূজার প্রথম স্তরভুক্ত জীব।

গোবিন্দলালের বাক্যাবসান হইতে না হইতে জ্যোৎস্না-মারী শশব্যস্তে তথায় আসিয়া গোবিন্দলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দাদা! এইমাত্র সংবাদ পেলাম, হরি চাঁড়ালের ওলাউঠা হয়েছে। আহা! গলিতকুষ্ঠে সে জর্জ্জরিত। তার উপর দরিদ্র চাঁড়াল—তাহার সেবা করবার কেউ নাই। আমি কার্বো ভেজিটেবিলিস নিয়ে তার নিকট চল্লুম। আপনি সত্বর ওষুধের বাক্স নিয়ে আসুন।"

জ্যোৎস্নাকুমারী ত্বরিত গমনে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। অতুল বাবু সবিস্ময়ে গোবিন্দলালের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

গোবিন্দ। অতুল! আমার সহিত যাইবে কি?

অ। তোমার এখানে সমস্তই নূতন ব্যাপার দেখিতেছি। আমার বোধ হয়, জ্যোৎস্না এখনও আহার করে নাই। তুমি তাঁহাকে আহার না করাইয়া যাইতে দিলে যে?

গো। তাতে কি ক্ষতি হইয়াছে?

অ। গোবিন্দ! সত্য কথা বলিতে কি, তুমি ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম করিতে বসিয়াছ। তুমি কি জান না, অভুক্ত অবস্থায়—খালি পেটে—ঐরূপ রোগগ্রস্তের নিকট কাহাকেও যাইতে দেওয়া উচিত নহে? লেখাপড়া শিখিয়া, জানিয়া শুনিয়া তুমি যদি অবোধের ন্যায় কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমাকে লোকে কি পাগল বলিবে না?

গো। সত্যই অতুল, আমি যে কি, আমিই তাহা জানি না। ভাই! গুরুর আদেশে, আমি কর্ম্মফল প্রত্যাশা করি না। জ্যোৎস্নারও তাহাই! কর্ত্তব্যপালনে আত্মরক্ষার প্রশ্ন আসিতেই পারে না। যে স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত, সে পরার্থপর হইবে কিরূপে? জ্যোৎস্নার আহারাদি সমাপন করিতে যে সময়ের আবশ্যক, সেই সময়ের মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর রোগের উপশম হইবার সম্ভাবনা। এখন বল দেখি ভাই, কোন্‌টী অগ্রে কর্ত্তব্য? আমরা কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি,

কর্ম্ম করিয়া যাইব, ফলাফল দেখিব কেন? যাউক্, এখন এসকল বিচারের সময় নাই। তুমি যাও ত, সত্বর আইস।

গোবিন্দলাল সত্বর ঔষধের বাক্স লইয়া গ্রামপ্রান্তে এক পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন। অতুল বাবু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে গমন করিলেন। কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কুটীরের অপরিচ্ছন্নতা, রোগীর মলিন ছিন্ন শয্যা প্রভৃতি দর্শন করিয়া অতুল বাবুর ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সেই গৃহে রোগীর শয্যায় বসিয়া জ্যোৎস্নাকুমারী পরমাত্মীয়ের ন্যায় চণ্ডালের সেবায় রত হইলেন। দেখিয়া অতুল বাবু বিস্মিত হইলেন। জ্যোৎস্না নির্ব্বিকার। তাঁহার সহিত আর একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা সমানভাবে রোগীর সেবায় নিযুক্তা। অতুলবাবু ইহাদিগের কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিয়া ভাবিলেন, ইহারা দেবী না মানবী?



সপ্তম পরিচ্ছেদ।



কি হইল।

অতুল বাবু এবার কৃষ্ণনগরে আগমন করিয়া যেন অভিনব জগতে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু দেখিতেছেন, যাহা কিছু শুনিতেছেন, সকলই নবভাবপূর্ণ ও চিত্তবিনোদক। তিনি গোবিন্দলালের নিকট হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহা আর কখন শুনেন নাই। ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বের এরূপ সরল মীমাংসা—ধর্ম্মজীবনের এমন মধুর প্রভাব—জীবহিতব্রতের এমন সুমহান্ চিত্র আর কখন তিনি দেখেন বা শুনেন নাই। তাঁহার নিদাঘসন্তপ্ত মরুসম হৃদয়ে গোবিন্দলাল সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মের স্নিগ্ধবারি সেচন করিয়াছিলেন। কয়েক দিবস পূর্ব্বে যে হৃদয় প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ড-সম প্রতীয়মান হইতেছিল, অশান্তির প্রবল ঝটিকায় যে হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, দুর্ব্বিসহ ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল—কোন্ মোহমন্ত্রে, কোন্ অপূর্ব্ব বলে তাহা শান্ত শীতল হইল? অতুল বাবু বুঝিলেন, মানবজীবনে প্রেমই মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় কার্য্য করে—ভগবৎ-প্রেমের অভ্যুদয়ে উত্তপ্ত মরুসম হৃদয়ে শান্তি প্রীতির প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। সেই ভগবৎ প্রেমে

অনুপ্রাণিত হইয়া, গোবিন্দলাল, জ্যোৎস্নাকুমারী—এমন কি সংসারানভিজ্ঞ সেই ক্ষুদ্র বালিকা পর্য্যন্ত—বিশ্বের হিতসাধনে ব্রতী হইতে পারিয়াছেন। অতুল বাবু এতদিবস পবিত্র প্রেমের আস্বাদন পান নাই। আজি যেন কোথা হইতে সেই প্রেম তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভূত হইল। প্রেমের প্রবল বন্যায় তাঁহার হৃদয় প্লাবিত না হইলেও—অতি ক্ষীণধারায়—অতি সামান্য আকারে তাহা প্রবাহিত হইলেও—তাহাতেই তিনি স্বর্গসুখের আভাস প্রাপ্ত হইলেন—এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার চিত্ত অধিকৃত হইল।

গোবিন্দলাল আদর্শ হিন্দুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই শাস্ত্রালাপ, ভগবৎ পূজা, পরসেবা প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকিতেন। তাঁহার পবিত্র জীবনের আদর্শে গ্রামের অনেক নরনারী আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহারা গোবিন্দলালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সুধাময় দত্ত নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং মথুর কর্ম্মকার নামক জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি আমাদিগের আখ্যায়িকার সহিত সংশ্লিষ্ট। সুধাময় বাবু ওকালতি করেন। চারুবালা তাঁহার একমাত্র কন্যা। পাঠক এই চারুবালাকেই জ্যোৎস্নাকুমারীর সহিত হরি চণ্ডালের সেবায় নিরত দেখিয়াছিলেন। জ্যোৎস্না প্রস্ফুটিত পদ্ম—চারু গোলাপের কলিকা। আমরা কবি নহি—সুতরাং বলিতে পারি না—কে অধিকতর সুন্দর—অধিকতর নয়নাভিরাম—প্রস্ফুটিত পদ্ম বা মনোহর গোলাপকোরক?

চারুর রূপমাধুরী বর্ণনাতীত। তাহার বিনয়নম্র ভাব, তাহার করুণাসিক্ত হৃদয় রূপের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছিল। চারুশীলা রূপে গুণে অতুলনীয়া। অতুল বাবু তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

একি ? যে মহাপুরুষ এতদিবস সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও চিত্তসংযমে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছিলেন, আজি একটা ক্ষুদ্র বালিকাকে দেখিবামাত্র তিনি চঞ্চল হইলেন কেন ? প্রশান্ত-বক্ষ বারিধি ঝটিকাগমনে যেরূপ উদ্বেলিত হয়, অতুল বাবুর হৃদয় তদ্রূপ হইল। তিনি অনুরাগের আস্বাদ পূর্ব্বে কখন পান নাই। সুতরাং ইহাকে যে পূর্ব্বরাগ বলে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অতুল বাবু যতই বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন, যতই তাহার কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, ততই বিমোহিত হইতে লাগিলেন। যাহাকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, যাহার সহিত কখন কোন সম্বন্ধ ছিল না—তাহাকে প্রাণাপেক্ষা আপনার বলিয়া কেন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইহা বুঝিতে পারিলেন না। অনুরাগের এমনই নিয়ম, এমনই প্রভাব ! যে কন্দর্পশরে সংসারবিরাগী মহাযোগী আশুতোষের চিত্ত চাঞ্চল্য সমুপস্থিত হইয়াছিল—সেই কুসুমায়ুধে অতুল বাবু বিচলিত হইবেন, বিস্ময়ের বিষয় কি ?

জানি না কেন, কিসের আকর্ষণে অতুল বাবুও রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। চারুবালার সাহায্য করিতে পারিলে তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। দুঃখীর দুঃখমোচনে,

রোগীর শুশ্রূষাকরণে যেখানে চারুবালা নিয়োজিত হইত, অতুল বাবুও তথায় সানন্দে সাহায্য করিতেন। অতুল বাবুর এই ভাব, ক্রমে গোবিন্দলাল ও জ্যোৎস্নাকুমারীর বুঝিতে বাকি রহিল না।

বহু চেষ্টায় অবশেষে হরি চণ্ডালের পীড়ার উপশম হইতে আরম্ভ হইল। ইতঃপূর্ব্বে হরি যখন রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল, বিসূচিকার নানা উপসর্গে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল —ঔষধে কোন প্রতীকার হইতেছিল না—তখন গোবিন্দলাল, জ্যোৎস্নাকুমারী, চারুবালা প্রভৃতির মুখমণ্ডলে চিন্তা ও উদ্বেগের চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাদিগের বদনে আনন্দের রেখা দেখা দিল। এই আনন্দ কত মধুর! কেমন পবিত্রতাপূর্ণ!

হরি চণ্ডালের পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইতে না হইতে মথুর কর্ম্মকার আসিয়া গোবিন্দলালকে সংবাদ দিল, রেবতী হাড়িণীর বিসূচিকা হইয়াছে। মথুর তাহার সেবায় নিরক্ত ছিল। অবস্থা ক্রমেই মন্দ হওয়া গোবিন্দ বাবুকে সংবাদ দিবার জন্য সে ছুটিয়া আসিয়াছে। জ্যোৎস্নাকুমারী এই সংবাদ পাইয়া চারুবালাকে তথায় গোবিন্দ বাবুর সহিত যাইতে বলিলেন। অতুল বাবু এবং চারুবালাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গোবিন্দ বাবু প্রস্থান করিলেন।

আমরা এক্ষণে মথুর কর্ম্মকারের একটু পরিচয় দিব। মথুর জাতিতে কর্ম্মকার হইলেও উদারচেতা ছিল। পরদুঃখ

নিবারণে সে সতত তৎপর। গোবিন্দ বাবু কৃষ্ণনগরে যখন সেবক সম্প্রদায় গঠন করেন, তখন মথুর সর্ব্বাগ্রে তাহাতে যোগদান করে। মথুরের প্রকৃতি মধুর, ব্যবহার ভদ্রজনোচিত। সংসারে তাহার কেহই ছিল না। গ্রামের লোকই তাহার আত্মীয়, গ্রামের লোকই তাহার সর্ব্বস্ব। মথুরকে পাইয়া গোবিন্দ বাবু অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবু কর্ত্তৃক সেবক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার পর অনেকেই তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পল্লীতে শাখাদল গঠিত হইয়াছিল। এই সকল শাখাদলের অন্যতম একটী দলের কর্ত্তা ছিল মথুর। যেখানে আর্ত্ত, যেখানে দরিদ্র, যেখানে আতুর, যেখানে বিপন্ন, সেইখানেই মথুর একাকী অক্লান্ত পরিশ্রমে উপকার সাধনে ব্যস্ত। মথুরের দেবপ্রকৃতি দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

অতুল বাবু যে কয় দিবস কৃষ্ণনগরে রহিলেন, সেই কয় দিবসই সেবক সম্প্রদায়ের মহান্ ব্রত দেখিয়া ক্রমশই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। সেবক সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারী-দিগের মধ্যে চারুবালার ন্যায় বয়ঃকনিষ্ঠা কেহই ছিল না। সুতরাং চারুবালার কার্য্য সন্দর্শন করিয়া অতুল বাবু অধিকতর বিমোহিত হইতে লাগিলেন। চারুবালার সাহায্য করিতে পারিলে তিনি যেন অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সেবক দলভুক্ত হইবার বাসনা প্রবল হইল।

একদিবস অতুল বাবু গোবিন্দলালের নিকট মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। সে সময়ে জ্যোৎস্নাকুমারী ও চারুবালা তথায় উপস্থিত ছিলেন। অতুল বাবুর মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে দেখিয়া গোবিন্দলালের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি অতুল বাবুকে বলিলেন, "তোমরা বড় লোক, কখন কষ্ট সহ্য কর নাই। আত্মবিস্মৃত হইতে না পারিলে—স্বার্থে জলাঞ্জলী দিতে না পারিলে—পরহিতসাধন সম্ভব নহে। ভাই, পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারিলে "সেবক" নামের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। তুমি তাহা পারিবে কি ?"

সেবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি চারুবালা না থাকিত, তাহা হইলে অতুল বাবুর উক্ত দলভুক্ত হইবার স্পৃহা ঐরূপ বলবতী হইত কি না বলা যায় না। চারুবালা সংশ্লিষ্ট যাহা কিছু, সকলই যেন তাঁহার নিকট মধুর—আনন্দপ্রদ—সুখকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সুতরাং গোবিন্দ বাবুর কথার উত্তরে অতুল বাবু বলিলেন "আমি সেবক নাম পাইবার যোগ্য কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু হইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব এইমাত্র বলিতে পারি।"

জ্যোৎস্নাকুমারী অতুল বাবুকে "অতুল দাদা" বলিতেন। তিনি বলিলেন, "এই ক্ষুদ্র বালিকা যাহা করিতে পারে, অতুল দাদা আর তাহা করিতে পারিবেন না ?"

গো। অতুল যে পারিবে না, আমি তাহা বলিতেছি না। তবে সকল কাজই অবলম্বনসাপেক্ষ। অতুলের

অবলম্বন কি ? চারুর হৃদয়ে ভগবানের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। সে ভগবৎ-প্রেমে অনুপ্রাণিত। অতুল ত তাহা নহে। সেই জন্যই আশঙ্কা হইতেছে শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায় ইহা ক্ষণস্থায়ী না হয়।

অতুল বাবু নাস্তিক শুনিয়া চারুবালা শিহরিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের উপর যেন একটা বিষম বোঝা চাপিল। সে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "ভগবানে অবিশ্বাস মানুষ কি করিতে পারে ?"

চারুর প্রশ্নে অতুল বাবুর লজ্জা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, বুঝি তাহার প্রেমাঙ্কুর উৎপত্তির সহিতই সমূলে বিনষ্ট হয়। তবে ভণ্ডামী তাহার হৃদয় কখন অধিকার করে নাই বলিয়া বলিলেন "সংসারে সকল প্রকার জীবই আছে। একই প্রকৃতিসম্পন্ন দুইটী জীব মিলা ভার। চারু তুমি তোমার হৃদয় লইয়া মানুষকে বিচার করিয়া থাক। আমার হৃদয় দেখিতে পাইলে, দেখিতে সেখানে কি অধিষ্ঠিত আছে। যাহারা আমার হৃদয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমাকে নাস্তিক বলেন।"

চারু উত্তর করিল "তবে আপনি আমাদের সঙ্গে কি করিয়া মিশিবেন ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন "আমি সেই জন্যই বলিতেছিলাম, মানুষ ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা না হইলে বিশ্বজনীন প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না। অতুল কেন সেবক হইতে

চাহিতেছে জানি না, তবে ইহা স্থির, যে কারণেই তাঁহার কোমল হৃদয় এক্ষণে বিগলিত হউক না কেন, ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না।”

সে দিবস এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। অতুল বাবু বুঝিলেন, চারুর ছবি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু চারুকে তিনি লাভ করিতে পারিবেন না। বিরহের উষ্ণ পবন তখনই তাঁহার শান্ত হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা উত্তোলন করিল। তিনি প্রাণের ভিতরে শুনিতে পাইলেন যেন— বিচ্ছেদের “হুতাশন” হৃদয়ের প্রতি কন্দরে প্রধূমিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অতুল বাবু বহুকষ্টে বুক চাপিয়া সে ভাব গোপন করিলেন। তিনি সেই দিবসই কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সঙ্কল্প।

অতুল বাবু কলিকাতায় আসিয়া চপলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শুনিলেন, জহরবিবি মিঃ সি রুদ্রার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইয়াছিল। সে রুদ্রা সাহেব ও বিজয়চাঁদের সহিত কলহ করিয়া কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। অতুল বাবু এই সংবাদে সন্তুষ্ট হইলেন।

চপলা দেখিলেন, কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতুল বাবুর প্রকৃতি যেন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই চিরহাস্যময় মুখ, সেই মিষ্ট ভাবা, সেই মধুর ব্যবহার, যেন কিসে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অতুল বাবু যেন আর সরলভাবে, খোলা প্রাণে কথা কহেন না। তাঁহার হৃদয়ে যেন দুঃসহ একটা ভার চাপিয়া আছে। অতুল বাবু বহু কষ্টে দুঃখভার গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

চপলা সোৎসুখে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? তোমার মুখে সে হাসি নাই—সে সরল ভাব নাই। তুমি যেন একটা দারুণ কষ্টকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছ, অথচ পাছে অন্যে তাহা জানিতে পারে, তজ্জন্য কৃত্রিম হাসিতে তাহা ঢাকা দিতে চাহিতেছে। কৃষ্ণনগর হইতে

ফিরিয়া আসা অবধি তোমার এই ভাব দেখিতেছি। আমার অনুমান সত্য কি ?"

অ। সত্য। কিন্তু, আমার কষ্টের কথা কাহাকেও বলিবার নহে। এই যে কষ্ট—ইহার মধ্যেও একটু সুখ আছে। এমন সুখমিশ্রিত সন্তাপ আমি ইতঃপূর্ব্বে কখন ভোগ করি নাই।

বুদ্ধিমতী চপলা সহজেই বুঝিলেন, কি রোগে অতুল বাবু আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি মৃদু হাস্যে বলিলেন "তোমাদের বয়সে এই রোগ অনেকেরই হইয়া থাকে। তবে আত্মীয় স্বজনের নিকট রোগ প্রকাশ করিতে হয়, নহিলে উপশমের উপায় থাকে না। তোমার চিত্ত কাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, শুনিতে পাইলে প্রতিকার হইতে পারে।

অ। আমার ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য। সুতরাং ইহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না।

চ। পীড়া প্রবল হইলে রোগীর অনেক সময় মনে হয়, সে পীড়া বুঝি আর সারিবে না। কিন্তু তোমার জানা উচিত, ব্যাধি যেমনই কঠিন হউক না, ঔষধও তদ্রূপ প্রবল আছে। সুচিকিৎসকের হাতে পড়িলে দুরারোগ্য ব্যাধিও অল্প দিনে আরোগ্য হইয়া যায়।

অ। আপনি যখন আমার রোগ অনুমান করিতে পারিয়াছেন, তখন আপনাকে মনের কথা খুলিয়া বলিব। সত্য বটে, আমি একটী বালিকার প্রেমে বিভোর হইয়াছি। কিন্তু সে বালিকা ঈশ্বরপরায়ণা, আমি নাস্তিক। সে স্বর্গের

ফুল, আমি নরকের কীট। সে অমৃত, আমি হলাহল। সে সুখ, আমি দুঃখ। সে পূর্ণিমা, আমি অমাবস্যা। সে দিবা, আমি রাত্রি। এখন বলুন, এরূপ বিপরীত ধর্ম্মীর সম্মিলন কি সম্ভব? বালিকাকে সমস্ত প্রাণটা দিয়া ভালবাসিয়াছি বলিয়া মনে হয়। ইতঃপূর্ব্বে প্রেমের মধুর আস্বাদন কখন পাই নাই। কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই সুখের সূত্রপাতেই সর্ব্বনাশ হইল। আমি শীতল হইবার জন্য জলে অবতরণ করিলাম, বাড়বানলে দগ্ধ হইলাম কেন? পুষ্প আহরণে হস্ত প্রসারণ করিলাম, ফণি দংশনে জর্জ্জরিত হইলাম কেন? বড় সাধ করিয়া ঘর বাঁধিবার চেষ্টা করিলাম, আগুণে পুড়িয়া ছারখার হইল কেন? এখন বুঝিয়াছি, সংসার আমার জন্য সৃষ্ট নহে। তাই সংসারত্যাগের বাসনা করিয়াছি। জানি না, এ জ্বালা কোথায় যাইলে নিভিবে। তবু হৃদয়-সন্তাপ লাঘবের আশায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিব। নগরে প্রান্তরে, পর্ব্বতে সমুদ্রে, মরুভূমিতে জলাশয়ে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া এ দারুণ মর্ম্মদাহ ভুলিবার চেষ্টা করিব। যদি তাহাতেও কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলে জীবনপাতেও ইতস্ততঃ করিব না।

চ। তুমি কি পাগল হইয়াছ? যৌবনে প্রথম প্রণয়ের আবেগ ঐরূপ প্রবল হইয়াই থাকে বটে। কিন্তু ইহাতে বিচলিত হইলে দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করা হয়। একটা সামান্য বালিকা—তাহার জন্য আত্মীয় স্বজন, ঘরবাড়ী সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে যে ভ্রমণ করিতে হইবে,

তাহার অর্থ ত আমি বুঝিলাম না। যেখানে প্রতিদান নাই, তথায় প্রণয়-প্রার্থনা করিও না। প্রেমের প্রতিদানই স্বর্গসুখ।

অ। আমাকে দুর্ব্বলচেতাই বলুন আর যাহাই বলুন, আমি কিছুতেই চিত্তবেগ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আমার মনে হইতেছে—তাহাকে না পাইলে আমার জীবন শ্মশানসদৃশ হইবে—আমার সুখ আনন্দ চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।

চ। অতুল! তুমি কি জান না, আমি এখানে তোমার জন্যই বাস করিতেছি। দুদণ্ড কথা কহিয়া প্রাণ জুড়াই, এখানে এমন লোক নাই। কাজেই তুমি যখন আইস, তখন যেন হাতে স্বর্গ পাই। তুমি দেশান্তরে চলিয়া যাইবে, ইহা শুনিলেও আমার বুকটা ফাটিয়া যায়।

চপলার কথার মর্ম্মার্থ অতুল বাবু আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, চপলা আমাকে খুল্লতাতের সম্পর্কে নিতান্ত স্নেহ করেন, তাই ঐরূপ বলিতেছেন। চপলার হৃদয়ের নিভৃতস্থানে যে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত, তাহা অতুল বাবু স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। পারিলে, চারুবালার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাঁহার মর্ম্মপীড়া উপস্থিত করিতেন কি না, বলা যায় না। চপলার বাক্যাবসানে অতুল বাবু বলিলেন "আপনি যে আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন, তাহা জানি। জানি বলিয়াই অকপটচিত্তে আপনাকে আমার হৃদয়ের কথা জ্ঞাপন করিয়াছি। আমার চিত্তচাঞ্চল্য ক্ষমা করিবেন।

যদি কোনরূপে সম্ভবপর বিবেচনা করিতাম, তাহা হইলে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে কখনই অগ্রসর হইতাম না—দেশ-ভ্রমণ সঙ্কল্প এখনই পরিত্যাগ করিতাম।"

চপলা বুঝিলেন, যে মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়া জাহ্নবী-তরঙ্গে ঐরাবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল, অতুল বাবু সেই মোহে অস্থির হইয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আর বাধা প্রদানে আদৌ ফল লাভ হইবে না। অতুল বাবু তাঁহাকে মাতৃস্থানীয়া বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি অধিকতর মর্ম্মাহত হইলেন। এক্ষণে আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া বলিলেন, "যদি দেশ-ভ্রমণে এতই অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার আর কোন বক্তব্য নাই। তবে সেই বালিকার পরিচয়টা শুনিবার জন্য মনটা ব্যাকুল হইয়াছে। আপত্তি না থাকিলে বলিয়া যাইও!"

"এখনই বলিতেছি" বলিয়া অতুল বাবু চারুবালার সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। চপলা নীরবে শ্রবণ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অতুল বাবু চপলার নিকট বিদায় গ্রহণ কালে বলিলেন, "চারুর সহিত সাক্ষাৎ হইল না, তাহাকে আমার কথা বলিবেন।"

চ। সে তোমার কথা জিজ্ঞাসা না করিলে কোন কথা বলিব না।

নবম পরিচ্ছেদ।



পত্র।

ভাই গোবিন্দ!

তোমাকে আমি অভিন্নহৃদয় সোদরপ্রতিম মনে করিয়া থাকি। তুমিও আমাকে যথেষ্ট ভালবাস। আমাদের এই ভালবাসা যেন অবিচ্ছেদ্য হয়। তোমার কথামত জন্মান্তর যদি থাকে, তাহা হইলে জন্ম জন্মান্তরে তোমাতে আমাতে বন্ধন যেন অটুট থাকে।

ভাই, সত্য কথা বলিতে কি, আমি এক্ষণে উন্মাদ হইয়াছি। তোমার নিকট আমি কখন কোন বিষয় গোপন করি নাই—আজিও করিব না। আমার মর্ম্মদাহের কথা, আমার হৃদয়-কন্দরের লুকান তথ্য, সংসারে তুমি ব্যতীত আর এক জন জানেন।

তুমি জান ভাই—কৃষ্ণনগরে যাইয়া আমি পরম সুখে কালযাপন করিয়াছি। যে দারুণ ভার আমার চিত্তকে দিবানিশি অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তোমাদের সংসর্গে তাহা তিরোহিত হইয়াছিল। সে ভার যে কখন মোচন হইবে, আমি তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু তোমাদের সহবাসগুণে সেই

অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল, আমি ভারমুক্ত হৃদয়ে—প্রফুল্লান্তকরণে পুনর্ব্বার জগৎকে দেখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, সে ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। তোমাদের সংসর্গত্যাগের পর হইতেই আবার সেই যাতনায় অস্থির হইয়াছি। ইহার উপর আর একটী নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে।

মনে করিয়াছিলাম, এই নূতন যাতনার কথা তোমাকে লিখিয়া কষ্ট দিব না। কিন্তু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাহাকে বাল্যকাল হইতে সোদরসদৃশ জ্ঞান করিয়া আসিতেছি—সুখ দুঃখের সহচর বিবেচনা করিয়া সকল কথাই অকপট চিত্তে বলিয়া থাকি—তাহার নিকট কেমন করিয়া মনোভাব গোপন করিব? ভাই! আমি এবারে তোমাদের বাড়ীতে গিয়া চিত্ত হারাইয়াছি। চারুবালার পবিত্র ভাব, অপরূপ রূপ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এক অভূতপূর্ব্ব অনুরাগ আমার হৃদয় মন অধিকার করিয়াছে। তুমি ইহাকে যে আখ্যায় অভিহিত করিতে চাও করিও, কিন্তু আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, কোন কু-ভাবে আমার হৃদয় কলুষিত হয় নাই! পরন্তু নবানুরাগে আমার হৃদয়ে যেন অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়াছে—স্বর্গের সৌন্দর্য্য, স্বর্গের সুখ, স্বর্গের পবিত্রতায় আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। এমন মধুর অনুরাগের আস্বাদন আমি ইতঃপূর্ব্বে আর কখন পাই নাই।

ভাই! আমি বুঝিয়াছি, চারুবালা আমার হইবে না। কারণ, আমার ধর্ম্মবিশ্বাস—চারুবালার ও তাহার আত্মীয়

ও অভিভাবকবর্গের—সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন কি জ্যোৎস্না বা তুমিও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার সহিত একমতাবলম্বী নহ। আমি তোমার প্রকৃতি জানি। যদি আমাকে নিতান্ত আপনার না ভাবিতে, তাহা হইলে এত দিনে বোধ হয়, ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিতে। তবে আমাকে অত্যন্ত ভালবাস বলিয়াই—দুঃখিত হওয়া ব্যতীত তুমি কখন বিরক্ত হও না।

আমার মানসিক অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এক্ষণে আবার তদ্রূপ হইয়াছে। তোমাদের সহবাসে যে কয়দিবস ছিলাম, কেবল সেই কয়দিবসই চিত্তভার লাঘব হইয়াছিল। কৃষ্ণনগর হইতে চলিয়া আসিবার পর হইতেই আমার মনের উপর পূর্ব্বের ন্যায় একটা দারুণ বোঝা চাপিয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর আবার তোমাদের অদর্শনজনিত কষ্ট। সহজেই বুঝিতে পারিতেছ, আমি কি কষ্টে দিন যাপন করিতেছি।

আর সহ্য করিতে পারিতেছি না! বাড়ী ঘর, লোক জন, সকলই বিষবৎ বোধ হইতেছে। সেইজন্য দেশ-ভ্রমণে যাইব স্থির করিয়াছি। তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না। যদি কখন প্রকৃতস্থ হইতে পারি, তাহা হইলে ফিরিব, নতুবা ইহাই আমার শেষ বিদায় জানিবে।

আর লিখিতে পারিতেছি না। অশ্রুজলে দৃষ্টিরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি তোমার পত্রের প্রতিক্ষায় দুই চারি দিবস থাকিব। তাহার পর যাইব।

তোমারই—অতুল।

গোবিন্দলাল পত্র পাইয়াই জ্যোৎস্নাকুমারীকে পত্রখানি পড়িতে দিলেন। অতুল বাবুর মনোভাব উভয়েই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু উপায় কি? যে চারুবালা হিন্দু রমণীর পালনীয় ব্রতপূজা লইয়া—ধ্যান ধারণা করিয়া—থাকে, ভগবৎ-প্রেমে যে চারুবালার হৃদয় বিগলিত, সে যে অতুল বাবুর সহিত পরিণীতা হইলে সুখী হইবে, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস হইল না। কাজেই আপাততঃ বিবাহ-প্রস্তাব স্থগিত রাখিয়া তাঁহারা মথুর কর্ম্মকারকে অতুল বাবুর সহিত পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। মথুর পরম হিন্দু, পরসেবা তাহার জীবনব্রত, কাজেই তাহার সহবাসে অতুল বাবুর মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস হইল। কেবল ইহাই নহে। আপদ্ বিপদে যে মথুর পরম আত্মীয়ের ন্যায় অতুল বাবুর সাহায্য ও সেবা করিবে, তাহাতেও তাঁহাদিগের অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কাজেই মথুরের নিকট তাঁহারা এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মথুর সাগ্রহে অতুল বাবুর সঙ্গী হইতে চাহিল।

যথাসময়ে মথুর বালীগঞ্জে অতুল বাবুর বাটীতে উপনীত হইল। গোবিন্দলাল তাহার হস্তে অতুল বাবুকে যে পত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল—

"ভাই অতুল,

তোমার গভীর মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারিলাম। প্রার্থনা করি, ভগবান বেদনা দূর করুন। ইহা অপেক্ষা আমি আর কিছু কল্যাণ কামনা করিতে পারি না।

মথুরকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। আমার প্রতি যদি তোমার একটু ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে, আমার অনুরোধ ত্যাগ করিবে না, ইহাই আমার ধারণা। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই মথুরকে পাঠাইতে সাহসী হইয়াছি। মথুর তোমার সহিত দেশভ্রমণে যাইবে। সে তোমার ছায়াসম সঙ্গে থাকিবে।

তুমি যে কয়দিন এখানে ছিলে, সেই কয় দিবসেই মথুরের প্রকৃতি বোধ হয় অবগত হইয়াছ। আমার মনে হয়, সুখ দুঃখের এমন সহায় তুমি আর কোথাও পাইবে না।

তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, তোমার চারুবালার পাণিগ্রহণ সম্বন্ধে একটা প্রধান অন্তরায় তোমার নাস্তিকতা। বিধিপ্রসাদে যদি কখন তোমার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অভীপ্সিত ফললাভে বোধ হয় কোন বাধা থাকিবে না। তুমি যে অন্য সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাংশে চারুবালার যোগ্য পাত্র, তাহাতে তিলমাত্র সংশয় নাই।

তোমার ন্যায় যাঁহারা মানসিক ভাবাপন্ন, তাঁহারা অনেক সময়ে দেশভ্রমণে বিশেষ উপকার লাভ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন, ইহাই কায়মনোবাক্যে আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

তোমারই চিরনের
গোবিন্দ।

গোবিন্দলালের পত্র পাইয়া, মথুরকে সঙ্গে লইয়া, অতুল বাবু যথাসময়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। অতুল বাবুর কলিকাতা-ত্যাগে কেবল একটী প্রাণী নীরবে নিভৃতে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। সে অন্য কেহ নহে—চপলা।



দশম পরিচ্ছেদ।

অদ্ভূত পরিবর্ত্তন।

আজ ছয় মাস হইল অতুলবাবু মথুর কর্ম্মকারকে লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। এই ছয়মাস তিনি নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এখন আর তাঁহার পদোচিত গর্ব্ব নাই—ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার নাই। এখন মাটীর মানুষ। দরিদ্রের দুঃখ নিবারণে, বিপন্নের উদ্ধার সাধনে, শোকাতুরের অশ্রু বিমোচনে, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় বিধানে, সতত তৎপর। মথুর তাঁহার এই কার্য্যের প্রধান সহায় ও অবলম্বন। জীবনধারণ করিতে হইলে যাহা না করিলে নহে, তিনি তদতিরিক্ত কিছুই করিতেন না।

এ অতুলবাবু আর সে অতুলবাবু নহেন। তাঁহার বিদ্যার অহঙ্কার, বৈভবের তমোভাব, বুদ্ধির গর্ব্ব সকলই তিরোহিত হইয়াছে। অতুল বাবুর এখন বিশ্বাস, সমগ্র পৃথিবী তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানা। নতুবা কেন এমন হইল? ভালবাসা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল কেন? তিনি একে একে বুঝিলেন, নিয়তিই সর্ব্বত্র প্রবলা। নতুবা কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই—কোন্ পার্থিব বলে তাহা সমাহিত

হইল? অতুলবাবু বুঝিলেন, "আমি"ত্ব ছাড়া সংসারে আর একটা কিছু আছে। কোন বিষয়েই নিজের কর্তৃত্ব নাই। কোন্ অজ্ঞাত বলে, কোন অপরিজ্ঞেয় গরীয়সী শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্য সমাধা হইতেছে। নতুবা আমি যাহা করিব বলিয়া সঙ্কল্প করি, যাহার সাধনে আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করি, তাহা কাহার বলে, কিসের ফুৎকারে নিমেষে উড়িয়া যায়? আবার যাহা স্বপ্নেও ভাবি না—বিনা আয়াসে কিরূপে তাহা সংঘটিত হয়?

মানুষ যখন ঘোর নাস্তিক থাকে, তখন সে অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া তাহার নাস্তিকতা-বিধ্বংসকারী সহস্র সহস্র প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও দেখিয়াও দেখে না—শুনিয়াও শুনে না। যখন বিপরীত শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া আর আঁটিয়া উঠিতে পারে না—প্রত্যেকে কার্য্যে স্বকীয় বলবীর্য্য, বুদ্ধি জ্ঞান প্রতিহত হইতেছে দেখিয়া নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন একে একে সেই শক্তিময়ের মহতী শক্তির জয়ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়।

অতুলবাবুরও ক্রমে ক্রমে তাহাই হইতে লাগিল। যে হৃদয় মরুভূমি সম উত্তপ্ত ছিল, গোবিন্দলালের শাস্ত্রালাপে, জ্যোৎস্নাকুমারী ও চারুবালার ভক্তিপ্রভাবে তাহা অমৃতসিক্ত হইল।

ছয়মাস নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অতুল বাবু মথুরা নগরীতে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, কলনাদিনী কালিন্দী মথুরার পাদধৌত করিয়া ছুটিয়াছে। তাহার আবেগ নাই, সফেন উত্তাল তরঙ্গ নাই—আপনমনে ধীর স্থির ভাবে

প্রণয়সম্ভাষণে ছুটিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালসংক্ষুব্ধ যমুনা যেন যৌবনের চাঞ্চল্য ভুলিয়াছে, রূপের গর্ব্ব ডুবাইয়াছে। সে এখন আপনা ভুলিয়া প্রণয়ী সকাশে চলিয়াছে। তাহার যেন কি ছিল, কি নাই। অতুলবাবু বুঝিলেন, তাঁহারই হৃদয়চ্ছবি প্রতিবিম্বিত করিয়া যমুনা বুঝি জগতকে দেখাইতে চলিয়াছে—সৃষ্টির শোভাই পরিবর্ত্তন। যেখানে বাসনা আছে—অধীরতা আছে—উদ্দামতা আছে, সেখানে ভাব ক্ষণস্থায়ী—প্রেম অগভীর। অতুল বাবু কালিন্দীবক্ষে নিজের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। সংসারে সমবেদনা পাইলে লোকের দুঃখেও সুখ হয়।

মথুরা সন্দর্শনে তাঁহার কত কথাই মনে পড়িল। এ অতুল বাবু যদি পূর্ব্বের অতুলবাবু হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে কৃষ্ণকথা উদিত হইত কি না, বলা যায় না। কিন্তু এমন মাধুর্য্যময়ী, শোভাময়ী, কত যুগযুগান্তরের স্মৃতি উদ্দীপন-কারিণী মথুরা তিনি ত কখন দেখেন নাই! মথুরা দর্শনে তাঁহার প্রাণ পুলকিত হইল। তিনি যতই মথুরায় বাস করিতে লাগিলেন, ততই মথুরার সৌন্দর্য্য হৃদয়ের পরতে পরতে বুঝিতে লাগিলেন।

হিন্দুর পরমতীর্থ, পুরাকালের সাক্ষীস্বরূপিনী, শ্যামসুন্দরের লীলাস্থল মথুরা প্রকৃতই আনন্দপুরী। এইখানেই কৃষ্ণলীলা-রঙ্গের প্রেম প্রস্রবণ ছুটিয়াছিল, এইখানেই কুব্জা সুন্দরীকে তিনি প্রেমরাজ্যের অধীশ্বরী করিয়াছিলেন! উর্দ্ধে চন্দ্রাতপতুল্য

নব-নীলিমাময় গগনমণ্ডল, নিম্নে প্রেম-বিহ্বলা যমুনা। কালিন্দীর কাল জলে সুনীল নভোমণ্ডলের ঘনকৃষ্ণচ্ছায়া নিপতিত। তাহার উপর যমুনা-পুলিনে কদম্বকানন। বৃক্ষশাখে নীলকণ্ঠ ময়ুর কেকারবে দিগন্ত মাতাইয়া, নীলচক্র শোভিত পুচ্ছবিস্তারপূর্ব্বক কেলীকুঞ্জের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। বিহঙ্গকুজনে দিগন্ত মুখরিত হইতেছে। কদম্ব-তরুমূলে কুব্জারাণীর অপরূপ রূপমাধুরী সন্দর্শন করিতে করিতে কৃষ্ণ বিমুগ্ধ হইয়াছেন। আর কুব্জা ভাবিতেছেন—স্বার্থক নারীজন্ম ধারণ করিয়াছি—আমার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কে আছে? যে কালাচাঁদের করুণাকণা লাভের জন্য ব্রজ-বাসিনীরা কুলমান জলাঞ্জলী দিতে পারিয়াছে—যে সর্ব্বজীব-মুক্তিদাতা সর্ব্বেশ্বরের চরণপ্রান্তে বিনামূল্যে প্রাণ বিকাইয়া গোপনারীরা জীবন সার্থক করিয়াছে—সেই প্রাণের প্রাণ পূর্ণব্রহ্ম আজি আমার প্রেমপাশে আবদ্ধ। ধন্য আমি—ধন্য আমার সাধনা!

কুব্জা সুন্দরী রাণী হইয়াছেন—আর কৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারী! এমন ভাগ্য কার আছে—তোমরা বলিতে পার কি?

কৃষ্ণলীলার এই অঙ্ক অতুলবাবুর মনে পড়িল। জানি না কেন, ভাবস্রোতে কে যেন তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। কিছুদিন পূর্ব্বে যিনি ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না, কোন্ পুণ্যে, কিসের আকর্ষণে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হইলেন! তোমারা বলিতে পার কি, জন্ম জন্ম সাধনা

করিয়াও কয় জনের ভাগ্য অতুল বাবুর ন্যায় প্রসন্ন হইয়াছে? কয়জন কৃষ্ণ-প্রেমলাভে সমর্থ হইয়াছেন?

অতুল বাবু মথুরায় আসিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইলেন। এখন আর তাঁহার পূর্ব্বের ভাব নাই। তিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, তৃণাপেক্ষাও নীচ হইয়াছেন। মান অপমান তাঁহার সমান জ্ঞান হইয়াছে। বুঝিয়াছেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাঁহার অটুট সম্বন্ধ। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত তাঁহার লীলা ব্যাপ্ত। তিনি জলবুদ্‌বুদবৎ সংসারসাগরে উত্থিত হইয়াছেন, আবার বিলীন হইবেন। সুতরাং সংসারসাগরের সহিত তাঁহার ওতপ্রোত সম্বন্ধ।

অতুল বাবু হৃদয়ে চারুবালার প্রেমের সহিত একটা সার্ব্বভৌম প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। যাহার হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের উদয় না হয়, তিনি যে সার্ব্বভৌম প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন না, ইহা বলাই বাহুল্য! কেমন করিয়া এই প্রেমের সঞ্চার হইল, কাহার প্রসাদে, কোন্ তপস্যার ফলে, কোন্ সাধু সহবাসে, কোন্ অলক্ষ্য শক্তিসঞ্চারে অতুল বাবুর মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা অতুল বাবুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, চারুবালার বিরহে তিনি ক্লিষ্ট হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই সন্তাপের মধ্যেও একটা অপূর্ব্ব সুখ আছে। এমন সুখদুঃখ, এমন শৈত্যাতপ, এমন কোমল কঠোর, এমন অমৃতগরল ভাব তিনি ইতঃপূর্ব্বে আর কখন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অতুল বাবু মথুরায় আসিয়া দীনদুঃখীর সেবায় রত হইলেন। মথুর কর্ম্মকার তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ কার্য্য করিতে লাগিল। এক দিন অকস্মাৎ মথুরের জ্বর হইল। প্রথমে সামান্য জ্বর বলিয়াই মনে হইয়াছিল, তাহার পর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতুল বাবু প্রমাদ গণিলেন। ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি নাড়ী টিপিয়া, বুকে ষ্টেথিসকোপ দিয়া অনেকক্ষণ রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। অবশেষে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "রোগ জটিল। বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে—সেবা-শুশ্রূষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে—রোগীর প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে।" ডাক্তার বাবু ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কথামত মথুরের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। অতুল বাবু অনন্যকর্ম্মা হইয়া মথুরের সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মথুরের ত্রিসংসারে কেহই নাই। কাজেই তাহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কেহ ছুটিয়া আসিল না। গোবিন্দলাল সংবাদ পাইলেন অতুল বাবু প্রাণপণে রোগীর সেবায় নিরত আছেন, কাজেই তাঁহার আর আসিবার কোন আবশ্যকতা হইল না।

অতুল বাবু শোকসন্তপ্ত হইলেন। এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত সুশ্রূষা, এত ঔষধ প্রয়োগ সকলই বিফল হইল। তাহার উপর আবার ঘোর বিপদ্ উপস্থিত। আজি মথুরের জীবনের শেষ দিন। সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মথুর মহাপ্রস্থান করিতেছে। সে রাত্রিতে এমন ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইল যে,

গৃহ হইতে বহির্দ্ধান্ত হওয়া দায় হইল। একে বিদেশ, তাহাতে দুর্যোগ—মথুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিরূপে হইবে, তাহাও অতুল বাবুর চিন্তার:বিষয়ীভূত হইল। এই ব্যাত্যা বৃষ্টিতে, অমাবস্থার ঘনান্ধকারে তিনি কাহারই বা সাহায্য পাইবেন? ঘরে মথুরের শবদেহ এবং তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই। অতুল বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

দূরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। গৃহ দ্বারাদি সব রুদ্ধ। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাতায়ান-পথ উন্মুক্ত হইল। প্রবল ঝটিকাবেগে ক্ষীণ দীপালোক নির্ব্বাপিত হইল। অতুল বাবুর মনে হইল, গৃহমধ্যে যেন কোন লোক বিচরণ করিতেছে। কিরূপে জানালা খুলিয়া গেল—কিরূপে অন্য ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তিনি তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। একবার তাঁহার মনে হইল, বোধ হয় তস্করাদি সুযোগ বুঝিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি সাহসে ভর করিয়া জানালা বন্ধ করিলেন। তাহার পর কম্পিত হস্তে প্রদীপ জ্বালিলেন। গৃহ আলোকময় হইল। তিনি দেখিলেন, ঘরে অন্য কোন লোক নাই। শয্যার উপর মৃতদেহই পতিত রহিয়াছে। তিনি যে অন্ধকারে অন্য লোকের পদশব্দ শুনিয়াছিলেন, তবে কি তাহা তাঁহার ভ্রমমাত্র? কেন এমন হইল? ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার কোনরূপ শঙ্কা ত উপস্থিত হয় নাই। তিনি স্পষ্ট পদশব্দ শুনিয়াছেন—গৃহমধ্যে যেন কোন লোক বিচরণ করিতেছে, বুঝিয়াছেন। তবে সে লোক কোথায়

গেল? এমন ভ্রম ত তাঁহার আর কখন হয় নাই। অতুল বাবু সন্দিগ্ধচিত্তে গৃহটী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি মৃতের শয্যার উপর পতিত হইল। তিনি চমকিত হইলেন। এ কি? ইতঃপূর্ব্বে যাহাকে তিনি মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যাহার শরীরে তিলমাত্র জীবনী-শক্তি ছিল না বলিয়া প্রতীতি হইয়াছিল—সে ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিতেছে কিরূপে? অতুল বাবু নিবিষ্টচিত্তে মথুরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বস্তুতঃই মথুর পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়াছে। মানুষ যে মরিয়া বাঁচে, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল না। আজ মথুরের ব্যাপারে সে ধারণা জন্মিল, তিনি সমস্তই প্রহেলিকাপূর্ণ বোধ করিতে লাগিলেন।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

জাগ্রত স্বপ্ন।

মথুর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহার স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহারা তাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছে, তাহারা এক্ষণে দেখিলে বুঝিতে পারে না, এ মথুর সে মথুর কিনা। দেবতায় ও পিশাচে, অমৃতে ও গরলে, আলোকে আঁধারে, কোমলে ও কাঠিন্যে, পুণ্যে ও পাপে যে পার্থক্য, সে মথুরের সহিত এ মথুরের সেই পার্থক্য। পরহিতসাধন যাহার মুখ্য ব্রত ছিল, পরের সর্ব্বনাশকরণ তাহার এক্ষণে প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়াছে। যে মথুর দিবানিশি ধর্ম্মচর্চ্চা, ভগবৎ-আলোচনা প্রভৃতি করিত, সে এখন সুরাপায়ী, দ্যূতাসক্ত, কামাচারী হইয়াছে। যে মথুর অতুল বাবুর সুখের জন্য জীবনপাত করিতেও পরাঙ্মুখ হইত না, সে এক্ষণে অতুল বাবুকে দেখিলেই ক্রোধে অধীর হয়, অতুল বাবুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সতত সচেষ্ট।

একদা অতুল বাবু সমস্ত দিবস মথুরকে দেখিতে না পাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্বেষণার্থ বহির্গত হন। পাতি পাতি করিয়া নানাস্থান অন্বেষণ করিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ধার্ম্মিক, পরহিতসাধক মথুর যে সমাজের আবর্জ্জনাস্থল বা দুষ্টের

লীলাভূমিস্বরূপ জঘন্য স্থানে অবস্থান করিতে পারে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। কাজেই তিনি ঐরূপ স্থানে খোঁজ করেন নাই। পথে যাইতে যাইতে দুষ্টদিগের পাপাচারের কেন্দ্রস্থলস্বরূপ একটা পল্লীতে মহা গণ্ডগোল হইতেছে শুনিয়া তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দেখিলেন, মথুর সুরামত্ত হইয়া পাপের প্রতিমূর্ত্তি কতিপয় নরনারীর সহিত কদর্য্য আমোদ প্রমোদে মত্ত রহিয়াছে।

অতুল বাবু ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি মথুরকে ভৎর্সনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার ফলে তদবধি মথুরের মনে অতুল বাবুর উপরে বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হইল।

মথুরের স্বভাব হঠাৎ কেন এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারিল না। অতুল বাবু অনেক চিন্তা করিলেন। একবার ভাবিলেন, গোবিন্দলালকে এ সকল কথা লিখিয়া পাঠাইবেন। আবার পরক্ষণেই সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। ভাবিলেন, মথুর সঙ্গদোষে নষ্ট হইয়াছে। বিশেষ চেষ্টা করিলে আবার হয়ত তাহার চরিত্র সংশোধিত হইতে পারিবে। সুতরাং গোবিন্দলালকে পত্র লিখিয়া অকারণ মর্ম্মবেদনা প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

দুষ্টের দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার সুযোগের অভাব হয় না। সুতরাং মথুরেরই বা হইবে কেন? সে ইদানীং অতুল বাবুর

সহিত কুব্যবহার করিলেও, তাহার পূর্ব্বচরিত্র, গোবিন্দলাল প্রভৃতির সহিত সংস্রব প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়া অতুল বাবু ক্রুদ্ধ হইতেন না—অপরাধ ক্ষমা করিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এমনই অবস্থা হইল যে, অতুল বাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মথুরের যাহাতে চরিত্র সংশোধিত হয়, তজ্জন্য অতুল বাবু সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, ইহা তাহার দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মথুরের কুব্যবহারে অতুল বাবুর মর্ম্মবেদনা ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। তিনি মথুরের সহিত সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। মথুর তাঁহার সমাবস্থাপন্ন না হইলেও—অতুল বাবু আদৌ সে ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতেন না। ইহার জন্য অনেক সময়ে মথুর তাঁহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইত—প্রশংসাবাদে প্রাণের আবেগ—আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইত। মথুর বলিত, "আমি ধনজন কিছুই চাহি না, জন্মে জন্মে যেন এমনই মহতের সঙ্গ পাই।" সে কৃতজ্ঞ, মহদন্তঃকরণ মথুর কেন এমন হইল, অতুল বাবু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

মথুরের বর্ত্তমান ব্যবহারের কথা আলোচনা করিতে করিতে এক দিন হঠাৎ চ্যাটার্জ্জি সাহেবের কথা অতুল বাবুর মনে পড়িল। চ্যাটার্জ্জি সাহেব বিশ্বের পাপরাশি আপনাতে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। মথুরের কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সেই কথাই মনোমধ্যে জাগরূক হইল। তবে

চ্যাটার্জ্জি সাহেব কি মথুরের রূপ ধারণ করিয়া আবার ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন ?

অতুল বাবু শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দিব্যচক্ষে যেন দেখিতে পাইলেন, মথুর চ্যাটার্জ্জি সাহেবের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণার্থ কৃতসঙ্কল্প। চ্যাটার্জ্জি সাহেব স্বয়ং মথুররূপ ধারণ না করিলে—মথুরের শরীরে প্রবিষ্ট না হইলে, এরূপ হইবে কেন? অতুল বাবু আবার ভাবিলেন। মথুর চ্যাটার্জ্জি সাহেবের কে যে, তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইবে? তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—ক্রমেই তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল—শরীর অবসন্ন হইল—তিনি সমস্তই অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যেন তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইল। মনে হইতে লাগিল—তিনি যেন কোন অপরিচিত স্থানে উপনীত হইয়াছেন। সে দেশ আঁধারময়—সূচীভেদ্য ঘনান্ধকারে পূর্ণ। সেই ঘন তমসায় অঙ্গার মূর্ত্তিতে কতিপয় পিশাচ আবির্ভূত হইল। তাহারা যেন তাঁহার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক সঙ্কেত করিয়া কি বলিতে লাগিল। এবং অট্টহাস্যে দিগন্ত মথিত করিতে লাগিল। সে হাসি—ক্রোধ-বিমিশ্রিত, ঘৃণাব্যঞ্জক, তাচ্ছিল্য-পূর্ণ। সে হাসিতে মানুষের হৃদয় কাঁপে, দেবতার আসন টলে, বিশ্ব সংসার স্তব্ধ হইয়া যায়। তেমন অস্বাভাবিক হাসি, তিনি আর কখন শুনেন নাই। সেই অট্টহাসির ভীষণ রোলের মধ্য হইতে

বজ্রগম্ভীরস্বরে নারকীয় ভাষায় কে যেন বলিতে লাগিল "মেরে ফেল—মেরে ফেল—একবারে মেরে ফেল। এই ভীষণ রৌরবে আমাদের সঙ্গীর সংখ্যা বৃদ্ধি কর। ও আমাদের অপেক্ষাও পাপী—ভগবানে অবিশ্বাসী—ওকে আমরা আমাদের রাজা করিতে পারি।"

পিশাচদিগের তাণ্ডব নৃত্য—ভীষণ রোল, অতুল বাবুর হৃদয়ে শঙ্কার সঞ্চার করিল। সেই ঘনান্ধকারে পিশাচগুলার চক্ষুগুলা জ্বলন্ত অঙ্গারসম জ্বলিতেছিল। তাহাদিগের বিকট দশন, ভীষণ মুখব্যাদন অন্ধকারের মধ্যেও নয়নগোচর হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে চ্যাটার্জ্জি সাহেবই প্রধান। দেখিতে দেখিতে চ্যাটার্জ্জি সাহেব মথুরের রূপ ধারণ করিল। তখন চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত নরকপালগুলা যেন বিকট দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া হাসিল। নরকঙ্কালে নরকঙ্কালে ভয়ানক সংঘর্ষণ হইতে লাগিল। মথুর দলবলসহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। তাহাদিগের কর্ণবধিরকারী হাসি অতুল বাবুকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি পিশাচের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্ত্তনাদ করিতে করিতে—বলিলেন "কে কোথায় আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর।" সহসা সেই তমসারাশি ভেদ করিয়া এক উজ্জ্বলবরণা কুমারী দেখা দিলেন। কুমারী অঙ্গ হইতে সুষমারাশি ঝরিয়া পড়িতেছে—বিদ্যুল্লতা অঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। বরাভয় হস্তে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা বলিল, "মাভৈঃ মাভৈঃ। কার সাধ্য

তোমারে অঙ্গস্পর্শ করে। তুমি কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাক—এ নরক-দৃশ্য নিমিষে তিরোহিত হইবে। নরক হইতে একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা ভগবান ব্যতীত আর কেহই নাই।" বালিকা আর কেহ নহে—চারুবালা।

অতুল বাবু সশঙ্ক হৃদয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যেন কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। জাগ্রতে স্বপ্ন দর্শন বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি এ প্রহেলিকার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার মনে ভগবানের আসন স্থাপিত হইবার পথ যেন মুক্ত হইল।

এই সময়ে মথুর তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। মথুরকে দেখিয়া অতুল বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। মনোভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মথুর! কি সংবাদ?"

মথুর বলিল, একবার যমুনায় নৌকা ক'রে বেড়াবার সাধ হয়েছে। আপনার যাবার বাধা আছে কি?

অ। কিছুমাত্র না। কবে যাইবে?

ম। আজই। দুপুর বেলাটা অত্যন্ত গরম হয়েছিল। সান্ধ্য বিহারে শরীরটা শীতল হ'বে। আমি নৌকা ঠিক করেছি।

অ। বেশ কখন যাইবে?

ম। এখনই।

তখন ভানুদেব অস্তাচলগামী হইয়াছেন। বৃক্ষশির হইতে রবিকর আকাশের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। লোহিত বর্ণ

পশ্চিম-গগণ দেখিতে দেখিতে ধূসর বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। বিহঙ্গমকুলের মধ্যে কতক নীড়ে প্রবেশ করিয়াছে, কতক বা পরস্পরে কলহ করিতেছে। পক্ষীর কাকলীতে দিগন্ত মুখরিত। ম্লানমুখী ধরিত্রী কৃষ্ণাঞ্চলে বদনাবৃত করিবার উপক্রম করিতেছে। কুমুদকহ্লার কমলিনীর দুর্দ্দশা সন্দর্শনে মধুর হাস্যে ঢলিয়া পড়িতেছে। ধীর সমীরণে যমুনা পুলিনে মথুরার মাধুর্য্য ফুটিয়া পড়িতেছে। গৃহে গৃহে দীপালোক জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে, কোথাও সান্ধ্য আরতির শঙ্খঘণ্টা-শব্দ, কোথাও নহবতের দূরাগত বংশধ্বনি, মর্ত্তে ত্রিদিবের সুখ চিত্র উপস্থিত করিতেছে। এ হেন সময়ে মথুর ও অতুল বাবু নৌ-বিহারে যাত্রা করিলেন।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নৌকায় বিপত্তি।

নৌকা ধীরে ধীরে কুল ত্যাগ করিল। একজন মাঝী একটী দাড়ী, মথুর ও অতুল বাবু ব্যতীত অন্য কেহ সে নৌকায় ছিল না। বৈশাখ মাস—অমাবস্যা তিথি, পুঞ্জীকৃত অন্ধকার চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। অন্ধকারের পর অন্ধকার—তাহার উপর অন্ধকার—চারিদিকে যেন অন্ধকারই রাজত্ব করিতেছে। কালিন্দীর কালবুকে রজনীর কৃষ্ণাঞ্চল পতিত হইয়াছে। সেই কালজলে মসীকৃষ্ণ রজনীতে ক্ষুদ্র নৌকাখানি স্রোতোবেগে চলিতেছে। তরণী যেন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে আবেগভরে জল-জল ছড়াইতে ছড়াইতে আপন মনে প্রধাবিত কোথায় যাইতেছে—কিসের জন্য যাইতেছে, কে জানে? সংসারে শোকতাপক্লিষ্টা, প্রিয়জন-বিয়োগ-বিধুরা আঁখিবারি ছড়াইতে ছড়াইতে লক্ষ্যশূন্য জীবন লইয়া এমনই ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে।

নৌকা মথুরা ত্যাগ করিল। ক্ষেপণিকার সলিলালোড়ন-ধ্বনি, দূরে ঝিল্লিরব—আর ক্কচিৎ শ্বাপদ ও পেচকের বিকটশব্দ ব্যতীত নিশিথিনীর সেই নিস্তব্ধতা আর কেহই ভঙ্গ করিতেছিল

না। নৌকারোহী ব্যক্তিগণ নীরব, নিশ্চল। প্রকৃতি নির্ব্বাত ও নিষ্কম্প। বিশ্বচরাচর যেন প্রলয়াশঙ্কায় স্তব্ধ।

তরণী আপন মনে চলিয়াছে। সে কাহারও অপেক্ষা করিতেছে না, কাহারও মুখ চাহিতেছে না—কাহারও রোষ সন্তোষের কথা ভাবিতেছে না—আপন মনে কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী। এমন কর্ত্তব্যজ্ঞান এ সংসারে কয়জনের আছে? সংসার স্বার্থপরতাপূর্ণ—কাজেই কর্ত্তব্যপালনেও লোকনিন্দা ঘটিয়া থাকে। তোমার কর্ত্তব্য সাধনে যাহার স্বার্থে আঘাত লাগিবে, সেই মস্তকোত্তলন করিবে, শতমুখে তোমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিবে। কাজেই মানুষকে অনেক সময়ে কর্ত্তব্য-পালনেও ইতস্ততঃ করিতে হয়। এপক্ষে কাষ্ঠনির্ম্মিত তরণী মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

নৌকার ছত্রীর উপর অতুল বাবু শয়ন করিয়া আপন মনে কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। উপরে আকাশ, নিম্নে আকাশের প্রতিকৃতি বুকে লইয়া তপননন্দিনী তরতরবেগে প্রধাবিতা। নদী শৈকতে মহাক্রমাদি রাক্ষসবৎ দণ্ডায়মান। দেখিতে দেখিতে নৌকা কতদূর চলিল—গ্রাম প্রান্তর অতিক্রম করিল। নৌকা একবার তীরে লাগিল, মাঝীরা নৌকা হইতে অবতরণ করিল। মথুর স্বয়ং হাল ধরিল—নৌকা আবার আপন মনে চলিল। অতুল বাবু চিন্তায় এরূপ বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য হইয়াছিলেন যে, তিনি এ সকল কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। নৌকা বহুদূর চলিয়া গেল। হঠাৎ একটা

পেচক তাহার মাথার উপর দিয়া বিকটস্বরে ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। তখন অতুল বাবুর চৈতন্যোদয় হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, মথুর তরণীর কর্ণধারের স্থান অধিকার করিয়াছে। তদ্দর্শনে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলে, মথুর তুমি হালে কেন? দাঁড়ীমাঝী কোথায় গেল?

ম। তারা নিকটবর্ত্তী একটা গ্রামে জলখাবার আনতে গিয়েছে। তারা না থাকলেই বা। আপনার ভয় হচ্চে নাকি?

অ। ভয় কিসের? তবে তাহারা কখন গেল, লক্ষ্য করি নাই। আমাকে একটা কথাও বলিয়া গেল না?

ম। এ কথা আর কি ব'লবে? আমাকে বলে গেছে, তাই কি যথেষ্ট হয় নি?

অ। যথেষ্ট হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে আমার ইহার জন্য বিরক্তি বা রাগ হয় নাই।

ম। শুনে সুখী হলুম। ইদানীং আমার উপর আপনার প্রায়ই ক্রোধ হয় দেখি। আপনি কি মনে করেন, আমি আপনার ভৃত্য?

অ। আমি কখন তাহা মনে করিয়াছি কি? না তদ্বৎ তোমার সহিত ব্যবহার করিয়াছি? তুমি অকারণে আমার উপর দোষারোপ করিতেছ। আমার মনে হয়, সেই কঠিন রোগের পর হইতে তোমার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়াছে, স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, নতুবা তুমি কখনই আমার সহিত এভাবে কথা কহিতে পরিতে না।

মথুর স্বগত বলিল, আজ তাহারই বুঝাপড়া হইবে।

নৌকা মথুরা ত্যাগ করিয়া অনেক দূরে আসিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। থাকিয়া থাকিয়া চপলা স্বীয় রূপরাশি দেখাইতেছে। দামিনীর দম্ভ দেখিয়া জীমূতবৃন্দ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পবনদেব সুযোগ বুঝিয়া মালসাট মারিতে লাগিল। প্রকৃতির ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া অতুল বাবু বলিলেন, মাঝীরা হয়ত এতক্ষণ জলখাবার আনিয়া তীরে দাঁড়াইয়া আছে। রাত্রিও অধিক হইয়াছে, নৌকা ফিরাও, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক।

মথুর 'বেশ' বলিয়া নৌকার মুখ ফিরাইল।

মথুরায় ফিরিতে হইলে উজান বহিয়া আসিতে হইবে। দাড়ীমাঝী কেহই নাই। অতুল বাবু হাল ধরিলেন, মথুর হাল ছাড়িয়া দাঁড় ধরিল। কিয়দ্দূর এইভাবে অতিক্রান্ত হইবার পর একটা বাঁকের মুখে নৌকাখানি তীরে ঠেকিল। মথুরের ইহা সহ্য হইল না। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিতে লাগিল। সে নক্ষত্রবেগে আসিয়া অতুল বাবুকে ঠেলিয়া ফেলিয়া হাল ধরিল। অতুল বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

মথুর যে তাঁহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তিনি স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই। কাজেই প্রথমে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেইখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি দেখিলেন, কালান্তক যমসদৃশ মথুর তাঁহার সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য



"অতুলবাবু অচৈতন্য-অবস্থায়। সেই সময়ে সহসা
[illegible] হইল।" ([illegible] পৃঃ)

করিয়া এক তীক্ষ্ণধার ছুরীকা উত্তোলন করিয়াছে। পলকের মধ্যে ছুরীকা তাঁহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইবে—তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ করিবে। নিমেষের জন্য তাঁহার ভগবানকে স্মরণ হইল—নিমেষের মধ্যে মথুরের পূর্ব্বেতিহাস তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভগবানের করুণালাভের জন্য তাঁহার প্রাণটা একবার কাঁদিয়া উঠিল। তিনি যেন শত হস্তীর বলপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি মথুরের ছুরীকা ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন—কিন্তু সকলই বৃথা হইল—আঘাত রোধ হইল না—ছুরীকা আমূল তাঁহার বক্ষে প্রোথিত হইল। তিনি মর্ম্মাহত হইয়া নৌকাবক্ষে পতিত হইলেন। রুধিরস্রোত অজস্রধারায় ক্ষতস্থান হইতে ছুটিতে লাগিল। অতুল বাবু জ্ঞানচৈতন্য—আহত।

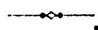
সেই সময়ে সহসা অশনিপাত হইল। কালিন্দীর কালজলে বজ্রাহত মথুরের দেহ নিপতিত হইল। নৌকা জলমগ্ন হইল—সকলই ফুরাইল। যেখানে এই ঘটনা ঘটিল, সেইখানে কিয়ৎক্ষণ জলরাশি চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। জল ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমেই স্থির হইল। আর কিছুর চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। সংসারের নিয়মই এই।



তৃতীয় খণ্ড।



প্রথম পরিচ্ছেদ।



বিজয়চাঁদের কৌশল।

যে কার্য্য সাধনের জন্য বিজয়চাঁদ নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছিল, তাহা আপনা হইতেই সংসাধিত হইল। অতুল বাবু তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়াছিল। বিজয়চাঁদ বুঝিয়াছিলেন, চপলা অতুলের পক্ষপাতী—এমন কি প্রণয়প্রার্থিনী। সুতরাং তাঁহাকে চপলার পথ হইতে অপসারিত করিতে হইবে।

অতুল বাবুর উপর বিজয়চাঁদের রাগের দ্বিতীয় কারণ, অতুলের বুদ্ধিমত্তা। অতুল বাবু থাকিতে মিঃ সি রুদ্রাকে করায়ত্ত করা যে সহজসাধ্য হইবে না, তাহা বিজয়চাঁদ বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্যও তাঁহাকে কলিকাতা হইতে সরাইতে হইবে;

এই দুই কারণে অতুল বাবুর বিরুদ্ধাচরণে বিজয়চাঁদ কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন! কিন্তু তাঁহাকে আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না, বিধাতা তাঁহার উপর সদয় হইলেন। অতুল বাবু স্বেচ্ছায় কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

অনুসন্ধানে বিজয়চাঁদ অবগত হইলেন, অতুল বাবু কবে ফিরিবেন—সত্বর ফিরিবেন কিনা—তাহার স্থিরতা নাই। ইহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির বিশেষ সুবিধা হইল ভাবিয়া তিনি হৃষ্টমনে সি রুদ্রা সাহেবের বাটীতে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। বিজয়চাঁদ এক্ষণে সি রুদ্রার দক্ষিণ হস্ত-হইয়াছেন—তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত সি রুদ্রা এক পদও চলেন না। সি রুদ্রা এক্ষণে অষ্টপ্রহরই সুরাপান করিয়া থাকেন। চপলা ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। তিনি বিজয়চাঁদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াও সি রুদ্রার জন্য অনেক সময়ে নীরব থাকিতেন। বিজয়চাঁদের যে তাঁহার উপর দৃষ্টি আছে, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। অন্য কেহ হইলে তিনি পদাঘাতে তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে ত তাহা সম্ভব নহে। সি রুদ্রা যে বিজয়চাঁদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তিনি বিজয়চাঁদের সম্মুখে বহির্গত হওয়াই ত্যাগ করিয়াছিলেন। দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার ব্যতীত তাঁহার যে আর গত্যন্তর ছিল না। ইহাতে বিজয়চাঁদ চপলার উপর উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। এমন কি প্রকারান্তরে চপলাকে জানাইলেন—চপলা যদি

তাঁহার অঙ্কশায়িনী না হন, তাহা হইলে তিনি নানারূপে চপলার সর্ব্বনাশ করিবেন। চপলা ইহাতে ভীত হইলেও বিজয়চাঁদকে সে ভাব আদৌ জানিতে দেন নাই।

দিন সি রুদ্রা ও বিজয়চাঁদ মদ্যপান করিতেছেন, এমন সময়ে সি রুদ্রা সাহেব বলিলেন, "ভাই, আমার মনে হয়, চপলাই জহর বিবিকে সরাইয়াছে। সে যদি জহর বিবিকে সকল কথা না বলিয়া দিবে, তাহা হইলে জহর কিরূপে আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্ধিহান হইবে? জহর আমার সহিত কাশি হইতে বেশ হাসিতে খেলিতে আসিল, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াই বিগড়াইয়া গেল কেন? ইহার মূল চপলা। আমি চপলাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে চাহি।"

বিজয়। তোমার বুদ্ধিমত্তার আমি আর কি বলিয়া প্রশংসা করিব? চপলার উপর আমার বরাবরই সন্দেহ হইয়া আছে। যাহা হউক, অকস্মাৎ কোন কাজ করা হইবে না। তুমি সমস্ত কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পণ কর—দেখ কেমন সুশৃঙ্খলায় আমি কার্য্য সম্পন্ন করি।

সি রুদ্রা। তোমাকে ত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি।

বধুয়া তুয়া লাগি আমি হয়েছি পাগল।
তুয়া লাগি দিবানিশি ঝরে আঁখি জল।

বিজয়। Bravo! বেশ! অতি বেশ!! তবে ভাই আর এক ডোজ দাও।

সি রুদ্রা। ডোজ ত ডোজ—আমি হয়েছি তোমার ক্লোজ, আমায় ক'রে ফোরক্লোজ, তুমি হও মন্টিকৃষ্ণো রোজ।

বিজয়। ভাই, তুমি কি আমার পরামর্শ শুন? মুখেই বল, আমার কথামত চল, কিন্তু কাজে কর কৈ?

সিঃ রুদ্রা। প্রমাণ?

বিজয়। প্রমাণ তোমাদের চ্যারিটী ফণ্ড আছে। ওটাকে না তুললে, তোমার মঙ্গল নাই। দেখ যাহারা সেকেলে ভূত, কাণ্ডজ্ঞানহীন ফুল, তাহারাই ঐরূপ দাতব্য ভাণ্ডার খুলে দেশের অশেষবিধ অকল্যাণ করিয়া গিয়াছে। দাতব্য ভাণ্ডারের অর্থ কতকগুলি অলস জানোয়ারের সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বড়ই দুঃখের বিষয়, তোমার ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এখনও সমাজের এরূপ অহিতকর কার্য্য অবাধে হইতে দিতেছ।

সি রুদ্রা। ঠিক বলিয়াছ My dear friend, আমার প্রাণের কথা টানিয়া বলিয়াছ। আমি পূর্ব্বাপরই উহার বিরোধী। বাবা মরিবার সময় ভূয়োভূয়ঃ এইটে চালাইবার কথা বলে গিয়াছিলেন, তাই এতকাল ওটা রাখিয়াছি, নতুবা কবে উহার সপিণ্ডকরণ হইয়া যাইত। উহা চালাইবার জন্য বাবা শুদ্ধ মুখে আদেশ করিয়া যান নাই—উইলেও নাকি উহার উল্লেখ করে গিয়েছেন। তিনি বারংবার বলিয়া গিয়াছেন, যদি আমি না চালাই, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইব—পথের ভিখারী হইব।

বিজয়। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারেও চপলার হাত আছে। এ সকল চপলার চালাকী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সি রুদ্রা। What a fool am I? আমার মতন বোকা কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে? এই সোজা কথাটা এতদিন বুঝিতে পারি নাই। দাতব্য ভাণ্ডারের টাকাটা থাকিলে আমরা আরো দুশো মজা উড়াইতে পারিতাম—মদের সাগর তৈয়ারী করিতাম—ডুব দিয়া প্রাণ পুরিয়া পেট ভরিয়া মদ খাইয়া সোণাগাছির শ্যামী বামীকে দেখাইতে পারিতাম—আমার দৌড় কত—আমি কতবড় লোক। সে সকল না করিয়া আমি কিনা ভয়ে ভয়ে দাতব্য ভাণ্ডার চালাইতেছি—আর দেশে অপগণ্ড অলস লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছি? আমাকে শত ধিক্! এই সামান্য বুদ্ধিটাও আমার ঘটে নাই? হা হতবিধে! আমি নিশ্চয়ই উহা তুলিয়া দিব।

বিজয়। তোমার মোহনিদ্রা কাটিয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। অতঃপর দাতব্য ভাণ্ডারে আর টাকা দিও না।

সি রুদ্রা। Never—Never in my life. জীবন থাকিতে নহে। আর চপলা বেটীকে এখনই পয়জার মারিতে মারিতে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব।

বিজয়। সে পরে হইবে। উহার জন্য উতলা হইও না, time is not yet rife for that. সময় হইলে আমিই তোমাকে বলিব।

সি রুদ্রা। বিধি প্রসন্ন তাই তোমার মতন জাম্বুবান মন্ত্রী পাইয়াছিলাম। ভাই হে—আজ বড় শুভদিন—দাতব্য ভাণ্ডারের টাকা বন্ধ হইল—চল সোণাগাছিতে বেদানার বাড়ীতে যাইয়া আকণ্ঠ সুধাপান করি গে, আর সংসারের লোককে দাতব্য ভাণ্ডারের টাকার সদ্ব্যবহার দেখাই।

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া বিজয়চাঁদ আনন্দিত হইলেন। তিনি সি রুদ্রার প্রস্তাবে তখনই সম্মতিদানপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। বলা বাহুল্য, সেদিবস উভয়ে সোণাগাছিতে যথাসময়ে আবির্ভূত হইতে বিস্মৃত হন নাই।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চপলার সুযোগ।

মিঃ সি রুদ্রা এক্ষণে বিজয়চাঁদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইয়াছেন। বাইবেলে বর্ণিত আছে, মানবের আদি পুরুষ ও নারী—আদম ও হাবা—যাহাতে একটা বিশেষ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করে, তজ্জন্য ভগবান নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সয়তানের প্ররোচনায় সে নিষেধ অমান্য করিয়া আদি দম্পতিযুগল সেই ফল ভক্ষণ করেন। তাহার ফলে, তাঁহারা সুরম্য উদ্যান হইতে বিতাড়িত হন। মিঃ সি রুদ্রা তদ্রূপ বিজয়চাঁদের প্ররোচনায় পিতৃনিষিদ্ধ কার্য্য করিলেন—দাতব্য ভাণ্ডারের অর্থ আত্মসাৎ করিলেন। বিজয়চাঁদ এদিকে এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়া এক্ষণে চপলালাভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বিজয়চাঁদের দুরভিসন্ধি চপলা পূর্ব্ব হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই তিনিও খুব সতর্কে কাল-যাপন করিতেন। বিজয়চাঁদের সংস্পর্শে কোনরূপে আসিতেন না। মিঃ সি রুদ্রাও যাহাতে তাঁহার সঙ্গত্যাগ করে, তৎপ্রতিও তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

একদিন ডাকযোগে তিনি একখানি পত্র পাইলেন। পত্রখানি অতুল বাবু লিখিয়াছিলেন। সে পত্রপাঠ করিতে করিতে চপলা দরবিগলিত ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পত্রে লেখা ছিল—

"আপনাকে বহুদিবস পত্র লিখি নাই। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। অধুনা আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, আমার বিপদের কথা আর আপনাদের কর্ণ-গোচর হইবে না—আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। এমন দিন গিয়াছে—যখন আমার জীবনের তিলমাত্র আশা ছিল—আমি মৃত্যুর শীতলস্পর্শ পর্য্যন্ত অনুভব করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে একটু সুস্থতা লাভ করিয়াছি—তাই আপনাকে পত্রখানি লিখিলাম।

আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে, কৃষ্ণনগর হইতে গোবিন্দ-লাল আমার সঙ্গে মথুর নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছিলেন। বিদেশে পাছে আমার কোনরূপ কষ্ট হয়, তজ্জন্য তিনি মথুরকে পাঠান। গোবিন্দলাল যদি আমাকে সহোদরের মতন ভাল না বাসিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মথুরকে পাঠাইতেন না। গোবিন্দলালের ঋণ আমি এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা, এমন অকপট সৌহার্দ্দ, এই পাপতাপপূর্ণ সংসারে বিরল।

মথুর এখানে আসিয়া সাধ্যানুসারে আমার সেবা করিত। কিসে আমি ভাল থাকিব, কিসে আমার কষ্ট বা দুঃখের লাঘব

হইবে, তাহাই তাহার ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। আমি মথুরাকে পাইয়া বিদেশের কষ্ট অনেকটা ভুলিয়াছিলাম। সেই সে মথুর আমার কাল হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে মথুরের অত্যন্ত পীড়া হয়। আমি যথা-সাধ্য তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। চিকিৎসা ও সেবার ক্রুটী হয় নাই। তথাপি আমাদিগের সকল যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইবার উপক্রম হইল। চিকিৎসক মহাশয় একদিন মথুরের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, জীবনাশা আর নাই। আমি বুঝিলাম, তাহার অন্তিম কাল উপস্থিত।

যে রাত্রিতে মথুরের মৃত্যু হইবে স্থির হইয়াছিল, সে রাত্রিতে দৈবদুর্যোগ বর্ণনাতীত হইয়াছিল। রোগীর গৃহে আর কেহ ছিল না। কে ইবা থাকিবে? বিদেশে বিপদ ঘটিলে ইহাই অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়।

ঘরে আমি ও মৃত্যুশয্যায় মথুর ব্যতীত আর কেহ ছিল না। অকস্মাৎ ঝটিকাবেগে স্তিমিতপ্রায় প্রদীপ নিবিয়া গেল। মথুরের তৎপূর্ব্বে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। অন্ধকার গৃহে শবদেহ সাথী করিয়া আমি অবস্থান করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, ঝড়বৃষ্টি একটু থামিলেই মথুরের শবদেহ সংকার করিতে লইয়া যাইব। আমি এই কথাই ভাবিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে কে বিচরণ করিতেছে মনে হইল। আমি প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলাম, দেখিলাম গৃহে অন্য কেহ নাই। তখন নিজের বৃথাশঙ্কায় নিজেই লজ্জিত হইলাম।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মথুর মরিল না। মথুর পুনর্জ্জীবন পাইয়া স্বতন্ত্র মানুষ হইল। যে মথুর আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত—তিলেকের জন্য আমার সঙ্গত্যাগ করিত না—সে আরোগ্যলাভ করিয়া অবধি আমাকে চক্ষুশূল বিবেচনা করিতে লাগিল—আমাকে দেখিলে দূরে অবস্থান করিত। ক্রমে মথুর লম্পট ও সুরাপায়ী হইল। তাহার চরিত্র-কলঙ্ক দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তাহার মতন পাপিষ্ঠ সংসারে অতি অল্পই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহার চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত বহু চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিলাম না। তাহাকে সৎপথে আনিবার জন্য আমি যত চেষ্টা করিতে থাকি, আমার উপর তাহার ততই ক্রোধোদ্রেক হইতে লাগিল।

একদিন সে আমাকে নৌ বিহারে যাইতে অনুরোধ করিল। মথুরের মুখে একটু হাসি দেখিলে, তাহাকে প্রকৃতস্থ দেখিলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না, সুতরাং তাহার অনুরোধ রক্ষা আমি অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম। অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও আমি সে বিহারে যাত্রা করিলাম।

নৌকায় সে, আমি ও একজন দাঁড়ী ও একজন মাঝী ছাড়া আর কেহ ছিল না। মথুরা ত্যাগ করিয়া আমরা বহুদূরে যাই। পরে একস্থানে মথুর—কি বলিয়া জানি না, মাঝী ও দাঁড়ীকে কোথায় পাঠাইয়া দিল। এই সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, এ সকল

বিষয়ে আমার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ আমার চৈতন্যো-দয় হইল। দাঁড়ী মাঝীর কথা জিজ্ঞাসা করায় মথুর বলিল, তাহারা এখনই আসিবে—স্থানান্তরে গিয়াছে! আমি তখন হাল ধরিলাম। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই মথুর আমার নিকট হইতে হাল কাড়িয়া লইল। মথুরের ব্যবহারে আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম। কতক্ষণ সে অবস্থায় ছিলাম মনে নাই, কিন্তু যখন চক্ষু চাহিলাম—দেখিলাম সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত। কালান্তক যমসদৃশ মথুর আমাকে ভীষণ ছুরীকাঘাত করিতে উদ্যত! আমার মাথা ঘুরিয়া গেল—মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া আমি মূহুর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। তাহার পর অতীত জীবনের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা চকিতের ন্যায় মনে পড়িল। কেন জানি না, সেই সঙ্গে আপনা আপনি ঈশ্বরকে স্মরণ করিলাম। আমি যেন নববলে বলীয়ান হইলাম। রজনীর অন্ধকারে ছুরীকাফলক যেন মস্তকোপরি ঝকমক করিতে লাগিল! আমি মথুরের হাত ধরিবার জন্য হস্তোত্তলন করিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিল না, ছোরা আমার বক্ষের রক্ত পান করিল। আমার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। তাহার পর কি হইল জানি না।

শুনিলাম নাকি তৎক্ষণাৎ বজ্রাঘাতে মথুরের প্রাণবিয়োগ হয়। নৌকাখানিও জলমগ্ন হয়। আমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভাসিতে ভাসিতে কতদূর গিয়াছিল জানি না। সেই সময় একখানি নৌকায় জহর বিবি স্থানান্তর হইতে আসিতেছিল।

সে আমার দেহ ভাসিতে দেখিয়া মাঝীদিগের দ্বারা উদ্ধার করে। আমার জীবনাশা ছিল না। চিকিৎসকের চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং জহরের যত্নে এযাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছি। ছুরীকা আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে নাই—কিন্তু উহার নিকটে লাগিয়াছিল।

জহর বিবির যত্ন আমি এজীবনে ভুলিতে পারিব না, আমি তাহার নিকট চির ঋণী হইয়াছি। আমাকে নদীবক্ষ হইতে উদ্ধার করিবার পর জহর বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছিল। তথাপি এরূপ স্থানে ঐরূপ অবস্থায় আমার দেহ ভাসিতে দেখিতে তাহার সন্দেহ হয়। আমার দেহ যমুনা বক্ষে ভাস-মান থাকা কিরূপে সম্ভবে? তাহার পর আমার যখন চৈতন্য-লাভ হইল, ক্রমে ক্রমে আমার স্মৃতিপথে সকল কথা উদিত হইতে লাগিল, তখন জহর আমার নিকট সকল কথা শুনিতে পাইল। আমি এখনও অতি দুর্ব্বল, নড়িতে পারি না বলিলেই হয়। ইচ্ছা আছে, সত্বর কলিকাতায় যাইব।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

অতুল।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপরীত ফল।

বিজয়চাঁদের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মিঃ সি রুদ্রা চপলানিগ্রহে বদ্ধপরিকর হইলেন। বিজয়চাঁদ ভাবিয়াছিলেন, সি রুদ্রার নিকট লাঞ্ছিত হইয়া চপলা তাঁহার সাহায্যপ্রার্থিনী হইবেন, তখন চপলাকে তিনি সহজেই বশীভূতা করিতে পারিবেন। বিজয়চাঁদের এ চাতুরী চপলা বুঝিতে পারিলেন, কাজেই সি রুদ্রা যখন তাঁহাকে নিগৃহীত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তখন চপলা বিজয়চাঁদের কৌশল ব্যর্থ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে সি রুদ্রাকে চপলা বলিলেন, "তুমি অধঃপাতে গিয়াছ, নতুবা বিজয়ের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিতেছ না।"

সি রুদ্রা। বিজয়ের আবার দুরভিসন্ধি কি? আমি ও সব কথা শুনিতে চাহি না। আমার বিশ্বাস, তুমি আমার সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর। তুমিই অতুলের সহিত পরামর্শ করিয়া জহরকে আমার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছ। তুমিই চেষ্টা করিয়া আমার পিতাকে উইল করাইয়াছিলে, আমি তোমার মুখ দর্শন করিতে চাহি না।

চপলা। আমা দ্বারা যে এই সকল কার্য্য হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাইয়াছ কি?

সি রুদ্রা। অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা কি? আর, সকল সময়ে সকল বিষয়ের প্রমাণও পাওয়া যায় না। আমার পিতা তোমার কথা ব্যতীত আর কাহারও কথা শুনিতেন না। তুমি যদি তাঁহাকে ঐরূপ উইল করিতে নিষেধ করিতে, তাহা হইলে তিনি কখনই করিতেন না।

চপলা। তুমি যেরূপ দুর্ব্বলচেতা, তিনি তদ্রূপ ছিলেন না! তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কাহারও কথায় তাহা ত্যাগ করিতেন না। তুমি যদি জানিতে ঐ উইলে আমার কতটা স্বার্থবিজড়িত, তাহা হইলে ঐরূপ অনুযোগ করিত না।

সি রুদ্রা। তর্কানুরোধে না হয় স্বীকারই করিলাম, উইলের ব্যাপারে তোমার কোন হাত ছিল না—কিন্তু জহরের ব্যাপারের তুমি যে মূল, সে সম্বন্ধে ত আর সন্দেহই নাই।

চপলা। আমিও সেই কথাই বলিতেছিলাম। সকল বিষয়েই কোন না কোনরূপ প্রমাণ থাকা চাই। আমি জহরকে এবাটী হইতে চলিয়া যাইতে অথবা তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে শিখাই নাই। জহর আমার কে যে তাহাকে তোমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত করাইব? আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে পূর্ব্বা-পর বিজয়চাঁদ তোমার সহিত চাতুরী করিতেছে। তোমাকে সে একরূপ বলিতেছে, জহরকে অন্যরূপ বুঝাইতেছে।

সি রুদ্রা। বিজয়চাঁদ আমার সহিত এরূপ চাতুরী করিবে, বিশ্বাস হয় না। সে আমাগত প্রাণ। সে কি আমার গলায় ছুরি দিতে পারে?

চপলা। ইহার প্রমাণ চাহ কি?

সি রুদ্রা। কি প্রমাণ?

চপলা। আচ্ছা, অতুল এখন কোথায় জান কি?

সি রুদ্রা। না।

চপলা। জহর কোথায় আমি জানি কি?

সি রুদ্রা। বোধ হয় না।

চপলা তখন গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "শুন চারু, তোমার মনোমোহিনী এক্ষণে অতুলের প্রেমভিখারিণী, অতুল তাহার নিকট আছে। বিজয়চাঁদ যদি ইহার ভিতর না থাকিবে, তাহা হইলে অতুল ও জহরের সম্মিলন কি সম্ভবপর হইত? অতুল রুগ্নশয্যায় জহরের বাটীতে অবস্থান করিতেছে, জহর অক্লান্তভাবে তাহার সেবা করিতেছে। অতুলের প্রতি যদি তাহার প্রাণের টান না থাকিবে, তাহা হইলে সে কেন তাহাকে আশ্রয় দিবে? তোমার সহিত জহর যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছে, বিজয়চাঁদের তাহা জানিতে বাকী নাই। বিজয়চাঁদ ইহার মধ্যে না থাকিলে তোমাকে উপেক্ষা করিয়া অতুলের প্রতি ঐরূপ যত্নপ্রদর্শন করিতে জহরের ক্ষমতা হইত কি?

মিঃ সি রুদ্রা চপলার বাক্যে আস্থা স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। একবার চপলার কথা তাঁহার

অবিশ্বাস হইল। তিনি চপলার মুখপানে চাহিলেন—কিন্তু তথায় কপটতার লেশমাত্র দেখিতে পাইলেন না! দেখিলেন, চপলার বদনমণ্ডল গম্ভীর ও উদ্বেগশূন্য—প্রশান্ত ও সরল। তথাপি মিঃ সি রুদ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজয়চাঁদের আমার সহিত শত্রুতা করিয়া লাভ কি?"

চপলা। লাভ আছে। মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে সকল কথা এখন বলিব না। কিন্তু আমাকে যখন প্রত্যয় করিতেছে না, তখন তোমার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। আমার একটা কথার উত্তর দিবে?

সি রুদ্রা। দিব।

চপলা। তুমি দাতব্য ভাণ্ডারের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছ?

বিনামেঘে সহসা বজ্রপাত হইলে লোকে যেরূপ চমকিয়া উঠে, চারু বাবু তদ্রূপ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি ক্ষণকাল একদৃষ্টে চপলার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

চপলা। আমি গোড়াতেই তোমাকে বলিয়াছি, কোন অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইবে। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

সি রুদ্রা দেখিলেন, চপলার নিকট কোন বিষয় গোপন করা নিস্প্রয়োজন। কাজেই বলিলেন "করিয়াছি। নিতান্ত অর্থাভাববশতঃ বিজয়চাঁদের প্ররোচনায় সম্প্রতি কিছু টাকা আমি স্বয়ং খরচ করিয়াছি।"

চপলা। আমি জানি।

সি রুদ্রা। কি ?

চপলা। বলিব না। তবে এই মাত্র বলি, তুমি বিজয়চাঁদ সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকিবে। মনে রাখিও, সে তোমার বন্ধু নহে। সে সম্ভবতঃ তোমার পিতার উইলের কতকটা আভাস পাইয়াছে। তাই সে অতুলের পক্ষপাতী হইয়াছে।

সি রুদ্রা। পিতার উইলের সহিত অতুলের সম্পর্ক কি ?

চপলা। তাহা বলিব না।

সি রুদ্রা। কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "দেখিতেছি পৃথিবীটা আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান। এ সংসারে কাহাকে, বিশ্বাস করিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। যাহা হউক—আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক—আমি বিজয়চাঁদকে ইহার প্রতিশোধ দিবই দিব।

চপলা। সাবধান! তুমি তাহাকে এক্ষণে কিছুই বলিও না। একবার আমাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দাও, তাহার পর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিও।

সি রুদ্রা চপলার কথার কোন উত্তর না দিয়া ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চতুরে চতুরে।

মিঃ সি রুদ্রা বিজয়চাঁদকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর আপ্যায়ন করেন না। বিজয়চাঁদ ইহাতে বিস্মিত হইয়া কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বুঝিতে পারিলেন, ভাবিয়াছিলেন এক—হইল আর। বুঝিলেন, চপলার চাতুর্য্যে তাঁহার কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে, শিব গড়িতে বানর হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প সমস্তই বিফল হইল। যে উপায়ে তিনি কার্য্যোদ্ধার করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহাও নিষ্ফল হইল। তিনি বটীকার চালে বাজী মাৎ করিতে গিয়া স্বয়ংই এক্ষণে মাৎ হইবার মতন হইলেন।

বিজয়চাঁদ এক্ষণে সি রুদ্রার সহিত সাক্ষাৎকালে অতি সাবধানে কথা কহেন, সাধ্যানুসারে মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা করেন। সি রুদ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তিনি যেমন প্রায়ই আসিয়া থাকেন, তদ্রূপই আসিয়াছেন, তবে আজ একটু ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইতেছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, অদ্য যদি মিষ্ট কথায় সি রুদ্রাকে তুষ্ট করিতে না পারেন, তাহা হইলে চপলা সংক্রান্ত সকল কথা ব্যক্ত

করিয়া সি রুদ্রার প্রতি মৃত্যু-বাণ নিক্ষেপ করিবেন। তিনি ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন।

সি রুদ্রার বাটীতে আসিয়া অদ্য প্রথমে সি রুদ্রার সাক্ষাৎ পাইলেন না—দেখিলেন বৈঠকখানায় চপলা অবস্থান করিতেছেন। চপলার কৌশলে তাঁহার যে চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে, পূর্ব্বেই তিনি তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। অদ্য অকস্মাৎ চপলাকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার সে ধারণা বদ্ধমূল হইল। প্রথমে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন—একটু অপ্রতিভও যে হন নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না। তাঁহার বক্ষঃস্থল ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। এক একবার মনে হইল, বুঝি চপলা অদ্য আত্মসমর্পণ করিবে; অমনই আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন; আবার পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিলেন, অদ্য যদি তাঁহাকে চপলার কৌশলের নিকট পরাজিত হইতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে, তাঁহার সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হইবে। তিনি চপলার পূর্ব্ব ইতিহাস সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ পত্র সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেগুলি বুকের পকেটে ছিল। সেগুলি যথাস্থানে আছে কি না, তিনি একবার হাত দিয়া দেখিলেন।

চপলাকে লক্ষ্য করিয়া বিজয়চাঁদ বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য আপনার দর্শনলাভ হইল। আসিয়াছিলাম চারুর কাছে, দর্শন পাইলাম আপনার। ইহা স্বপ্নাতীত ফললাভ। চারু কোথায়?"

চপলা ভূপৃষ্ঠে নয়ন স্থাপন করিয়া বলিলেন "সে বাড়ীতেই আছে, শরীরটা কিছু অসুস্থ। তাই আমাকেই অতিথি-সংকারের ভারটা অর্পণ করিয়াছে।"

বি। বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। এত দিন এ বাটীতে আসিয়াছি, এমন ভাগ্যোদয় কোন দিন হয় নাই আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম বলিতে পারি না।

চ। বিদ্রূপ করিবেন না। চারুর সহিত আপনার কি প্রয়োজন শুনিতে পাই কি?

বিজয়চাঁদ মনে মনে বলিলেন "শুনিলে তুমি চমকিত হইবে। তোমারই সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছি।" প্রকাশ্যে বলিলেন "চারুর সঙ্গে কখন্ দেখা হইতে পারে?

চ। চারুতে আমাতে এই কথা হইয়াছে, আমার সহিত আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হইবে। আপনার যাহা বক্তব্য, আমি প্রথমে তাহা শুনিব।'

বি। চারুর সহিত আমার বিশেষ কথা আছে।

চপলা বিজয়চাঁদের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "আমি কি সে কথা শুনিতে পাই না?

বিজয় শিহরিয়া উঠিলেন। সেই সুধাংশুলাঞ্ছিত মুখ-খানির, কমনীয় ভাব, সেই হরিণীনয়নার চাহনী, তাঁহার মর্ম্মস্থান ভেদ করিল। বিজয়চাঁদ একবার চপলার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি করিলেন। মানুষের মুখেই হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত থাকে। বিজয়চাঁদ চপলার মুখে তাঁহার মর্ম্মকথা পাঠ করিবার জন্য প্রয়াস

করিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিল, চপলা কি তাঁহার মনের কথা জানে? আজি যে উদ্দেশ্যে তিনি চারুর নিকট আসিয়াছেন, চপলা কি পূর্ব্ব হইতে তাহা জানিতে পারিয়া এইরূপ কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছেন?

বিজয়চাঁদ বলিলেন "ভাল, আপনারা যাহা মনস্থ করিয়াছেন, আমি তদ্রূপই কার্য্য করিব। আমি কেন আসিয়াছি, আপনি তাহা জানেন কি?

চ। জানি।

বি। কি বলুন দেখি?

চ। আপনি চারুকে বুঝাইতে আসিয়াছেন যে, অতুলের জহরের বাটিতে রুগ্নশয্যায় অবস্থানের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ নাই—আপনি সে বিষয় কিছুই জানেন না।

বি। প্রকৃতই তাহাই। এ ব্যাপারে আমি আদৌ সংশ্লিষ্ট নহি।

চ। আমার মনে হয়, আপনার একথা চারু বিশ্বাস করিবে না।

বি। যাহাতে বিশ্বাস করে, তাহার জন্যই আসিয়াছিলাম।

এই সময়ে মিঃ সি রুদ্রা হঠাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল রোষে আরক্তিম, শরীর কম্পান্বিত। তিনি বিজয়চাঁদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইয়াছে কি?"

চপলা উত্তর করিলেন "এখনও হয় নাই

সি রুদ্রা। আমি তোমাদের কথার মধ্যে আসিয়া বিরক্তি উৎপাদন করিলাম বলিয়া দুঃখিত। তুমি এখন বাড়ীর ভিতর যাইতে পার।

সি রুদ্রার মূর্ত্তি দেখিয়াই চপলা বুঝিয়াছিলেন, তিনি একটা বিভ্রাট ঘটাইবেন। কাজেই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু সি রুদ্রার প্রকৃতিও তিনি জানিতেন। তাঁহার কথামত গৃহ হইতে চলিয়া না যাইলে অপমানিত হইবারও সম্ভাবনা ছিল। চপলা বিষম বিপাকে পড়িলেন। তিনি অনিচ্ছায় যেন যাইতেছেন, এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিজয়চাঁদ তদ্দর্শনে চারু বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"উনি ইচ্ছা করিলে গৃহে থাকিতে পারেন, এরূপ অনুমতি দাও।"

সি রুদ্রা। আমার সহিত একাকী সাক্ষাৎ করিতে কি তোমার ভয় হইতেছে?

বি। তিলমাত্র নহে।

সি রুদ্রা! অতুল এক্ষণে জহরের বাটীতে আছে, এবিষয় তুমি কিছু জান?

বি। জানি। জহর আমাকে পত্র লিখিয়াছে।

সি রুদ্রা তচ্ছ্রবণে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "এতদিন আমাকে একথা বল নাই কেন?"

বি। প্রয়োজন বিবেচনা করি নাই। কথাটা শুনিলে তোমার মনে আঘাত লাগিতে পারে, ইহাও একটা কারণ বটে।

মিঃ রুদ্রা। শুনিয়া সুখী হইলাম, আমার প্রিয়বন্ধু আমার হৃদয়ে কিসে আঘাত লাগে না লাগে তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন।

বি। তোমার নিকট ভদ্র ব্যবহার পাইব আশা করিয়াছিলাম।

মিঃ রুদ্রা এই কথায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ী এখনই ত্যাগ কর। তুমি বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক। আমার অর্থ আত্মসাৎ করাই তোমার একমাত্র চেষ্টা। তুমিই জহরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে এখান হইতে সরাইয়াছ, আবার তুমি সে দোষ অকারণে চপলার ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছ! তুমিই অতুলের সহিত জহরের মিলন ঘটাইয়াছ।

ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত কোন ব্যক্তি এরূপ অবমাননা সহজে সহ্য করিতে পারেন না। অন্য স্থানে হইলে বিজয়চাঁদ সম্ভবতঃ তৎক্ষণাৎ অবমাননাকারীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। কিন্তু এখানে তাহার প্রয়োজন ছিল না। মিঃ রুদ্রাকে শাস্তি দিবার অন্য অস্ত্র তাঁহার নিকটেই ছিল। বিজয়চাঁদ বহুকষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "চপলার সহিত আমার আর কিছু কথা আছে। তাহা শেষ না করিয়া আমি তোমার বাড়ী ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।"

মিঃ রুদ্রা আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলবৎ বিজয়চাঁদকে আক্রমণ করিলেন। বিজয়চাঁদ

এরূপ আকস্মিক আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন। তিনি সি রুদ্রার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া বলিলেন, "চারু, একদিন ইহার জন্য তোমাকে ফলভোগ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের সম্মুখে বলপ্রকাশ আমি পুরুষত্বের পরিচায়ক বলিয়া মনে করি না।"

চপলা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি চারুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "চারু! দোহাই তোমার, এস্থান ত্যাগ কর। বিজয় বাবুর বক্তব্য শুনিয়া এখনি তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

চপলার বাক্যে মিঃ রুদ্রা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন বিজয়চাঁদ চপলাকে বলিতে লাগিলেন, "আপনার জন্যই আমি এ সকল সহ্য করিলাম। আমাকে আক্রমণ করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ রক্ষা পায় নাই।" চপলা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার জন্য?"

বি। হাঁ আপনারই জন্য। আপনার পূর্ব্ব ইতিহাস আমি সমস্তই জানি। আমার পিতা কাশীর কোতোয়াল ছিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত কাগজ পত্র হইতে আপনার সংক্রান্ত সকল কথাই অবগত হইয়াছি।

চপলা বুঝিলেন, তাঁহার অনুমান ঠিক হইয়াছে। তথাপি বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন "আমার বিষয় আপনি কি জানেন? বলুন দেখি আমি কে?"

বি। আপনি জাহ্নবী।

মুহূর্ত্তের জন্য চপলা স্তম্ভিত হইলেন—মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বাক্‌রোধ হইল, তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি যেন বিলুপ্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই চিত্ত সংযম করিয়া বলিলেন, "আমি যদিই জাহ্নবী হই, তাহাতেই বা কি হইল? জাহ্নবী নরঘাতিনী বা দস্যু তস্কর নহে যে, তাহার নামোচ্চারণেই সে ভীত বা লজ্জিত হইবে।"

বি। নিশ্চয় নহে। একদিন জাহ্নবীর পদতলে সমগ্র কাশীবাসী লুটাইয়াছিল, জাহ্নবীকে লাভ করণাশায় কত কোটীপতির শির ভূমিতলে গড়াগড়ি গিয়াছিল। তাহার পর সেই ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূতা, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী, কোকিলকণ্ঠি জাহ্নবী জনৈক বাঙ্গালীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইল। প্রণয়ীযুগলের তৎপরবর্ত্তী কার্য্যাবলী—জাহ্নবীর ভ্রাতার অপমান, উভয়ের কাশী হইতে প্রস্থান প্রভৃতি ঘটনা—উপন্যাসবর্ণিত আখ্যায়িকা-সম প্রতীয়মান হয়।

চ। সকলই সত্য—এখন আপনার বক্তব্য কি?

বি। চারুর ব্যবহার আপনি স্বচক্ষে দেখিলেন। আমি চারুর এই পাশবিক ব্যবহার সহ্য করিতে পারি না। চারুকে আমার মুঠার মধ্যে রাখিতে চাহি। আর—আর—

চা। আর কি? স্পষ্ট করিয়া বলুন?

বি। আর আপনার আমার উপর একটু কৃপাদৃষ্টি—

চা। বুঝিলাম, সয়তান অপেক্ষাও আপনি ভয়ানক। নতুবা আমাকে কৌশলে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন কেন?

বি। কৌশল? পৃথিবীতে এমন কি কৌশল, কি উপায় আছে, আপনাকে লাভ করিবার জন্য যাহা অবলম্বন করিতে আমি অপ্রস্তুত? আপনি বোধ হয় এ হৃদয়ের কথা জানেন না, এ অধমের মর্ম্মজ্বালা পরিজ্ঞাত নহেন। যদি জানিতেন, আপনাকে পাইবার জন্য আমার প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল, তাহা হইলে আমাকে ঐরূপে তিরস্কার করিতেন না। পায়ে ধরি, মিনতি করি, একবার বলুন, আমার সহস্র অপরাধ থাকিলেও ক্ষমা করিবেন, অনুগত ভাবিয়া আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন।

বিজয়চাঁদের ধৃষ্টতা ও স্পর্দ্ধা দর্শনে চপলা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন। স্ত্রীলোকের নিকট এভাবে প্রণয় প্রার্থনা তাহার অবমাননা ব্যতীত আর কিছুই নহে। চপলা আর বিজয়চাঁদের সম্মান রাখিতে পারিলেন না—ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বলিলেন, "মনে করিবেন না আমার জীবনের প্রথমাংশের কাগজ পত্র পাইয়া আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারেন।"

বি। তাহাই সত্য কি? আপনাকে এক্ষণে লোকে যে চক্ষে দেখে, যে ভাবে সম্মান করে, ইহা প্রকাশ হইলে তাহা আর করিবে না—আপনার এবাটীতে থাকা দায় হইবে।

চপলা বুঝিলেন, বিজয়চাঁদ রোগ বুঝিয়াছেন, ক্ষতস্থান টিপিয়ে ধরিতে জানেন। কাজেই তাঁহাকে আর ক্রুদ্ধ না করিয়া বলিলেন "ভাল! তর্কানুরোধে না হয় স্বীকারই করিলাম, আমি আপনার করায়ত্ত হইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া আপনি অন্যায়, অভদ্রোচিত প্রস্তাব করিলে অবনত মস্তকে

তাহা যে স্বীকার করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ আছে কি? আপনার জন্য আমি এই পর্য্যন্ত করিতে পারি, অতঃপর চারু আপনার সহিত কুব্যবহার করিবে না।

বি। শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অদ্য বিদায়।

বিজয়চাঁদ বিদায় গ্রহণ করিবার পর সি রুদ্রা চপলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজয়চাঁদ এতক্ষণ কি বলিতেছিল?"

চপলা উত্তর করিলেন, তোমার পিতা অতুলের হাতে যে উইল দিয়া গিয়াছেন, বিজয় সেই উইলের সকল কথাই জানে। যদি অতুল সেই উইল খুলিয়া দেখে, তাহা হইলে তোমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে।

সি রুদ্রা উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, বিজয়চাঁদের চাতুরীতে তুমি ভুলিয়াছ দেখিতেছি। আমি উহা বিশ্বাস করি না।

চ। বিশ্বাস করা না করা তোমার হাত। আমার পরামর্শ যদি শুন, তাহা হইলে অবিশ্বাস করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিও না।

সি রুদ্রা। তর্কানুরোধে স্বীকারই করিলাম, বিজয়চাঁদ সত্যসত্যই সকল কথা জানে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তুমি কি মনে কর, অতুল তাহার কথায় উইল খুলিয়া পাঠ করিবে? আমি অতুলকে অত নীচ মনে করি না।

চা। সত্য, কিন্তু বিজয়চাঁদের চক্রান্তে অতুল যদি জহরের হাতে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে এ ব্যাপারেও যে তাহার কথামত কার্য্য করিবে না, কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?

সি রুদ্রা। আমি যদি তোমার কথামত কার্য্য না করি। আমি যদি বিজয়চাঁদের আর মুখদর্শন না করি, এ বাড়ীতে ঢুকিলে যদি পদাঘাতে বিতাড়িত করি, তাহা হইলে তুমি কি করিতে পার?

চা। আমি কিছু না করিলেও বিজয়চাঁদই তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। দাতব্য ভাণ্ডারের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছ, মনে নাই কি? পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে তোমাকে কপর্দ্দকশূণ্য ভিখারী হইতে হইবে।

দাতব্য ভাণ্ডারের কথায় সি রুদ্রার চমক ভাঙ্গিল। তখন তাঁহার মনে হইল, চপলা কি বিজয়চাঁদের প্রণয়াভিলাষিণী? সি রুদ্রা আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

অতুলবাবু কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল, রোগশীর্ণ। ছয়মাস পূর্ব্বে যে অতুল বাবু যৌবনের বল বীর্য্য, তেজ উত্তম লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, বিদেশ-প্রত্যাগত তিনি আজি জীর্ণ শীর্ণ দেহে—বার্দ্ধক্য ও জরার লীলাক্ষেত্ররূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বদেশে ফিরিবার সময় পূর্ব্বস্মৃতি-উদ্দীপক কত দৃশ্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। বাল্যের ক্রীড়াভঙ্গি, কৈশোরের আমোদ প্রমোদ, কত কথাই মনে হইতে লাগিল। তিনি দুর্ব্বল দেহ, চিন্তাভারাক্রান্ত অপ্রসন্ন মন লইয়া বালীগঞ্জে ফিরিলেন।

প্রথমেই মামুদ আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। মামুদ পাগলের মত হইয়াছে। তাহারও জীবনের উপর দিয়া অনেক ঝড় তুফান চলিয়া গিয়াছে—সেও যেন আর দেহভার বহন করিতে পারে না। মলিন বদনে—ধীরে ধীরে সে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অতুল বাবু তাহাকে দেখিয়া ধীরে, ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামুদ ভাল আছ ত?"

মা। হুজুর! আমার আর ভাল কি? খোদা এখন আমাকে লইলেই হয়।

অ। কি করিবে? সকলই ভবিতব্যতা।

মা। সত্য, কিন্তু হুজুর পোড়া মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। কত করিয়া বুঝাইতেছি, কিছুতেই যে ভুলিতে পারিতেছি না।

অ। কুলসমের আর কি কোন নূতন উপসর্গ হইয়াছিল?

মা। নূতন আর কিছুই নহে, কেবল সে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। আমার সেই ফুল যেন মরুভূমির তপ্ত বাতাসে দিন দিন মলিন ও বিশুষ্ক হইয়া পড়িল।

অ। তাহার চিকিৎসার ত কোন ত্রুটী হয় নাই?

মা। হুজুর সে বিষয়ের বন্দোবস্তের ত কিছু বাকী রাখিয়া যান নাই। চিকিৎসা কিসের হইবে? তাহার ত কোন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। রোগ থাকিলে ত ডাক্তার চিকিৎসা করিবে। রোগ তাহার দেহে ছিল না—মনে ছিল। মনের রোগের চিকিৎসা ডাক্তার হেকিমের সাধ্য নাই যে করে!

অ। ঠিক বলিয়াছ, মানসিক পীড়া দুরারোগ্য। আচ্ছা তাহার মানসিক অবস্থা কি পূর্ব্ববৎ ছিল?

মা। আজ্ঞা হাঁ হুজুর! তবে সেই সয়তান প্রভৃতির যে স্বপ্ন দেখিত, সেগুলা গিয়াছিল। আহা! বাছা যখন মরিতেছে, তখনও তাহার দৃষ্টি বিষাদপূর্ণ, নৈরাশ্যব্যঞ্জক। আমাদের

যে এত ভালবাসিত—সে ভালবাসাও তাহার যেন কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—সেই এক ভালবাসায় সে যেন বিভোর হইয়াছিল।

অতুল বাবু মনে মনে বলিলেন "ভালবাসার এমনই প্রতাপ বটে! আগে একথা বুঝিতাম না, এখন হৃদয়ের পরতে পরতে বুঝিতে পারিতেছি।" তিনি মামুদকে নানারূপে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মামুদ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অতুল বাবুকে বলিল "হুজুর! আপনার শরীর দেখিয়াও বড় ভয় হইতেছে। চক্ষুতে সে জ্যোতিঃ নাই, মুখে সে প্রফুল্ল ভাব নাই, শরীরে সে বল নাই—দেহে সে কান্তি নাই। আপনাকে দেখিয়াও আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে।" অতুল বাবু ভাবিলেন, তাঁহার ব্যাধি চারুবালাই আরোগ্য করিতে পারে—অন্যের অসাধ্য। সমগ্র পৃথিবী তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া দিলেও এ পীড়া আরোগ্য হইবার নহে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমার জন্য চিন্তা নাই। সত্বর আরোগ্য হইব।"

মামুদ চলিয়া যাইবার পর জনৈক ভৃত্য একখানি পত্র আনিয়া দিল। পত্রখানি কৃষ্ণনগর হইতে গোবিন্দলাল লিখিয়াছেন। অতুল বাবু যখন কাশীতে জহরের বাটিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গোবিন্দলাল কাশীতে যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অতুল বাবু কিছুতেই সম্মত হন নাই। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে তিনি কাশী হইতে

গোবিন্দলালকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রের উত্তর তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

গোবিন্দলাল লিখিয়াছেন, তিনি পর দিবস কলিকাতায় উপনীত হইবেন। তাঁহার সহিত জ্যোৎস্না ও চারুবালা আসিবে। অতুল বাবু যেন ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইয়া দেন। চারুবালার আগমন সংবাদে অতুলের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এত সৌভাগ্য কি তাঁহার হইবে যে চারুবালা তাঁহার বাটীতে আসিবে?

অতুল বাবু আসিয়াছেন শুনিয়া চপলাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কেবল আসিলেন না, সি রুদ্রা আর বিজয়চাঁদ। অতুল বাবুর চেহারা দেখিয়া চপলা শিহরিয়া উঠিলেন। এই কয়মাসে অতুলের যেন দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। অতুলকে দেখিলে আর চেনা যায় না। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন "একি আকার? সে রূপ, সে জ্যোতিঃ কোথায় গেল? তোমার এখন অসুখটা কি?"

অ। আমার যে কি অসুখ, আমি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

চ। বুঝিয়াছি, তোমার ব্যাধি মনের—দেহের নহে। তুমি এখনও চারুবালাকে ভুলিতে পার নাই? আর যে কখন ভুলিতে পারিবে, সে বিশ্বাসও আমার নাই। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, যুবকদের যেমন এক একসময়ে প্রেমপ্রবাহ উথলিয়া উঠে তোমারও তদ্রূপ হইয়াছে। কিন্তু এখন

দেখিতেছ তাহা নহে—ইহা স্বল্পতোয়া খরপ্রবাহিনী ক্ষীণাঙ্গী স্রোতস্বতী নহে—ভীষণ গর্জ্জনশীল, উত্তাল তরঙ্গমালাবিক্ষুব্ধ, অকূল পাথার। তুমি চারুবালার কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?

অতুল লজ্জাবনত মস্তকে বলিলেন "অদ্য পাইয়াছি; তাঁহারা বোধ হয় আগামী কল্য এখানে আসিবেন।"

চ। তাহা হইলে তোমার পীড়া অনেকটা উপশমিত হইবে। আমরাও চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটাইতে পারিব।

ইহার পর অতুল বাবুর সহিত চপলার, মিঃ সি রুদ্রা ও বিজয়চাঁদ সংক্রান্ত, নানা কথাবার্ত্তা হইল। চপলা অতুলবাবুকে একে একে সকল কথাই বলিলেন। বিজয়চাঁদের ব্যবহারের কথা শুনিয়া অতুল বাবু ক্রুদ্ধ হইলেন, প্রতীকার করিতে অসমর্থ-বোধে ক্ষুন্নও হইলেন। তাহার পর জহর বিবির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। জহরের মাতুলালয় মথুরার কিয়দ্দূরবর্ত্তী একখানি গ্রামে। মাতুলালয়ে বৃদ্ধা মাতামহী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। মাতামহীর যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল। তাহার কঠিন পীড়ার সংবাদ পইয়া জহর তথায় গিয়াছিল। বৃদ্ধা কালগ্রাসে পতিত হইলে জহর তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। সেই সময়ে সে অতুলের দেহ যমুনায় ভাসিতে দেখে।

জহরের মতিগতি ফিরিয়াছে। সে এখন আর কুপথগামিনী নহে। তাহার সম্পত্তির সে সদ্ব্যয় করিয়া থাকে। অতুল বাবু যখন রোগে ভুগিতেছিলেন, যখন চিকিৎসকেরা

তাঁহার জীবনে হতাশ হইয়াছিলেন, তখন জহর নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিত। অক্লান্ত পরিশ্রমে সে অতুলবাবুর সেবা করিয়াছিল। অতুলবাবুর সেবা করিয়া যে সুখভোগ— যে আনন্দলাভ করিত—এত সুখ, এত আনন্দ সে জীবনে কখন উপভোগ করে নাই। কেন এই আনন্দ হইত, সে নিজেই তাহা অনেক সময়ে বুঝিতে পারিত না।

অতুল বাবু কয়েক দিবস সংজ্ঞাহীন ছিলেন। কাজেই তাঁহার পীড়ার সংবাদ গোবিন্দলাল বা চপলা কেহই পান নাই। তিনি যখন পত্র লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন উভয়কেই পত্র লিখিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল তাঁহার চিঠি পাইয়া বুঝিয়াছিলেন, বিপদে পতিত হইয়া, অতুলের মতিগতি অনেক ফিরিয়াছে—অতুলের সে নাস্তিকতার অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে। অবশিষ্ট অবিশ্বাসটুকুও ক্রমে বিলুপ্ত হইবে। চারুবালাও যে একথা জানিতে পারে নাই, তাহা বলা যায় না।

চারুবালা যখন প্রথমে শুনিয়াছিল, অতুলের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তখন তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। বালিকা বুঝিতে পারে নাই, এ কষ্টের কারণ কি? সংসারে কত নাস্তিক, নরাধম ত আছে, কৈ তাহাদিগের জন্য চারুবালার প্রাণ ত এত কাঁদে না! তবে অতুলের জন্যই তাহার এত কষ্ট হইল কেন? অনেক সময়ে চারুবালা আপনাআপনি এই প্রশ্ন করিত, কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিত না

বালিকা বুঝিত না, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে—স্নিগ্ধ সুনির্ম্মল হৃদয়-পটে কালো মেঘ দেখা দিয়াছে।

অতুলের প্রতি চারুর মন ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। অতুল বাবুর মধুর ব্যবহার, অমায়িক প্রকৃতি, দীনে দয়া, আর্ত্তের প্রতি সমবেদনা প্রভৃতি অশেষ গুণে চারুবালা মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রে কলঙ্কস্বরূপ, গোলাপে কণ্টকস্বরূপ অতুল বাবুর নাস্তিকতা চারুবালার সুখের পথে অন্তরায় হইল।

অতুল বাবু বিদেশে গমন করিয়াছেন—চারু তাহা শুনিল। শুনিয়া নিভৃতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। সেই মুক্তাফললাঞ্ছিত অশ্রুবিন্দু আপনাআপনি গণ্ডদেশ বহিয়া বক্ষের উপর পড়িল। চারু শত চেষ্টাতেও তাহা নিরোধ করিতে পারিল না।

মথুরা হইতে অতুল বাবু গোবিন্দলালকে যখন পত্র লিখিতেন, চারুবালা তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। অতুল বাবুর মনোভাব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া গোবিন্দলাল যখন চারুকে শুনাইয়া শুনাইয়া জ্যোৎস্না-কুমারীর নিকট আনন্দ প্রকাশ করিতেন, তখন চারু সুখস্বপ্ন দেখিত—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত, অতুল বাবুর মতিগতি যেন সত্বর পরিবর্ত্তিত হয়। গোবিন্দলাল ইহা বুঝিতেন। বুঝিয়াই চারুবালার সম্মুখে জ্যোৎস্নাকে বলিতেন, "এদেশের কেমন মাটীর দোষ, পাশ্চাত্য শিক্ষার কেমন বিষময় ফল, অনেক শিক্ষিত হিন্দু প্রথমে নাস্তিক বা বিধর্ম্মী হয়। কিন্তু পরিশেষে হিন্দুধর্ম্মের মধুরত্ব—উদারতা বুঝিতে পারিয়া আবার

গোঁড়া হিন্দু হইয়া থাকেন। অনেক বড় লোকের জীবনী পাঠে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশের যুবকেরা হিন্দু শাস্ত্রাদি আদৌ পাঠ করে না, বিধর্ম্মীর নিকট হিন্দুধর্ম্মের কদর্থ শুনিয়া যাহা বুঝে, যাহা শিখে, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়। তাহার পর যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা বা মত্ততা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে তাহাদিগের জ্ঞানোদয় হয়, হিন্দুধর্ম্মে পুনর্ব্বার আস্থাবান হইয়া থাকে। অতুলও তাহাই হইতেছে। আমার মনে হয়, কালে অতুল এমন হিন্দু হইবে যে, তাহার তুলনা পাওয়া দুর্ঘট হইবে।”

গোবিন্দলালের মুখে চারুবালা যখন এই সকল কথা শুনিত, তখন তাহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। ইহার পর কাশী হইতে অতুলের পত্র আসিল। পত্রে অতুলের বিপদের ও পীড়ারোগ্যের সংবাদ ছিল। অতুল বাবুর পীড়ার সংবাদে চারুবালা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—অতুল বাবুর ক্রমশঃ আরোগ্য লাভের সংবাদ পাইয়া আবার চারুবালার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। অতুল বাবু শেষ পত্রে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের কথা লিখিত ছিল। শুনিয়া চরুবালার প্রফুল্লভাব ফুটিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল এ সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। বালিকা যে অতুলকে ভালবাসিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহই রহিল না। তিনি মনি করিলেন, অতুল বাবু কলিকাতায় আসিলে তিনি যখন তাঁহাকে দেখিতে যাইবেন, তখন জ্যোৎস্না ও

চারু উভয়কেই সঙ্গে লইয়া যাইবেন। অতুলের কলিকাতা আগমনের সংবাদ আসিবার পর গোবিন্দলাল চারুবালার মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে ও জ্যোৎস্নাকুমারীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুঃখে সুখ।

পরদিবস প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই অতুল বাবু অত্যন্ত অসুস্থতা অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রত্যুষেই তাঁহার জ্বর প্রবল হইল। অকস্মাৎ পুনর্ব্বার জ্বরাক্রান্ত হওয়ায় তিনি চিন্তিত হইলেন। তখনই মামুদকে ডাকিয়া চপলার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন এবং সন্ধ্যার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ী লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে গোবিন্দলালের কৃষ্ণনগর হইতে আসিবার কথা ছিল।

যথাসময়ে চিকিৎসক আসিলেন। তিনি দেখিলেন, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, অবসন্ন। জ্বরের প্রকোপও বেশ আছে। রোগী যে দুঃসহ চিন্তাভারাক্রান্ত, তাহাও বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভের এবং উত্তম সেবাসুশ্রূষার প্রয়োজন। যাহাতে সে বিষয়ে ক্রুটী না হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন।

সেদিন বহু চেষ্টা করিয়াও রোগী সজ্ঞানে থাকিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

চপলা আসিয়া দেখিলেন, অতুল শয্যায় ছটফট্ করিতেছে—প্রলাপ বকিতেছে। তিনি সাধ্যমত অতুলের সেবা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময় গোবিন্দলাল, জ্যোৎস্নাকুমারী এবং চারুবালা উপনীত হইলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া গোবিন্দলালের ভয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পুনরায় ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "রোগীর মানসিক ও শারীরিক অবসাদ ঘটিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে রোগীকে কেহ ছোরা মারিয়াছিল, ছোরাটা হৃদ্‌যন্ত্রের পার্শ্বদেশে প্রোথিত হইয়াছিল, তাই রক্ষা, আর একটু হইলে হৃদ্‌পিণ্ড বিদ্ধ হইত, ফল—অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। যাহা হউক, যাহাতে রাত্রিতে রোগীর সুনিদ্রা হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। উঁহাকে কেহই বিরক্ত করিবেন না।"

চিকিৎসক চলিয়া গেলেন। চপলা মিঃ সি রুদ্রার ভয়ে রাত্রিতে থাকিতে পারিলেন না। কারণ তিনি সি রুদ্রার মনোভাব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি জানিতেন, অতুল বাবুর ভবলীলা সমাপন হয়, ইহাই সি রুদ্রার ঐকান্তিকী ইচ্ছা। অতুল বাবু মরিলে তিনি নিষ্কণ্টক হন—তাঁহার সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইবার আর কোন আশঙ্কা থাকে না।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, অতুলের রোগের শান্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রলাপোক্তিতে তিনি যাহা বলিতেন, তাহাতে মনে হইত, তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ

করিয়া, অন্য কোন লোকে বাস করিতেছেন। কত ভূত প্রেতের কথা কহিতেন, কত পিশাচ রাক্ষসের নৃত্য দেখিতেন। কখন বা কাতর কণ্ঠে গোবিন্দলাল ও চারুবালার শরণাপন্ন হইতেন। যখন চারুবালার নামোচ্চারণ করিতেন, কখন বাস্পাকুলনেত্রে শূন্যদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতেন। মনে হইত, তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী যেন নাচিয়া উঠিতেছে। চারুবালা ইহা লক্ষ্য করিত—তাহারও গণ্ড বহিয়া অশ্রু পতিত হইত।

ক্রমে ক্রমে অতুল বাবুর বাঁচিবার আশা হইল। ধীরে ধীরে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইতে লাগিল। গোবিন্দলাল, জ্যোৎস্নাকুমারী ও চারুবালার অক্লান্ত পরিশ্রমে অতুল বাবু আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। চপলা মাঝে মাঝে আসিতেন। মিঃ সি রুদ্রা বা বিজয়চাঁদ একদিনও দেখিতে আসেন নাই। চপলা যাহাতে প্রত্যহ না আইসেন, মিঃ সি রুদ্রা তদ্রূপ মনোভাব ব্যক্ত করিতেও ক্ষান্ত হন নাই।

অতুল বাবুর যেদিন প্রথম চৈতন্য হইল, সে দিবস তাঁহার শয্যাপার্শ্বে চারুবালা বসিয়াছিল—গৃহে আর কেহই ছিল না। অতুল বাবু চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই চারুবালাকে দেখিতে পাইলেন। প্রথমে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—আবার নয়নপল্লব মুদ্রিত করিলেন—আবার চাহিলেন—দেখিলেন সত্য সত্যই সেই ভুবনমোহিনী বালিকা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছে। একি স্বপ্ন, না প্রহেলিকা?

অতুল বাবু যখন বুঝিলেন, ইহা তাঁহার দৃষ্টির বিভ্রম নহে, তখন সাদরে সোৎসুকচিত্তে চারুবালার হাত দুইখানি ধরিলেন। চারু মুখখানি অবনত করিয়া বসিয়া রহিল।

একি অপার্থিব সুখ! এত সুখ কি অতুল বাবুর কপালে ছিল? বিধাতা কি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন? ভগবানের অস্তিত্বে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না বলিয়াই কি তিনি এত কষ্ট পাইয়াছেন? ভগবৎভক্তি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে বলিয়াই কি ভাগ্যোদয় হইল? কত কথা অতুল বাবুর মনে উঠিতে লাগিল। তাঁহার বুকের মধ্যে যেন প্রলয়ের ঝড় বহিতে লাগিল। অতুল বাবু সে আবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। কেবল "চারু" বলিয়াই চক্ষুঃ মুদ্রিত করিলেন। দেহ নিস্পন্দ হইল—অবসাদ তাঁহাকে যেন ঘিরিয়া ফেলিল।

পুনরায় তিনি যখন সংজ্ঞা লাভ করিলেন, তখন দেখিলেন গোবিন্দলাল তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তিনি একবার ঘরের চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলেন—তাহার পর নির্নিমেষ লোচনে গোবিন্দলালের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দরবিগলিত ধারায় তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গোবিন্দলাল সকলই বুঝিলেন। তিনি নানারূপে অতুলকে শান্ত করিতে লাগিলেন। অতুলের ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এ অতুল আর নাস্তিক অতুল নহেন—সুতরাং অতুলের পক্ষে চারুবালা লাভ যে আর অসম্ভব ব্যাপার নহে, গোবিন্দলাল ইহা বলিতেও ক্ষান্ত

হইলেন না। তৃষিত চাতক যেরূপ বারিবিন্দুলাভে তৃপ্ত হয়, গোবিন্দলালের কথায় অতুল বাবু তদ্রূপ আশ্বস্ত হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহার পীড়ার শান্তি হইতে লাগিল। তিনি যখন নিরাময় হইলেন, তখন গোবিন্দলাল, জ্যোৎস্নাকুমারী এবং চারুবালাকে লইয়া, কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিষম কথা।

বিজয়চাঁদের সহিত মিঃ সি রুদ্রা যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ না দিয়া বিজয়চাঁদ যে ক্ষান্ত হইবেন না, চপলা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চপলার সদাই আশঙ্কা, পাছে বিজয়চাঁদ অতুলকে সকল কথা বলেন। চপলার পূর্ব্ব ইতিহাস, মিঃ টি রুদ্রার সহিত প্রণয়-সংঘটন, সমস্তই বিজয়চাঁদ অবগত ছিলেন। তাঁহার নিকট এতৎসংক্রান্ত সকল কাগজপত্র আছে। তিনি অতুল বাবুকে চপলা-সংঘটিত সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিলে অতুল বাবু যদি কৌতূহলপরবশ হইয়া উইলখানি পাঠ করেন, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং বিজয়চাঁদকে যেন তেন প্রকারেণ হস্তগত করিতেই হইবে।

চপলা কিন্তু বিজয়চাঁদকে আদৌ ভালবাসিতেন না, দেখিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থায় বাধ্য হইয়া, কপটতা প্রকাশপূর্ব্বক পর পুরুষকে প্রণয়-ভাব প্রদর্শন, স্ত্রীলোকের পক্ষে কিরূপ কষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, সুযোগ ঘটিলে নিষ্পেষণ করিতেও পশ্চাৎপদ

হই না, দায়ে পড়িয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে, দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে কি ?

চপলার তাহাই হইল। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী শত চেষ্টা করিয়াও বিজয়চাঁদের কবলমুক্ত হইবার উপায় দেখিতে পাইলেন না। তিনি নিজের ভাগ্যকেই ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

অতুল বাবুর উপরও চপলার পূর্ব্বভাব নাই। অতুল বাবু চারুবালার প্রেমমুগ্ধ, চপলা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। ঈর্ষায়, ঘৃণায়, ক্রোধে চপলার শরীর জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। কাজেই অতুল বাবুকে তিনি আর প্রীতিনেত্রে অবলোকন করিতে পারিতেন না।

এ মহাবিপদে চপলা একাকিনী। চারুর সহিত কথা কহা, আর না কহা, সমান। একদিকে বিজয়চাঁদের ভ্রুকুটী, অন্যদিকে মিঃ সি রুদ্রা তথা তাঁহার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইবার উদ্যোগ, চপলাকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

চপলা একদিন ডাকযোগে একখানি পত্র পাইলেন। সভয়ে পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, উহা বিজয়চাঁদের লিখিত। সৌভাগ্যের কথা, পত্রখানি সি রুদ্রার হাতে পড়ে নাই। পত্রে লেখা ছিল—

চপলে—

তোমাকে ভুলিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু কিছুতেই পারিতেছি না। এখন বুঝিতেছি, তুমি ব্যতীত এ সংসার মরুময়। চারু আমাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত করিয়াছে,

তথাপি তাহার বাড়ী না যাইয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার মান অপমান সকলই সমান হইয়াছে। তোমাকে দেখিবার জন্য তোমাদের বাড়ী যাইব। আশা করি, আমাকে বঞ্চিত করিবে না। উত্তেজিত হইলে ভেকও দংশন করিবার চেষ্টা করে, ইহা স্মরণ রাখিও। অনুগত

বিজয়।

চপলা প্রথমে ভাবিলেন, চারুকে একথা বলিবেন না। কিন্তু পরক্ষণেই স্থির করিলেন, তাহা অসম্ভব। কারণ চারু একথা জানিতে পারিলে অনর্থপাত করিবে। সুতরাং চারুকে বলা কর্ত্তব্য।

মিঃ সি রুদ্রা বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র চপলা বিজয়চাঁদের পত্রের কথা বলিলেন। রুদ্রা সাহেব বিজয়চাঁদের আগমনের কথা শুনিয়াই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আসিলে পদাঘাতে তাহাকে বিতাড়িত করিব। তুমি কিছুতেই দেখা করিতে পারিবে না।"

চপলা বিজয়চাঁদকে শান্ত করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "আমি নিশ্চয়ই দেখা করিব। বিজয়কে আমি যদিও অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, তথাপি তাহাকে আপ্যায়িত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।"

চারু তীব্রদৃষ্টিতে চপলার মুখের দিকে চাহিলেন। রূঢ়-ভাবে বলিলেন "তোমার উপর তাহার এমন কি অধিকার

আছে যে, তুমি সাহস করিয়া সাক্ষাতে অনভিমত প্রকাশ করিতে পারিতেছ না ?”

চ। সে কথা আমি তোমাকে এক্ষণে বলিতে পারি না। উহা কেবল আমার গুপ্ত কথা নহে, তোমার স্বার্থও উহাতে বিজড়িত।

চারু। ওটা একটা ফাঁকা কথা—ও কথার কোন মানে নাই। আমি বহুবার তোমার নিকট ঐ কথা শুনিয়াছি। নূতন কোন কথা থাকে ত বল।

চপলা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে, স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন “চারু আমি বহু বৎসর এ বাটীতে কাটাইলাম। তোমার পিতাও আমাকে যথেষ্ঠ ভালবাসিতেন। এমন একদিন আসিতে পারে, যে দিন তোমাকে আমার সকল গোপনীয় কথা ব্যক্ত না করিয়া থাকিবার উপায় থাকিবে না। কিন্তু এক্ষণে আমি তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। বিজয়চাঁদ আমার পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত সমস্তই জানে। সে যে আমার জীবনের অতীত ঘটনা লইয়া কেলেঙ্কারী করিবে, আমি তাহা কোনমতেই সহ্য করিতে পারিব না।”

চারু। বিজয়চাঁদ কি কেলেঙ্কারী করিবেই ?

চপলা। আশ্চর্য্য কি ?

চারু। সে অর্থপিশাচ। এমন কার্য্য নাই, অর্থ পাইলে যাহা সে না করিতে পারে। তুমি অর্থ দ্বারা তাহাকে বশীভূত কর। টাকার লোভে সে আমার জন্তু-জহরকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল।

চপলা। তুমি ত এ কথা আমাকে কখন বল নাই!

চারু। তাহা হইলে এখন ত বুঝিতে পারিলে, সে কি প্রকৃতির লোক। তোমার গুহ্য কথা অপ্রকাশ রাখিবার জন্য সে কত টাকা চাহে?

চপলা। টাকা চাহে না।

চারু। তবে কি তোমাকে চাহে?

চপলা। তাহাই বটে। এই তাহার পত্র।

চারু। তুমি কি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছ?

চপলা। হই নাই—কিন্তু না হইয়া উপায় কি?

চারু। তাহার কবল হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায়ই কি নাই?

চপলা। আপাততঃ কিছুই দেখিতেছি না। তবে কোন প্রকারে দিন কাটাইবার চেষ্টা করিব।

চারু। তাহাকে বলিও, তুমি তাহাকে আদৌ ভালবাস না অন্যকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ।

চপলা। সে কি তাহা বিশ্বাস করিবে?

চারু। কেন? তুমি আমার নাম করিয়া বলিতে পার যে, তুমি আমাকে ভালবাস।

চারুর বাক্যাবসান হইতে না হইতে চপলা চমকিয়া উঠিলেন—তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল—দেহস্থ সমস্ত শোণিত যেন মাথায় উঠিতে লাগিল। শেষে উন্মাদিনীবৎ করযোড়ে চারুকে বলিতে লাগিলেন, "দোহাই ভগবানের—

ঐরূপ কথা আর কখন আমাকে বলিও না। আমার মত হতভাগিনী, দুঃখিনী সংসারে বুঝি আর নাই। আমি তোমার দয়ার পাত্রী—কৃপাভিখারিণী।”

চারু। আমি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলাম। আচ্ছা! আমি কি এতই কুৎসিত?

চপলার যেন শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেন “তুমি কুৎসিত নহ। তুমি আমার স্নেহের পাত্র। আমাকে হিতৈষিণী বলিয়া সর্ব্বদা মনে করিও।”

চারু। শুনিয়া সুখী হইলাম, পৃথিবীতে আমার একজনও শুভানুধ্যায়িনী আছে। বিজয়চাঁদ সম্বন্ধে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, করিও।

মিঃ সি রুদ্রা আর তিলমাত্র অবস্থান না করিয়া প্রস্থান করিলেন। চপলা নিভৃতে চক্ষের জলে ধরা সিক্ত করিতে লাগিলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিজয়চাঁদের জয়।

যথাকালে বিজয়চাঁদ উপস্থিত হইলেন। চপলা ধীর পাদ-বিক্ষেপে সেই স্থানে আসিলেন। চপলাকে দেখিয়াই বিজয়চাঁদ বলিলেন "আপনার কি অসুখ করিয়াছে?"

চপলা উত্তর করিলেন, "শারীরিক ভাল আছি বটে, কিন্তু মানসিক ভাল নাই।"

বি। সম্ভবতঃ আমার প্রস্তাবের বিষয়ই ভাবিতেছিলেন। দুঃখিত হইলাম, আমার প্রস্তাবে আপনি কষ্ট পাইয়াছেন।

চপলা। চারুর নিকট শুনিয়াছি যে, জহরকে সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য সে আপনাকে অনেক টাকা দিতে চাহিয়াছিল। কথাটা সত্য কি?

বিজয়চাঁদ অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু সে ভাব আদৌ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন "আমোদ করিতে করিতে বিদ্রূপচ্ছলে ঐরূপ কথা হইতে পারে। তাহাতে দোষ কি?"

চ। দোষ গুণের কথা হইতেছে না। আপনি আমার কথাটার উত্তর না দিয়া প্রকারান্তরে চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বি। ইহা কি ভদ্রতানুমোদিত প্রশ্ন ?

চ। প্রশ্নটা না হইতে পারে, কিন্তু কাজটা ভদ্রানুমোদিত হইয়াছে বটে! কেমন না? আপনি কি মনে করেন, এরূপ প্রকৃতির লোককে আত্মসমর্পণ করিতে কোন্ রমণী স্বীকৃত হইতে পারে ?

চপলার ঘৃণাব্যঞ্জক স্বর, অবজ্ঞাসূচক অবলোকন বিজয়চাঁদের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন "পূর্ব্ব কথা উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন। জহর এখন আর সে জহর নাই—সে ধর্ম্মনিরতা, পরোপকারব্রতধারিণী, ব্রহ্মচারিণী হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান লইয়াই কথা কহিতে আসিয়াছি। আমি কি এতই হেয় যে, আপনার দাস হইতেও পারি না ?"

চপলা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিজয়চাঁদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনার প্রস্তাব, আমার সংক্রান্ত গুপ্ত কাগজপত্রের বিনিময়ে আমাকে লাভ। কেমন ইহাই ত ?

বি। কথাটা যে ভাবে ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিতে পারেন।

চ। আপনি আমার বিষয় কতদূর অবগত আছেন, তাহা এখনও বলেন নাই।

বি। জানিতে ইচ্ছা করিলে আমি সমস্ত বিবরণই বলিতে পারি।

চ। আমাকে এই উপায়ে লাভ করিবার জন্য আপনি বোধ হয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ?

বি। হাঁ।

চ। এতদ্ব্যতীত আর কোন সর্ত্ত আছে ?

বি। তাহা পরে স্থির হইবে।

চ। তাহা হইলে আপনার ইচ্ছা, আমাকেও লাভ করিবেন এবং আমার সংক্রান্ত কাগজপত্রও আপনি রাখিবেন ?

বি। তাহাই বটে।

চ। আমি যদি আপনার প্রস্তাবে সম্মত না হই ?

বি। আমি ঢক্কানিনাদে এই গুহ্য কথা লোকজগতে প্রকাশ করিব। মনে রাখিবেন, অতুল বাবুও তাহা হইলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

চ। অতুল সমস্তই জানে।

বিজয়চাঁদ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না।"

চ। অসম্ভব হইলেও সত্য।

বি। অতুল বাবু সমস্ত জানিলে কখনই নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না। মানুষ কখনই এরূপ মহানুভব হইতে পারে না।

চ। আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আমাকে আপনি পাইবেন না।

অবজ্ঞাত, ক্রুদ্ধ বিজয়চাঁদ চপলার দিকে কঠোরভাবে চাহিলেন। এমন তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া কেহ কখন তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করে নাই। চপলা দেখিলেন, বিজয়চাঁদের দৃষ্টিতে প্রতিবিধিৎসা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

তিনি মুখে সাহস প্রকাশ করিলেও, বিজয়চাঁদকে মনে ভয় না করিয়া থাকিতে পারিলেন না!

ধূর্ত্ত বিজয়চাঁদ চপলার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "অতুল বাবু সমস্ত কথা জানেন বলিয়া মনে হয় না। আমি একবার তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিব।"

চ। আপনি কি সমস্ত কথাই জানেন?

বি। নিশ্চয়ই।

মিঃ সি রুদ্রা যখন চপলার নিকট শুনিলেন যে, চপলা সংক্রান্ত সমস্ত রহস্যই বিজয়চাঁদ অবগত আছেন, তখন তিনি উহা অবগত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন, স্থির করিলেন। তিনি গোপনে উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিবার আশায় একটা দ্বারের পার্শ্বে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

চপলা হতাশ অন্তঃকরণে, বিষম অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিলেন, "যদি সমস্তই জানেন, তাহা হইলে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিতেছি না।"

বিজয়। আপনার সৎবুদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। মিঃ সি রুদ্রা অথবা অতুল বাবুকে তবে আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই?

চপলা। না—কোনই আবশ্যকতা নাই।

বিজয়। আপনি যে বলিতেছিলেন, 'অতুল বাবু সমস্ত কথাই জানেন, উহা সত্য কি? অথবা আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য ঐরূপ বলিয়াছিলেন?

চপলা। ঠিক তাহাই নহে। অতুলের নিকটও সমস্ত কাগজ পত্র আছে। তবে সে আপনার ন্যায় নীচাশয় নহে, কাগজ পত্র খুলিয়া পড়ে নাই।

বিজয়। আমার স্বার্থ ভিন্নরূপ, কাজেই আমার সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। ভাল, উইলে কি লেখা আছে, তাহা অবগত হইবার জন্য তাঁহার কি কৌতূহলও হয় নাই?

চপলা। না। স্বর্গীয় টি রুদ্রা বিশেষ কারণ ব্যতীত কাগজগুলি খুলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

বিজয়। সে বিশেষ কারণটা জানেন কি?

চপলা। চারু যদি কখন দাতব্য ভাণ্ডারের টাকা আত্মসাৎ করে, তাহা হইলেই অতুল উইল পাঠ করিবে।

বিজয়চাঁদ কথাটা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ সি রুদ্রা দাতব্য ভাণ্ডারের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া যদি অতুল বাবু জানিতে পারেন, তাহা হইলেই কি তিনি উইল খুলিবেন?"

চপলা। সম্ভব?

বিজয়। তাহার ফল?

চপলা। চারু দাতব্য ভাণ্ডারের টাকা আত্মসাৎ করিলেই সমস্ত সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইবে।

মিঃ সি রুদ্রা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। যে দ্বারের পার্শ্বে তিনি লুক্কায়িত ছিলেন, হঠাৎ সবলে সেই দ্বার উদঘাটিত করিয়া তিনি উন্মত্তবৎ বিজয়চাঁদকে আক্রমণ

করিলেন। তাঁহার হস্তে একখান তীক্ষ্ণধার ছোরা ছিল। মিঃ সি রুদ্রা অদ্য বিজয়চাঁদকে শমনসদনের অতিথি করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন।

বিজয়চাঁদ পুলিশে কার্য্য করিতেন। এরূপ আকস্মিক আক্রমণে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। অতি ক্ষিপ্রতার সহিত তিনি আক্রমণ রোধ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মিঃ সি রুদ্রা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আয়ত্ব হইলেন। মার্জ্জার মুখে মূষিক যেরূপ নিস্তেজ—বলহীন হয়, সি রুদ্রা বিজয়চাঁদের হস্তে তদ্রূপ অবস্থান করিতে লাগিলেন। মিঃ রুদ্রার আকস্মিক আক্রমণে চপলা ভীতা ও চমকিতা হইয়াছিলেন। যখন দেখিলেন, বিজয়চাঁদ মিঃ সি রুদ্রাকে বালকের ন্যায় ধারণ করিয়া আছেন, অথচ তাঁহার মুখে ক্রোধের চিহ্নমাত্রও নাই, তখন তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলেন।

বিজয়চাঁদ মিঃ সি রুদ্রাকে বলিলেন "চারু, ইহা তোমার নিজেরই কর্ম্মফল। তুমি লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদিগের কথা শুনিতেছিল। যাহা হউক, যখন অনেক কথাই শুনিয়াছ, তখন আর তোমার নিকট কিছু গোপন করিব না—সমস্তই বলিব। তাহার পর—আমি যে প্রস্তাব করিব, তাহাতে তোমাকে সম্মত হইতে হইবে। নতুবা তোমার নিজের সর্ব্বনাশ তুমি স্বয়ংই সংসাধিত করিবে—অন্যে তজ্জন্য দায়ী বা দোষী হইবে না।"

চপলা বলিলেন "চারু! উঁহার কথামত কার্য্য করা ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই।"

সি রুদ্রা। "আমাদের" কথার মানে কি?

চপলা। হাঁ, আমরাই বটে! স্থির হও, সকল কথা শুন, তাহার পর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিও।

সি রুদ্রা। বেশ, বল।



নবম পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত রহস্য।

গৃহ নীরব, নিস্তব্ধ। চপলা, সি রুদ্রা বা বিজয়চাঁদ কিয়ৎক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না—সকলেই নির্ব্বাক, নিস্পন্দ।

মিঃ সি রুদ্রা উদ্‌গ্রীব হইয়া বিজয়চাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যে রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য তিনি এতদিবস চেষ্টা করিতেছিলেন, আজি সেই গভীর রহস্য প্রকাশিত হইবে। এই রহস্যের উপর তাঁহার ভাবী শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। কাজেই তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না।

বিজয়চাঁদ ধীরভাবে কতকগুলি কাগজ বাহির করিলেন। তাঁহার মুখে কোনরূপ উত্তেজনার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছিল না। চপলা জানিতেন, বিজয়চাঁদ তাঁহারই জীবনকাহিনী বলিবেন। তিনি সহস্র প্রকারে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত হইয়াও যে গুপ্তকথা প্রকাশ করেন নাই, যে গুপ্ত কথা জগতে আর কেহ জানে না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস ছিল—যে গুপ্ত কথা তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আমরণ তিনি সযত্নে লুকায়িত রাখিবেন ভাবিয়াছিলেন, যে গুপ্ত কথা প্রকাশিত হইলে তাঁহার ও চারুর ভবিষ্য-জীবন অন্ধকারময় হইবে, সেই ভীষণ গুপ্তকাহিনী মিঃ সি রুদ্রাকে তাঁহার নিগ্রহকারী নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিজয়চাঁদ রূঢ়ভাবে

প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। চপলা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, যদি সেই গুপ্ত কাহিনী চারুকে শুনাইতেই হয়, তাহা হইলে এরূপে বলা উচিত, যাহাতে চারু তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত না হইয়া সমবেদনা প্রকাশ করে। বলিতে হয়, তিনি স্বয়ং বলিবেন—বিজয়চাঁদকে বলিতে দিবেন না।

বিজয়চাঁদ যখন গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এরূপ সময়ে চপলা মিনতি করিয়া বলিলেন, "দয়া করিয়া আমাকেই আমার জীবনের সেই গোপনীয় কথা বলিতে দিবেন কি? যদি একান্তই বলিতে হয়, আমিই বলিব, আপনার বলিবার প্রয়োজন নাই।"

বিজয়চাঁদ বলিলেন "আমাকে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হইতে রক্ষা করিলেন। আমিই আপনাকে এইজন্য অনুরোধ করিব মনে করিতেছিলাম।"

চপলা তখন গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমার জীবনের রহস্যপূর্ণ ইতিবৃত্ত শুন। আমি বালবিধবা—ক্ষত্রিয়-রমণী। ক্ষত্রিয়ানীদের রূপ ভুবনবিদিত। এই রূপই তাহাদিগের কাল। ইহারই জন্য ভারতবর্ষ ছারখার হইয়াছে—চিতোর ধ্বংস হইয়াছে। আমারও রূপ সর্ব্বনাশের আকর হইয়াছিল। আমার রূপাগ্নিতে পুড়িয়া মরিবার জন্য পতঙ্গের ন্যায় কত ধনাঢ্য ব্যাকুল হইয়াছিল, কত লোকে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব আমার পায়ে ঢালিয়া দিতে চাহিয়াছিল।"

চপলা এই সময়ে একবার বিজয়চাঁদের প্রতি চাহিলেন। বিজয়চাঁদ বলিলেন, "কাগজে এইরূপই লেখা আছে, বটে।"

চপলা বলিলেন, "আমি বৃথা গর্ব্ব করিতেছি না—সত্য ঘটনাই বিবৃত করিতেছি। আমার নাম ছিল জাহ্নবী। এক সহোদর ও দূর সম্পর্কীয়া এক দিদিমা ব্যতীত সংসারে আমার আর কেহ ছিল না। এই সহোদরের নাম—জিতন সিংহ। জ্যেষ্ঠ জিতন আমাকে প্রাণসম ভালবাসিত। ভ্রাতা ভগিনীতে যতদুর ভালবাসা হইতে পারে, আমরা পরস্পর তদ্রূপ ভালবাসিতাম। এখনও জিতন সিংহের কথা মনে হইলে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়।" চপলা আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার সেই আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষুর্দ্বয় হইতে দর দর ধারে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল।

চপলা বহুকষ্টে চিত্ত সংযম করিয়া পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "বাল্যেই আমার বিবাহ হয়। বিবাহের চারি দিবস পরেই আমি বিধবা হই। ক্রমে স্ফুটনোন্মুখ যৌবন দেখিয়া পোড়া দেশের লোকের আমার উপর দৃষ্টি পতিত হয়। আমাকে কুপথগামিনী করিবার জন্য আমাদের জাতির অনেক লোকই চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ কুট্টিনী পাঠাইয়া, কেহ আত্মীয়তাচ্ছলে বাটীতে আসিয়া, কেহ জিতন সিংহের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া, কেহ অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, আমি ঘৃণার সহিত তাহাদিগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি।

"ক্রমেই যৌবন পূর্ণ হইল। মরা গাঙ্গে বান্ ডাকিল। মিঃ টি রুদ্রা এই সময়ে আমার নয়নপথে পতিত হইলেন। প্রথম দর্শনেই আমি চিত্ত হারাইলাম—তাঁহার পদতলে প্রাণ বিকাইলাম। উভয়ের চেষ্টায়, নিভৃতে গোপনে সাক্ষাতেরও অভাব ঘটিল না। টি রুদ্রায় মনুষ্যত্বের সকল লক্ষণই দেখিতে পাইলাম। তিনি যেন রমণীজয় করিতেই সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলাম, ইষ্ট দেবতার ন্যায় হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিলাম। পাপ কখন গোপন থাকে না। ক্রমেই আমাদের গুপ্ত প্রণয়-সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। আমার আত্মীয় স্বজন টি রুদ্রার উপর খড়্গহস্ত হইল। জিতন সিংহকে সহায় করিয়া টি রুদ্রার প্রাণসংহার করিতেও তাহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

"বেগতিক দেখিয়া আমি টি রুদ্রাকে বলিলাম, 'এবাটীতে সাক্ষাৎ করা আর নিরাপদ নহে—স্থানান্তরে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত।' যে কথা টি রুদ্রা আমাকে স্বয়ং বলিতে পারেন নাই, আমিই সেই প্রস্তাব করিলাম। তিনি সাগ্রহে আমার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। সে অবস্থায় পলায়নও বিষম বিপজ্জনক। চারিদিকে শত্রুপক্ষীয়ের চর ঘুরিতেছে, সুযোগ পাইলেই টি রুদ্রা বা আমাকে একেবারে যমপুরীতে প্রেরণ করিবে। আমি টি রুদ্রাকে কাশীর তদানীন্তন কোতোয়াল কিশোরীচাঁদের সাহায্য গ্রহণ করিতে বলিলাম। টি রুদ্রা দ্বারা তাঁহাকে সহজেই বশীভূত করিলেন। যে ভ্রাতাকে

আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতাম, সেই ভ্রাতাই যেন আমার চক্ষুঃশূল হইল। কোতোয়ালের সাহায্যে আমরা বাটী ত্যাগ করিলাম। টি রুদ্রার প্রাণসংহারের জন্য জিতন সিংহ চেষ্টার ক্রটী করে নাই। কিন্তু আমরাও কোতোয়ালের সাহায্যে সে বিষয়ে তাহাকে বিফলপ্রযত্ন করি।

"টি রুদ্রা আমাকে লইয়া কাশীত্যাগ করিলেন না। তিনি ভীরু ছিলেন না। তিনি বলিলেন 'এ সময়ে কাশী হইতে চলিয়া যাইলে লোকে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিবে। তিনি তাহা প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিবেন না।' আমরা শিকৃরুলে বাড়ী ভাড়া করিলাম।

"টি রুদ্রা সপরিবারে কাশীতে আসিয়াছিলেন। কাশীতে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান হইল। সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকাগারেই প্রসূতি প্রাণত্যাগ করিল। শিশু বাঁচিয়া রহিল।"

এই সময়ে সি রুদ্রা উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "আমিই সেই সন্তান।"

চপলা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইহার কিছু দিবস পরে আমার এক পুত্র জন্মিল। পুত্রের মুখ দেখিয়া আমার প্রাণে অতুল আনন্দের উদয় হইল। পুত্র আমার প্রেমের ফল—প্রণয়ের বন্ধন, আনন্দের ধারা, নয়নের তারা হইল।

"একদিবস মিঃ টি রুদ্রা তাহার সহধর্ম্মিণীর পুত্রটীকেও আমার নিকট লইয়া আসিলেন। সেটীকেও আমি

লালন পালন করিতে লাগিলাম। ভবিতব্যতা লঙ্ঘন করা মানুষের সাধ্যাতীত। আমাদের শত চেষ্টাতেও টি রুদ্রার স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রটী বাঁচিল না। নিদাঘসন্তপ্ত পুষ্পের ন্যায় শিশু ক্রমেই শুকাইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে এক দিবস তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাহার মৃত্যুতে আমার দুঃখের সীমা ছিল না—আমি কাঁদিয়া অধীর হইয়াছিলাম। কিন্তু টি রুদ্রার চক্ষে জল পড়ে নাই। তিনি বলিলেন, 'মৃত্যুর উপর যখন আমাদিগের কোন অধিকারই নাই, তখন শোক করিয়া কি হইবে?'

"ইহার কয়েক দিবস পরে একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার সেই দিদিমা মির্জাপুরে আছেন কি?' আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেন?' তিনি কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া আমি পুনরায় বলিলাম, 'থাকিবেন না ত যাইবেন কোথা?' তিনি আমার উত্তর শ্রবণ করিয়া বলিলেন 'তিনি তোমাকে ভালবাসেন কি?' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, 'সে কথায় আর প্রয়োজন কি?' টি রুদ্রা বলিলেন, "একটু আছে। আমি একবার মির্জাপুরে যাইব।' টি রুদ্রা আমাকে আর কোন কথা না বলিয়া একদিন মির্জাপুরে চলিয়া গেলেন।

"দুই তিন দিবস অতিবাহিত হইতে না হইতে দেখি, টি রুদ্রা আমার সেই বৃদ্ধা দিদিমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছেন। দিদিমা আসিলে টি রুদ্রা বলিলেন 'দিদিমা!

আমার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। আমি আর দারপরিগ্রহ করিব না। আমার স্ত্রীর গর্ভজাত শিশুও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। এখন এই শিশুটীই আমার আশাভরসার স্থল। ইহাকে আমি আমার বংশধররূপে পরিচিত করিতে চাহি। আমার স্ত্রীর পুত্রের স্থান এই শিশুই অধিকার করিবে। আমি কলিকাতায় শিশুটীকে লইয়া যাইব—তুমি তোমার নাতিনীকে মির্জাপুরে লইয়া যাও।'

"আমি টি রুদ্রার মনোগত ভাব বুঝিলাম, কাজেই তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলাম না। দিদিমার সহিত মির্জাপুরে গমন করিলাম। আমার পুত্র টি রুদ্রার সহিত কলিকাতায় রুদ্রপ্রাসাদে আগমন করিল।"

এই সময়ে সি রুদ্রার বদনমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার উদ্বেগপূর্ণ মুখভঙ্গী, চিন্তাকুল লোচন দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল, তিনি চপলার জীবনকাহিনীর এই অংশ শ্রবণ করিয়া মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন। কখন বিস্ময়, কখন রোষ, কখন দুঃখ, কখন ভয়, কখন অনুতাপ তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল।

চপলা বলিতে লাগিলেন, "শিশুটি রুদ্রাপ্রাসাদে নীত হইল, আমি মির্জাপুরে অবস্থান করিতে লাগিলাম। শিশুটীর জন্মাদি সম্বন্ধে যখন কাহারও মনে কোনপ্রকার সন্দেহ হইবার কারণ রহিল না—সেই সময়ে আমি রুদ্রাপ্রাসাদে চপলারূপে নীতা হইলাম। আমি যখন রুদ্রাপ্রাসাদে



"অতুলবাবু প্রাণপণ শক্তিতে মিঃ কুলার দেহভার স্কন্ধে বহন করিয়া ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলেন।"

১৫৫ । পৃষ্ঠা

আসি, তখন আমার পুত্রটী বেশ বড় হইয়াছে দেখিলাম। বহুকালের পর পুত্রদর্শনে প্রাণে যে কি আনন্দপ্রবাহ ছুটিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হইল না। দেখিলাম পিতাপুত্রে সদ্ভাব নাই—পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকে। তদবধি আমার শাস্তি আরম্ভ হইল। আমার পুত্র আমাকে তাহার গর্ভধারিণী বলিয়া জানিল না—আমাকে তাঁহার পিতার অন্নে পরিপুষ্ট নিকৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করিতে লাগিল। আমার অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। চারু! আমি কত সহ্য করিয়াছি—বুকের উপর পাথর বহন করিয়া কত দিবসযামিনী অতিবাহিত করিয়াছি—এখন বুঝিতে পারিতেছ কি? বৎস! এখন তোমার হতভাগিনী জননীকে রক্ষা কর।"

যে কথা শুনিবার জন্য মিঃ সি রুদ্রার হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতেছিল, যে কথা পাছে উচ্চারিত হয় বলিয়া তিনি কখন আশাপূর্ণ নেত্রে, কখন বা নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চপলার প্রতি চাহিতেছিলেন—সেই ভীষণ কথা—সেই সর্ব্বনাশকারী শব্দ অবশেষে উচ্চারিত হইল। ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় মিঃ সি রুদ্রা উন্মত্তপ্রায় হইলেন। স্বার্থপরতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার গর্ভধারিণী তাঁহার তুলনায় কিছুই সহ্য করেন নাই। তাঁহার মান, যশ এবং সর্ব্বোপরি অতুল বিভব নষ্ট হইতেছে—পক্ষান্তরে চপলার কি গিয়াছে? চপলা যদি তাঁহার মাতা না হইত!

আসি, তখন আমার পুত্রটী বেশ বড় হইয়াছে দেখিলাম। বহুকালের পর পুত্রদর্শনে প্রাণে যে কি আনন্দপ্রবাহ ছুটিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হইল না। দেখিলাম পিতাপুত্রে সদ্ভাব নাই—পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকে। তদবধি আমার শাস্তি আরম্ভ হইল। আমার পুত্র আমাকে তাহার গর্ভধারিণী বলিয়া জানিল না—আমাকে তাঁহার পিতার অন্নে পরিপুষ্ট নিকৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করিতে লাগিল। আমার অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। চারু! আমি কত সহ্য করিয়াছি—বুকের উপর পাথর বহন করিয়া কত দিবসযামিনী অতিবাহিত করিয়াছি—এখন বুঝিতে পারিতেছ কি? বৎস! এখন তোমার হতভাগিনী জননীকে রক্ষা কর।”

যে কথা শুনিবার জন্য মিঃ সি রুদ্রার হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতেছিল, যে কথা পাছে উচ্চারিত হয় বলিয়া তিনি কখন আশাপূর্ণ নেত্রে, কখন বা নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চপলার প্রতি চাহিতেছিলেন—সেই ভীষণ কথা—সেই সর্ব্বনাশকারী শব্দ অবশেষে উচ্চারিত হইল। ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় মিঃ সি রুদ্রা উন্মত্তপ্রায় হইলেন। স্বার্থপরতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার গর্ভধারিণী তাঁহার তুলনায় কিছুই সহ্য করেন নাই। তাঁহার মান, যশ এবং সর্ব্বোপরি অতুল বিভব নষ্ট হইতেছে—পক্ষান্তরে চপলার কি গিয়াছে? চপলা যদি তাঁহার মাতা না হইত!

সি রুদ্রা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, তিনি পথের ভিখারী হইয়াছেন। যে অট্টালিকা, যে ঐশ্বর্য্য তাঁহার ছিল, চক্ষের পলকে তাহা অন্তর্হিত হইল—তাঁহার হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। এই সুরম্য হর্ম্ম্য, এই সুখৈশ্বর্য্য এ সকলেরই অধিকারী অতুল। তিনি অতুলের কৃপাভিখারী, মুখাপেক্ষী। তিনি এখন পরান্নভোজী, পরসেবী।

মিঃ সি রুদ্রা একবার তাঁহার জননীর প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন। যাঁহাকে তিনি আশ্রিতা রমণী বলিয়া এতদিবস ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তিনি অন্য কেহ নহেন—তাঁহারই গর্ভধারিণী। চপলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি যে মিঃ টি রুদ্রাকে ঘৃণা করিতাম, এখন বুঝিতেছি, তাহা খুব স্বাভাবিক। ভগবান তাঁহাকে যেন চিরকাল—"

চপলা চীৎকার করিয়া বলিলেন "চুপ কর। তাঁহাকে অভিসম্পাত করিও না। তোমার জন্য আমরা কত সহিয়াছি, একবার ভাবিয়া দেখ। তিনি হৃদয়ে দুঃসহ ভার বহন করিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন—তথাপি অন্যকে তোমার জন্ম-বৃত্তান্তের কথা বলেন নাই।"

মিঃ রুদ্রা অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে বলিলেন, "তিনি যে অকালে মরিয়াছেন, তাহা তাঁহারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিতে হইবে। তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে তুমি নিষেধ করিতেছ কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, আমার অবস্থা কি হইল? আমি সমাজপরিত্যক্ত, ঘৃণ্য জা—"

চপলা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। যে পুত্রের জন্য তিনি এত সহ্য করিয়াছেন—মান অপমান গ্রাহ্য করেন নাই—সহস্র প্রকার উত্তেজনাতেও গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করেন নাই—সেই পুত্র তাঁহারই সম্মুখে টি রুদ্রার নিন্দা করিতেছে! ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তাঁহার দুঃখ পারাবার উথলিয়া উঠিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে—কম্পিতস্বরে বলিলেন "চা—রু"!" আর কথা সরিল না। চপলার উচ্ছ্বসিত ভাব সন্দর্শনে বিজয়চাঁদের পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইল। কিন্তু চারুর ভাবান্তর ঘটিল না। কেন ঘটিবে? তাঁহার যে সকলই যাইতে বসিয়াছে—আশা ভরসা, সুখ ঐশ্বর্য্য সকলই যেন স্বপ্নবৎ তাহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইতেছে—তিনি যে এখন দয়ার পাত্র—পথের কাঙাল।

চারু বলিল—"সেই কাগজের তাড়া—সেই সর্ব্বনাশকরী উইল পিতা কেন গোপনে অতুলকে অর্পণ করিয়াছিলেন—এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি। অতুল তাহা খুলিয়া দেখিলেই আমি সর্ব্বস্বান্ত হইব। আমার কি সর্ব্বনাশই হইল!" মিঃ সি রুদ্র বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

চারুর মানসিক কষ্ট সন্দর্শনে বিজয়চাঁদ আনন্দিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, এইবার তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে—চপলা ও চারু উভয়কেই সহজে করায়ত্ত করিতে পারিবেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "অতুল বোধ হয় উইল পড়িবে না।"

সি রুদ্রা বিজয়চাঁদের কথায় উত্তর না দিয়া বলিতে লাগিলেন। "যেমন করিয়াই হউক, উইল হস্তগত করিতেই হইবে। আমি পৈতৃক সম্পত্তি কিছুতেই ত্যাগ করিব না। আমি টি রুদ্রার পুত্র—অতুল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।"

বিজয়চাঁদ বলিলেন, "আমার পরামর্শ শুনিলে কিছুতেই তাহা করিতে হইবে না।"

সি রুদ্রা আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। যে তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল, যাঁহার চেষ্টায় ও কৌশলে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন, দুরপনেয় কলঙ্কে তাঁহার নাম কলঙ্কিত হইয়াছে —সেই মহাশত্রু আবার বন্ধুভাবে উপদেশ দিতে চাহিতেছে! ইহা শ্লেষ—না বিদ্রূপ? তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "তোমার পরামর্শ শুনিব? নরাধম—পিশাচ—মিত্রদ্রোহী!"

বিজয়চাঁদ ছুরিকা লইয়া আরক্তলোচনে বলিলেন, "সাবধান।"

চপলা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "চারু! ক্ষান্ত হও! আমার জন্য শান্ত হও।"

সি রুদ্রা। তোমার জন্য শান্ত হইব? তুমি কে? তোমাকে গর্ভধারিণী জননী বলিয়া স্বীকার করি না। তুমি আমার নিকট পূর্ব্বেও যাহা ছিলে, এখনও তাহাই। তুমি আমার যে অনিষ্ট করিয়াছ, জগতে তাহা কেহ কাহারও করে না। তুমি জননী হইয়া রাক্ষসী। তোমার ন্যায় আমার মহাশত্রু জগতে আর কে আছে?

লজ্জায়, দুঃখে, ক্ষোভে চপলা অভিভূত হইলেন—হস্তদ্বারা মুখাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যে যন্ত্রণার দাবদাহে তিনি দগ্ধ হইতেছিলেন—তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। চপলা ভাবিতেছিলেন, জীবনটা দিলেও যদি চারুর কলঙ্ক মোচন হয়, তাহা হইলে অম্লানবদনে তিনি তাহা করিতে প্রস্তুত।

চপলার যন্ত্রণা বিজয়চাঁদ বুঝিতে পারিতেছিলেন। মিঃ সি রুদ্রার কঠোর ব্যবহার, কর্কশ ভাষা চপলার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়াছিল। বিজয়চাঁদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সি রুদ্রাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "স্মরণ রাখিও—ইনি তোমার জননী। পুত্রের ন্যায় ইঁহার সহিত ব্যবহার করা উচিত। তোমার ব্যবহার কাপুরুষোচিত, বর্ব্বরতামূলক।"

মিঃ সি রুদ্রা তখন দুঃখে ও ঘৃণায় উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। তিনি শ্লেষাত্মক স্বরে বিজয়চাঁদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার ভাগ্য ভাল—তাই তোমার প্রসাদে একসঙ্গে মা বাপ দুই মিলিতেছে দেখিতেছি।"

বি। চারু, চপলার জন্য অনেক সহিয়াছি, কিন্তু আর পারি না। তুমি যদি একান্তই আমার সহিত শত্রুতা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি আর নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকিব না—এখনই অতুল বাবুর নিকট যাইয়া সকল কথা প্রকাশ করিব।

সি রুদ্রা। তোমার ন্যায় অকৃতজ্ঞ পাষণ্ডের কথা সে কোনমতেই বিশ্বাস করিবে না। তুমি সহস্র প্রমাণ উপস্থিত

করিলেও সে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। আমাকে বালক মনে করিও না।

বি। তোমার পিতা মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, অন্ততঃ তাহার জন্যও সে কাগজগুলা দেখিবে।

সি রুদ্রা। সে কখনই উইল খুলিয়া পড়িবে না।

বি। দাতব্য ভাণ্ডারের কথা তাহাকে বলিব।

সি রুদ্রার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল; বুঝিলেন, শয়তানের কবল হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই; কাজেই সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য কি?"

বিজয়চাঁদ স্থিরভাবে বলিলেন "তোমার বাড়ীতে তোমার অভিভাবকরূপে অবস্থান।"

এই ভীষণ প্রস্তাবের অর্থ বুঝিতে সি রুদ্রার বাকী রহিল না। বিজয়চাঁদ তাঁহার জননীর প্রণয়ীস্বরূপ রুদ্রাপ্রাসাদে অবস্থান করিতে চাহেন। ক্রোধানলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি নিরুপায়। তিনি বেশ বুঝিতেছিলেন, তাঁহার জননী ও স্বয়ং তিনি, উভয়েই, বিজয়ের করায়ত্ত। সি রুদ্রা তাঁহার মাতার প্রতি একবার ভ্রূকুটী ভঙ্গিতে চাহিলেন; দেখিলেন, লজ্জায় ও ঘৃণায় তিনি মৃতপ্রায় হইয়াছেন।

উপায় নাই দেখিয়া সি রুদ্রা বলিলেন "বিজয়! তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠের ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মতি দান ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।"

বিজয়চাঁদের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। সি রুদ্রা মনে মনে বলিলেন, "দেখিব নরাধম কেমন করিয়া তুমি কর্য্যোধার কর। জীবনান্ত হইলেও আমি তোমার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিব না। আজি বিপাকে পতিত হইয়া তোমার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম বটে, কিন্তু সুযোগমত হইয়া প্রতিশোধ দিবই দিব।



দশম পরিচ্ছেদ।



গৃহদাহ।

আজি সি রুদ্রা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কত কথাই তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল! যে ঐশ্বর্য্যের তিনি অধিপতি বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করিতেন, তাহা এক্ষণে তাঁহার হস্তচ্যুতপ্রায়। তিনি পথের কাঙ্গাল, সমাজ-পরিত্যক্ত জারজ সন্তান। সুধুই কি তাহাই? তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার বন্ধু তাঁহার জননীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান। জানিয়া শুনিয়া জননীর প্রণয়প্রার্থী হইতে যে নরাধম ইতস্ততঃ করে না, তাহার অপেক্ষা ভীষণতর শত্রু আর কে আছে? বিজয়চাঁদের উপর মিঃ সি রুদ্রার বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হইয়াছিল।

একবার তাঁহার মনে হইল, হয়ত বিজয়চাঁদের সহিত চপলা পরামর্শ করিয়া একটা মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সন্দেহ দূর হইল। চপলা ও বিজয়চাঁদের ইহাতে লাভ কি? অতুলের উপর বিজয়চাঁদের যে রাগ আছে, তিনি তাহা জানিতেন। অতুল সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন, ইহা কখনই চপলা বা বিজয়চাঁদের ইচ্ছা হইতে পারে না।

ভাল, টি রুদ্রা যদি জাহ্নবীর সহিত অবৈধ প্রণয়েই আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা হইলে বিবাহ করিলেন না কেন? তিনি ত

হিন্দুধর্ম্ম মানিতেন না। ব্রাহ্মমতে বিবাহ ত হইতে পারিত। তাহা হইলে সকল গোলযোগই ত চুকিয়া যাইত!

সি রুদ্রার মনে এ প্রশ্ন অধিকক্ষণ স্থান পাইল না। কারণ, জহরের কথা তাঁহার মনে পড়িল। জহরকে তিনি কি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন?

মিঃ সি রুদ্রা মনে মনে নানা কথার আলোচনা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, রুদ্রপ্রাসাদ তিনি কখনই ত্যাগ করিবেন না—করিতে পারেন না। অতুল যে রুদ্রপ্রাসাদের অধিকারী হইবেন এবং তিনি যে পথে পথে আশ্রয়হীন, অন্নহীন, দীনের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত একমাত্র বিজয়চাঁদ অবগত আছেন। বিজয়চাঁদ যেরূপ অর্থলোলুপ, তাহাতে তাহাকে যদি বহু টাকার লোভ দেখাইয়া চপলার আশা পরিত্যাগ করিতে সানুনয় অনুরোধ করা যায়, তাহা হইলে সে কি স্বীকৃত হইবে না? তাহার নিকট হইতে চপলা সংক্রান্ত কাগজগুলি লইতেই হইবে। বিজয়চাঁদ যদি কোনমতেই চপলাকে ত্যাগ করিতে না চাহে এবং কাগজও দিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিতেও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। বিজয়চাঁদ যে চপলা সম্বন্ধী কাগজপত্র লইয়া লোক-জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষণা করিতে থাকিবে অথবা চক্ষের সম্মুখে তাঁহারই জননীর উপপতিরূপে বিরাজ করিবে, এবং তাঁহার পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহাকে যখন তখন ভীতিপ্রদর্শন করিবে, তিনি

জীবন থাকিতে তাহা হইতে দিবেন না। গর্ভধারিণী হইয়া চপলা কিছু তাঁহার জন্মরহস্য সাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন না। এ অবস্থায় বিজয়চাঁদকে করতলগত করা ব্যতীত অন্য উপায় আর নাই।

সি রুদ্রা অনেক ভাবিয়া সেই রাত্রিতেই বিজয়চাঁদকে দেখা করিবার নিমিত্ত একখানি পত্র পাঠাইলেন। বিজয়চাঁদ যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। সি রুদ্রা তাঁহার সহিত ইদানীং যেরূপ ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহাতে অস্ত্রাদি কিছু না লইয়া তিনি সি রুদ্রার বাটীতে যাওয়া বিজয়চাঁদ কোনমতেই যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিতেন না। অদ্য আত্মরক্ষার্থ একটা পিস্তল পরিচ্ছদাভ্যন্তরে লুকাইয়া লইলেন। রুদ্রাপ্রাসাদে আসিয়া তিনি দেখিলেন, সি রুদ্রা তাঁহার অপেক্ষায় বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। তিনি আসনগ্রহণ করিতে করিতেই সি রুদ্রা একেবারেই কাজের কথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "তোমার নিকট জাহ্নবী সংক্রান্ত যে সকল কাগজ আছে, আমাকে দিলে আমি বিশ হাজার টাকা দিব।"

সি রুদ্রার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া বিজয়চাঁদ হাসিলেন। সে হাসি অবজ্ঞাসূচক—অসম্মতিজ্ঞাপক। মিঃ সি রুদ্রা তাহাতে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইলেন।

বিজয়চাঁদ বলিলেন, "তুমি বাতুলের ন্যায় প্রস্তাব করিতেছ। বিংশতি সহস্র রজত মুদ্রা কি মিঃ টি রুদ্রার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য? তুমি ফাঁকি দিয়া বহু লক্ষপতি হইয়া থাকিবে, আর আমি বিশ হাজার টাকা লইয়া অদৃষ্টের ধন্যবাদ করিব?"

সি রুদ্রা। তুমি বিশ হাজার টাকাতেও সম্মত নহ ?

বিজয়। আমার মনে হয় টাকাটা যৎসামান্য।

সি রুদ্রা। তবে আমার প্রস্তাব তুমি প্রত্যাখ্যান করিতেছ ?

বিজয়। নিশ্চয়ই।

সি রুদ্রা। চপলার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা ব্যতীত আর কোন প্রস্তাবে তুমি সম্মত নও ?

বিজয়। নিশ্চয়ই নহে।

সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের যখন আর কোন উপায় না থাকে, তখন লোকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, বিবেকবর্জ্জিত হয়। সি রুদ্রাও তাহাই হইলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্রোধোন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে বিজয়চাঁদের উপর আপতিত হইলেন। বিজয়চাঁদ সে বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কেদারা হইতে পড়িয়া গেলেন। তখন উভয়েই উভয়কে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করিলেন। সি রুদ্রা চাহেন—বিজয়চাঁদের বিনাশ ; বিজয়চাঁদ চাহেন—রুদ্রাগ্রাস হইতে অব্যাহতি। উভয়েই উভয়কে পরাস্ত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উভয়ের ধস্তাধস্তি, কোস্তাকুস্তিতে গৃহ ধূলিপূর্ণ হইল।

বিজয়চাঁদ বহু চেষ্টা করিয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। বিজয়চাঁদ কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, গৃহ ধূমপূর্ণ হইতেছে। কোথা হইতে অনর্গল ধূমরাশি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তিনি প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উভয়ে মল্লযুদ্ধে

মত্ত। গৃহ ধূমাচ্ছন্ন হইলেও সি রুদ্রার তৎপ্রতি লক্ষ্য ছিল না—তিনি উন্মত্ত—বিজয়চাঁদের প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প। বিজয়চাঁদ কিন্তু প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও পরে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার উদ্বেগের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, সি রুদ্রার কবল হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে হুতাশনে জীবনাহুতি দিতে হইবে। তিনি কি এই ভাবে রুদ্রাপ্রাসাদে দগ্ধ হইতে আসিয়াছেন? বিজয়চাঁদ আবার একবার সি রুদ্রার কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না।

চতুর্দ্দিকে চটাপট শব্দ, অগ্নির উত্তাপ, ধূমরাশির বৃদ্ধি, বাটীর বহির্দ্দেশস্থ জনসঙ্ঘের কোলাহল—বিজয়চাঁদকে বুঝাইয়া দিল—বহ্নি-প্রকোপ শনৈঃ-শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সি রুদ্রাও ক্রমে বুঝিতে পারিলেন, বাটীতে আগুন লাগিয়াছে। তখন তিনি বিকট হাস্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন, "বিজয়! আজ শেষ দিন! আজ তোমার সকল সাধই মিটাইব। এই ভাবেই উভয়ে মরিব। আর নিস্তার নাই।"

কণ্ঠস্বরে বিজয়চাঁদ বুঝিলেন সি রুদ্রা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি উদ্ধার পাইবার মানসে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সি রুদ্রার বজ্রহস্ত হইতে কিছুতেই রক্ষা পাইলেন না। উভয়ে হর্ম্ম্যতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য যেন সি রুদ্রার হস্ত শিথিল হইল—মুহূর্ত্তের জন্য কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া বিজয়চাঁদ বলিলেন "তুমি কি পাগল হইয়াছ?

আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেছি, ছাড়িয়া দাও। দেখিতেছ না, বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে ?”

সি রুদ্রা বলিলেন, “সেই কাগজগুলা কোথায় ?”

বিজয়চাঁদ মিথ্যা কথা কহিলেন। বলিলেন “সঙ্গে আনি নাই।”

সি রুদ্রা বিজয়চাঁদের গলা টিপিয়া ধরিলেন। বিজয়চাঁদ সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া সি রুদ্রাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। অব্যর্থ সন্ধানী বিজয়চাঁদের গুলিতে সি রুদ্রা আহত হইলেন। তাঁহার বজ্রকঠোর গ্রাস ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল। বিজচাঁদকে ত্যাগ করিয়া তিনি ভূতলশায়ী হইলেন।

বাড়ীতে আগুন লাগিবার পর চপলা প্রথমে হুতাশন-প্রকোপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সত্বর বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। বৈঠকখানায় সি রুদ্রা ও বিজয়চাঁদে যে যুদ্ধ হইতেছে, তিনি তাহা জানিতেন না। তিনি যখন বাটীর বহির্ভাগে উপস্থিত হন, তখন পথে কাতারে কাতারে লোক দণ্ডায়মান। অনল-গ্রাসে যাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী বাটীগুলি পতিত না হয়, তজ্জন্য সকলে সচেষ্ট। চপলা বাহিরে আসিবামাত্র দেখিলেন, অতুল বাবুও উপস্থিত।

অতুল বাবু ঘটনাক্রমে সেই সময়ে চৌরঙ্গী দিয়া যাইতে-ছিলেন। তিনি রুদ্রাপ্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি চপলার সম্মুখীন হইলেন। সাগ্রহে চপলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চারু কোথায় ?”

চপলার তখন যেন চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বলিলেন, "তাই ত! তুমি কি তাহাকে দেখিতে পাও নাই? সে সম্ভবতঃ এই খানেই কোথাও অগ্নি নির্ব্বাপনে নিযুক্ত আছে।"

অতুল বাবু সোৎসুকচিত্তে চারিদিকে সি রুদ্রার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বৈঠকখানার গবাক্ষপথে বিজয়চাঁদ দেখা দিলেন। তখন বাড়ীর চারিদিকেই অগ্নিদেবের প্রচণ্ডমূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল। তিনি প্রথমেই অতুল বাবু ও চপলাকে দেখিতে পাইলেন। চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিজয়চাঁদকে দেখিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থ সত্বর একটা বংশসোপান সংগৃহীত হইল। উহা গৃহপ্রাচীর সংলগ্ন করিবামাত্র বিজয়চাঁদ টলিতে টলিতে বহুকষ্টে অবতরণ করিলেন।

চপলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু কোথায়?"

বিজয়চাঁদ অজ্ঞতার ভান করিয়া বলিলেন "সে এখানে নাই?"

বিজয়চাঁদের মুখের ভাব দেখিয়া চপলার সন্দেহ হইল। তিনি ক্রোধবিকম্পিত স্বরে বলিলেন, "তুমি বেশ জান সে এখানে নাই, তথাপি মিথ্যা কথা কহিতেছ কেন?"

অতুল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কথার মানে কি? আমার ভাই কোথায়?"

বিজয়চাঁদ। জানি না।

বিজয়চাঁদের মুখভঙ্গি, শারীরিক অবস্থা ও ধূলিধূসরিত

বস্ত্রাদি দেখিয়াই অতুল বাবুর মনে হইল, তবে কি উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মত্ত ছিল? তিনি জানিতেন, ইদানীং বিজয়চাঁদ সিকদারের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন, সুতরাং বিবাদ হওয়া অসম্ভব নহে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে চারু নিশ্চয়ই এখনও গৃহাভ্যন্তরে আছে! আর এক কথা চারু যদি নাই থাকিবে, তাহা হইলে বিজয়চাঁদ এতক্ষণ প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে একাকী কেন ছিল? অতুল বাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে সেই বংশসোপানাবলীর সাহায্যে উপরে উঠিতে লাগিলেন।

সে সময়ে বাটীর চতুর্দ্দিকে লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক অগ্নিদেব আধিপত্য স্থাপন করিতেছিলেন! অতুলকে উপরে উঠিতে দেখিয়া সকলেই ঐরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। চপলা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "অতুল! কেন নিরর্থক মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিতেছ? তুমি কোথায় যাইতেছ?"

অ। চারু এখনও বাটীর মধ্যে আছে, তাহাকেই আনিতে যাইতেছি।

বিজয়চাঁদ প্রমাদ গণিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার আর নিস্তার নাই। চারুকে সজীব অথবা মৃতাবস্থায় লইয়া অতুল যখন বাহিরে আসিবে, তখন তাঁহার আর দোষস্খালনের উপায় থাকিবে না—রাজদ্বারে সমুচিত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

মজ্জমান ব্যক্তি যেমন তৃণখণ্ড দেখিতে পাইলে তাহা অব-

লম্বন করিয়া প্রাণরক্ষা হইবে আশা করে, বিজয়চাঁদ তদ্রূপ মনে করিতে লাগিলেন, "অতুলের উপরে উঠিতে উঠিতে হয়ত ছাদটা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাহা হইলে সকল গোলযোগই মিটিয়া যাইবে।" কাজেই তিনি অতুলের গতি নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অতুল বাবু ক্ষিপ্রগতিতে সেই বাতায়নপথ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহাভ্যন্তর ধূমে ধূমাকার। অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপ তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি অন্ধকার গৃহে রুদ্ধশ্বাসে অন্ধের ন্যায় চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখনও বাহিরের লোকে চীৎকার করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিতেছে—তিনি তাহা শুনিতে পাইতেছিলেন। কিন্তু স্নেহপ্রযুক্ত তিনি বিপদের প্রতি দৃক্‌পাত করিলেন না।

বিজয়চাঁদ বুঝিলেন, তাঁহার সকল আশা ভরসাই বিনষ্ট হইল। চপলা সম্বন্ধী কাগজপত্র তাঁহার পকেটে ছিল। কাগজগুলি যথাভাবে আছে কি না, তিনি পকেটে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন। সর্ব্বনাশ!—কাগজগুলা ত নাই। তিনি বারংবার পকেট দেখিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুই পাইলেন না। তখন মনে হইল, কাগজগুলি নিশ্চয়ই ঘরে পড়িয়া গিয়াছে।

উন্মত্তের ন্যায় তিনি সোপানাবলি উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া চপলার মনে হইল, "বুঝি বিজয়চাঁদের সৎবুদ্ধি হইয়াছে, তাই অতুলের সাহায্য করিতে যাইতেছে।" নিমিষের মধ্যে বিজয়চাঁদ সোপান অতিক্রম করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই সময়ে অতুল বাবু সি রুদ্রাকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। অন্ধকারে তিনি বিজয়চাঁদকে দেখিতে পাইলেন না। উভয়ে সংঘর্ষ হইল। অতুল বাবু ভাবিলেন, বোধ হয় কোন সহৃদয় ব্যক্তি বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি সকাতরে বলিলেন, "আমার ভাইকে পাইয়াছি। সে মূর্চ্ছিত। আপনি যেই হউন, সাহায্য করুন।"

বিজয়চাঁদ সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি কাগজ অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইলেন। বিজয়চাঁদের ধারণা, কাগজগুলি পাইলে চারু তাঁহার উপর দোষার্পণ করিতে সাহস করিবে না। এদিকে আগন্তুকের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া অতুল বাবু বিস্মিত হইলেন। তিনি চারুর দেহভার বহন করিয়া বাতায়ন সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন। পরিশেষে প্রাণপণ শক্তিতে সি রুদ্রার দেহভার স্কন্ধে বহন করিয়া ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলেন। পথের লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

অতুল বাবু বংশ-সোপান পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পদার্পণ করিবামাত্র চপলা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অতুলকে দেখিয়াই তিনি ভীত ও বিস্মিত হইলেন। অতুল বাবুর পরিচ্ছদাদি রুধিরাপ্লুত। অতুল বাবুর কিন্তু এতক্ষণ এদিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না। চপলা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "একি? তোমার গায়ে এত রক্ত কোথা হইতে আসিল? শোণিতধারায় তোমার কাপড় যে ভিজিয়া গিয়াছে!"

চপলার কথায় অতুল বাবুর তৎপ্রতি দৃষ্টি পতিত হইল।

তিনিও বুঝিলেন, সি রুদ্রা নিশ্চয়ই আহত হইয়াছেন, তাঁহারই ক্ষতস্থান হইতে অজস্রধারায় রুধিরপাত হইতেছে।

সত্যই সি রুদ্রার ক্ষতস্থান হইতে শোণিত নির্গত হইতেছিল। তাহাতেই অতুল বাবুর বস্ত্রাদি সিক্ত হইয়াছিল।

অতুল বাবু সি রুদ্রার দেহ ভূতলে রাখিলেন। চারিদিকের জনতা অপসৃত করা হইল। সি রুদ্রার পার্শ্বে বসিয়া অতুল বাবু নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, অতি ক্ষীণ গতিতে নাড়ী বহিতেছে। তিনি তখন ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। অচিরে মুক্ত শীতল বায়ুতে সি রুদ্রার সংজ্ঞালাভ হইল।

এই সময়ে বিজয়চাঁদকেও সেই বাতায়ন-পথে দেখা গেল। তাঁহার হস্তে একতাড়া কাগজ। চপলা ও সি রুদ্রা উভয়েই বিজয়চাঁদকে দেখিতে পাইলেন। সি রুদ্রা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ঐ পাষণ্ডই আমাকে গুলি করিয়াছে।"

বিজয়চাঁদের কর্ণে সি রুদ্রার কথা প্রবেশ করিল। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল—সমস্তই অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। তিনি অবতরণার্থ সোপানে যেমন পদার্পণ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে ভয়ানক শব্দে গৃহপ্রাচীর পড়িয়া গেল—সেই সঙ্গে বিজয়চাঁদও কালের কুক্ষিগত হইলেন। তাঁহার চিহ্নমাত্রও আর দেখা গেল না।

উপসংহার।



অতুল বাবু সহস্র চেষ্টাতেও সি রুদ্রাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। আঘাত সাঙ্ঘাতিক হইয়াছিল। মৃত্যুর অনতিকালপূর্ব্বে তিনি অতুল বাবুকে বলিয়াছিলেন, "এইবার টি রুদ্রার উইল অসঙ্কোচে পড়িয়া দেখিতে পার; পড়িলে বুঝিতে পারিবে আমি কে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার গৃহে আসিয়া চিনিয়াছি, তুমি কে। চিনিয়াও বলিতেছি, তোমার সহিত বাক্যালাপে আমার প্রবৃত্তি নাই। চপ—তোমার খুড়ীকে পাঠাইয়া দাও।"

চপলা আসিলে সি রুদ্রা বলিলেন, "মৃত্যুর পর যদি কোনও জগৎ থাকে, আর সেই জগতে যদি দেখা হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে টি রুদ্রার সহিত একবার বুঝাপড়া করিব।"

অতুল বাবু উইল পাঠ করিবার পূর্ব্বেই চপলা কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। তিনি পুনর্ব্বার কাশীবাসী হইলেন। রুদ্রাপ্রাসাদে থাকিবার জন্য অতুল বাবু তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। জীবনের অবশিষ্টাংশ কাশীতে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার পূজায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

অতুল বাবু, পিতৃব্য-পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, চারুবালার পাণিগ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য বিবাহের সময়

গোবিন্দলাল জ্যোৎস্নাকুমারীকে সমভিব্যাহারে লইয়া রুদ্রা-প্রাসাদে আসিয়াছিলেন। অতুল বাবু এক দিন গোবিন্দলালকে বলিয়াছিলেন, "তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া কয়মাস হইতে মনে করিতেছি, কিন্তু সুযোগাভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। বলিতে পার, কেন মথুরের স্বভাবের হঠাৎ ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল?"

গো। আমার বিশ্বাস, মথুর মরিয়া গিয়াছিল, আর তাহার সত্ত্যক্ত দেহমধ্যে কোন দুষ্টাত্মা প্রবেশ করিয়াছিল; তুমি মথুরের দেহটা দেখিয়াছিলে, কিন্তু সেই দেহের অধিকারী তখন অন্য এক ব্যক্তি।

অতুল। এরূপ হইতে পারে কি?

গো। কেন, তুমি কি শঙ্করাচার্য্যের কথা শুন নাই? তিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া অবশেষে রতিশাস্ত্র শিখিবার জন্য মৃত রাজার দেহ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আজকালকার যোগিনী ম্যাদাম ব্লাভাস্কিও এইরূপ বলিয়া শুনিয়াছি।

অতুল। স্বীকার করিলাম, যোগীরা এইরূপ পারেন, কিন্তু দুষ্টাত্মারাও কি অপরের দেহমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ?

গো। ভূতে পাওয়া, দানায় পাওয়া বাল্যকালাবধি শুনিয়া আসিতেছ; তবে বিস্ময়ের কারণ কি?

অতুল। আচ্ছা, মানিয়া লইলাম কোন দুষ্টাত্মা মথুরের দেহ অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু সে দুরাত্মা কে?

গো। আমার অনুমান হয়, চ্যাটার্জ্জি সাহেবের আত্মা। সে তোমার প্রতি দারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল ; মৃত্যুর পরও তোমার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত ; অবশেষে প্রবল প্রবৃত্তি বা তীব্র বাসনায় তাড়িত হইয়া সুযোগমত মথুরের দেহ অবলম্বন করিয়া থাকিবে।

অতুল। আর একটা কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণের উপর পূর্ব্বে সর্ব্বদা যেরূপ একটা ভার চাপিয়া থাকিত, এখন আর তাহা নাই কেন? কিসে সে মানসিক ক্লেশটা ঘুচিল?

গো। সৎসঙ্গ ও ভগবদ্ভক্তি। ইহাই বিধি-প্রসাদ।

গোবিন্দলালের বাক্যে অতুল বাবুর সন্দেহ ভঞ্জন হইল। চারুবালার সহিত অতুলের বিবাহে গোবিন্দলাল ও জ্যোৎস্না-কুমারীর আনন্দের সীমা রহিল না। অতুল বাবুর হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আস্থা দেখিয়া তাঁহাদের অনির্ব্বচনীয় সুখ বোধ হইয়াছিল। অতুল বাবুর প্রাণ হইতে সয়তানের প্রকোপ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। অতুল বাবু পরম ভগবদ্ভক্ত সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি,দীনের সখা, আর্ত্তের আশ্রয়স্থল হইয়াছেন। যে চারুবালাকে তাঁহারা প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, যাহার গুণে সমগ্র কৃষ্ণনগরবাসী মুগ্ধ, হিন্দুধর্ম্মে যাহার ভক্তি ও বিশ্বাস অতুলনীয়, সেই চারুবালা সোদরপ্রতিম সুহৃৎ, সর্ব্বগুণাধার অতুলের সহধর্ম্মিণী হইয়া গোবিন্দলাল ও জ্যোৎস্নাকুমারীর চিরপোষিত আশা পূর্ণ করিয়াছে। তাঁহারা কয়েক দিবস আনন্দে

রুদ্রাপ্রাসাদে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদিগের বিদায়কালে অতুল বাবু ও চারুবালা চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

নববধূরূপে চারুবালা যখন অতুল বাবুর বাটীতে পদার্পণ করে, তখন তাহাকে দেখিয়া মামুদ হর্ষোৎফুল্লচিত্তে অতুল বাবুকে বলিয়াছিল, "বাবু! আজ আবার আমার বেটীকে পাইলাম। বধুমাতাকে দেখিয়া আমার কন্যাশোক ঘুচিল। এ বেটীকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইব না।" অতুল বাবু সহাস্যে উত্তর করিয়াছিলেন, "তুমি যাইতে চাহিলেও আমরা তোমাকে ছাড়িব কেন?" বলা বাহুল্য, মামুদ আমরণ অতুল বাবুর নিকটেই ছিল।

বিবাহের পরে নবোঢ়াকে দেখিবার জন্য কাশী হইতে জহুর আসিয়াছিল। সে তাহার যাহা কিছু মূল্যবান অলঙ্কার ছিল, তৎসমুদায় আনিয়াছিল। বহুমূল্য অলঙ্কাররাশি একে একে বাহির করিয়া চারুবালার অঙ্গে সযত্নে পরাইতে লাগিল। চারুবালা বিস্মিত হইয়া নীরবে জহুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সমস্ত অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া জহুর চারুবালাকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া একবার নয়ন ভরিয়া দেখিল। তাহার চক্ষে অশ্রু বা বদনে হাসি নাই—শুধু পলকশূন্য নয়নে দেখিতে লাগিল। চারুবালাকে সাজাইবার সময় জহুরের হৃদয় সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি ভাবের ভীষণ ঘাত প্রতিঘাতে আন্দোলিত হইতেছিল। কিন্তু মুখে সে ভাব আদৌ প্রকাশিত

হয় নাই। হায় জহর! তুমি চিত্তসংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে। রুদ্রপ্রাসাদে অতুল বাবুকে যেদিন প্রথমে দেখিয়া চিত্ত হারাইয়াছিলে—সেই একদিন—আর আজি একদিন। সেই তুমি, সেই অতুল বাবু, সেই রুদ্রাপ্রাসাদ—কিন্তু আজি ভাবের পার্থক্য কত। প্রথম দর্শনে কত সাধ, কত আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলে—আর আজি সে সমস্ত বিসর্জ্জন করিলে! তোমার গভীর প্রেমের কথা এ পর্য্যন্ত জগতে কাহারও নিকট প্রকাশ কর নাই, আজিও করিলে না,—কখন যে করিবে, তাহাও মনে হয় না। তুমি সামান্যা রমণী হইয়া মহাসংযমীর ন্যায় চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া জগতে অনুপম মহত্ত্ব প্রকাশ করিলে। ধন্য তোমার শিক্ষা। ধন্য তোমার দীক্ষা!!

আর আসিয়াছিলেন কুমুদিনী। তাঁহার কণ্ঠে একছড়া মণিময় হার ছিল; তিনি তাহা লইয়া চারুবালার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। চারুবালা, কুমুদিনীকে কখন দেখেন নাই, তাঁহার নামও শুনেন নাই। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

কুমুদিনী সহাস্যে বলিলেন, "আমার নাম জানিয়া কি হইবে? আপনার স্বামী—নরাকারে দেবতা—আমার রক্ষা-কর্ত্তা, আমি তাঁহার নিকট চিরদিনের নিমিত্ত ঋণী। অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন নাই" বলিয়া কুমুদিনী প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। এমন সময় অতুল বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমুদিনীকে দেখিয়া বলিলেন, "একি, আপনি যে!"

কুমু। আপনার স্ত্রীকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।

অতুল। কেমন দেখিলেন?

"আপনার উপযুক্ত বটে" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। অতুল বাবু সে দিকে আর লক্ষ্য না করিয়া চারুবালাকে বলিলেন, 'তুমি যাহা ভালবাস আমি আজ তাহা করিব;— আমার পিতৃব্যের যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দাতব্য ভাণ্ডারে অর্পণ করিব। তুমি কি বল?"

চারুবালা বারিপূর্ণ নয়নে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি নিত্যই সুন্দর!"

অতুল বাবু আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন, "আর তুমি চারু-বালা, তুমি চিরসুন্দর!"



শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য পুস্তক।

কলিকাতা ৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট হিতবাদী পুস্তকালয় এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

১। বঙ্গলক্ষ্মী।

সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ রমণী লইয়া গঠিত। হিন্দু সমাজে সেই কুল-ললনাদিগের উৎকর্ষ সাধন সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। বঙ্গলক্ষ্মী এতদুদ্দেশ্যে প্রচারিত। আপনার স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী আত্মীয় যাহাতে প্রাতঃস্মরণীয় সতী সাবিত্রীর ন্যায় হন, সর্ব্বগুণে বিভূষিত হন, তজ্জন্য বঙ্গলক্ষ্মী পাঠ করিতে দিউন। রমণী চরিত্রোৎকর্ষ সাধনের উপযোগী এমন পুস্তক আর নাই। মূল্য বার আনা।

২। অশ্রুধারা।

সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে অশ্রু মানবের চির সহচর। যিনি কাঁদিতে জানেন, তিনি মহাশোকেও অমৃতজীবন লাভ করিতে পারেন। অশ্রুধারা পাঠে ইহার সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। দেশের শ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্রাদিতে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত। ভাষা ও ভাব উচ্চ এবং মধুর। যদি শোক-তাপ-জর্জ্জরিত দেহে অমৃত-স্রোত প্রবাহিত করিতে চাহেন, চিতাগ্নিপূর্ণ শ্মশানকে নন্দন-কাননসম জ্ঞান করিতে চাহেন—অশ্রুধারা পাঠ করিয়া সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করুন। মূল্য বাঁধাই আটআনা স্থলে ছয় আনা, অ-বাঁধাই ছয় আনা স্থলে চারি আনা। বলা বাহুল্য, মূল্যের এই সুলভতা অধিক দিন থাকিবে না।

৩। পলাশী সূচনা।

পলাশী যুদ্ধের সূচনা কিরূপে হইল, ইহাতে প্রাঞ্জল ভাষায়, ঐতিহাসিকতত্ত্বসহ লিখিত। সিরাজদ্দৌলা, উমিচাঁদ, ইংরাজ বণিকদল প্রভৃতির চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত। যাঁহারা একাধারে উপন্যাস ও ইতিহাস পাঠ করিতে চাহেন; তাঁহারা সিরাজদ্দৌলার সামসময়িক ঘটনাবলী অবলম্বনে লিখিত, সাহিত্যরথী অনুকূল বাবুর অমৃত নিষ্যন্দিনী লেখনি-প্রসূত এই ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করুন। তক্‌তকে কাগজে ঝক্‌ঝকে ছাপা। বাঁধাই মনোহর। মূল্য আট আনা।

৪। ভীষণ প্রতিশোধ।

সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহাতে অভিনব কল্পন 'সমহান চিত্র, নূতন ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ, পরিদৃষ্ট হইবে। সম্প নূতন ধরণের পুস্তক—পড়িতে আরম্ভ করিলে সমাপ্ত না করিয়া উঠি পারা যাইবে না। পাঠ কালে কখন আনন্দে বিহ্বল, কখন বিষ অবসন্ন, কখন উৎসাহে উন্মত্ত, কখন হতাশ্বাসে মুহ্যমান হইতে হইবে মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে বাঙ্গালী দস্যুবীর কিরূপ শৌর্য্য বীর্য্য সৎসাহস ও আত্মনির্ভরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা পাঠে তাহা উ লব্ধি হইবে। বাঙ্গালী বীরের অপূর্ব্ব চরিত্র অনুকূল বায়ুর ওজস্বি ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এক কথায় বঙ্গভাষায় এরূপ ধরণের রহস্য হয় নাই। ২৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য আট আনা মাত্র।

সতীলক্ষ্মী।

সাহিত্যক্ষেত্রের প্রতিভাবান লেখক শ্রীঅর্জ্জুনচন্দ্র বসু প্রণীত, সু মনোরম অথচ শিক্ষাপ্রদ স্ত্রীপাঠ্য গার্হস্থ্য উপন্যাস। সুন্দর কাগ সুন্দর ছাপাই, এগার ফর্ম্মা ডবল ক্রাউন ১৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত মূল্য আনা। সতীলক্ষ্মী পাঠে বঙ্গের কুললক্ষ্মীরা সতীধর্ম্মের মহিমা বুঝি স্ব স্ব চরিত্র গঠনের তৎপর হইবেন। সতীরাণী চারুশীলা ও সুষ কাহিনী পাঠে অতি পাষাণের হৃদয়েও করুণার উৎস উথলিয়া উঠি আবার কামোন্মত্ত নরপশু নৃশংস নায়েব তিনকড়ি কর্ত্তৃক চারি বৎসর নির্দ্দোষ বালিকার হত্যাকাণ্ড পাঠে ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইবে এতদ্ব্যতীত হিন্দু ধর্ম্মের সার কথা—গীতার মুখ্যশিক্ষা "পরি ব্রত" সাধনের সমুজ্জ্বল চিত্রও দেখিতে পাইবেন। মামা নিধিরাম চরিত্র বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয়। মুখে মধু হৃদে বিষ লইয়া মামা যেভ জাতির সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আজকাল প্রায় প্রতি সংসারে বিদ্যমা এতদ্ব্যতীত ললিত ও শ্রীশের চরিত্র পাঠে অনেকেরই জ্ঞান সঞ্চ হইবে। মোটের উপর স্বর্ণলতার পর এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গার্হ উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই।